প্রথম প্রকাশ : ১ বৈশাখ ১৩৬৪ । ১৪ এপ্রিল ১৯৫৭

প্রকাশ করেছেন :
শেফালিকা ঘোষ
ভারত বুক এজেন্সী
২০৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬

ছেপেছেন :
শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
৭৩ মাণিকতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
শ্রীপ্রভাত কর্মকার

ব্লক—সিটি আর্ট প্রডাকসন

"রূপদর্শী"

শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ

কল্যাণীয়েষু

এই লেখকের অন্য বই—

॥ ওগো মেয়ে সাবধান ॥ ম্যানিয়া ॥
॥ স্বামী পালন পদ্ধতি ॥ সালোম ॥
॥ ফ্যাশন ট্রেনিং স্কুল ॥ কটাক্ষ ॥
॥ ভ্যাগাবণ্ডস্ ॥ পংকিল ॥ ভাঙাগড়া ॥
॥ পণ্যা ॥ ফাঁকিস্থান ॥ চক্র ॥ বেনহুর ॥

॥ লেখকের পরবর্তী অনুবাদ ॥

মিস্ টাম্পরি করেলির Sorrows of Satan—শয়তানের শোক

উপহার

পাশ্চাত্য সমাজ আজ উগ্র অগ্রগতির দিকে। আর তারই অন্ধ অনুকরণে ব্যস্ত আমাদের প্রাচ্য সমাজ। এই সন্ধিক্ষণে ওদেশী মেয়ে 'থেলমাকে' আমাদের মেয়েদের সামনে দাঁড় করানো হ'লো সুলেখিকা মেরি করেল্লির এই স্নিগ্ধ সুন্দর উপন্যাসখানির মাধ্যমে। আশা রইলো, অনুকরণ যদি করতেই হয়, থেলমা-ই যেন তাদের আদর্শ হয়॥

নিশীথ সূর্যের
দেশ

নিশীথ সূর্যের রঙীন আলোয় নরওয়ের আকাশ তখন রক্তাভ।

চারিদিক নীরব, নির্জন!

আলতেন ফোর্ড গ্রামের পাশ দিয়ে ব'য়ে চলেচে কুলকুল করে ফোর্ড নদী। আর আশ্চর্য, সেই নদীর ধারে দামী ওভারকোট পেতে অলস-ভঙ্গীতে শুয়ে আছেন এক বিদেশী। ইংরেজ লর্ড। নাম এরিংটন। তাঁর বন্ধুরা গেছেন তাঁরই প্রমোদ তরণী নিয়ে নদীর ওপারে সেইল্যাণ্ডে। ভদ্রলোক যাননি সঙ্গে হৈচৈ করতে। একটু নিরিবিলিতে উপভোগ করছিলেন নরওয়ের আকাশে আলোর খেলা। বাস্তববাদী ইংরেজ মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছিলেন প্রকৃতির রং-লীলা।

সহসা তাঁর ধ্যান ভাঙলো নারীকণ্ঠস্বরে।

দূর থেকে ভেসে এলো অপূর্ব সঙ্গীত। কে গাইছে গান? কোথায় সে নারী? লর্ড এরিংটন উঠে দাঁড়ালেন। বাঁ হাতের কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলেন: রাত বারোটা। সূর্যের রং লাগা আলোয় ভালো করে দেখা গেলো না কাউকে। পাশের দূরবীনটা তুলে ধরলেন চোখে: না, কিছু দেখা গেল না।

অথচ কানে ভেসে আসচে অপূর্ব স্বরমূর্ছনা! দুর্বোধ্য সে গানের ভাষা কিন্তু তার স্বরচাতুর্য প্রাণে লাগায় দোলা। লর্ড চঞ্চল হলেন!

এমন সময় নৌকোর একটা কোণ চোখে প'ড়লো তাঁর। এগিয়ে গেলেন তিনি। দেখেন একটি যুবতী, দীঘলদেহী, রূপময়ী নৌকোটাকে কিনারা থেকে জলে দিচ্চে ভাসিয়ে আর আপন মনেই গাইচে গান!

এরিংটন এগিয়ে গেলেন আরো: ঠেলা দেবো নৌকোয়?

চুপ্ ক'রে রইলো মেয়ে। ইংরেজী জানে না হয়তো। এবার হাত ইসারায় জানালেন তাঁর প্রস্তাব।

দিতে পারেন।—মেয়েটি উত্তর দিলো ভাঙা ইংরেজিতে!

লর্ড অভ্যস্ত হাতে ঠেলে দিলেন নৌকো।

নৌকো ঠেলা অভ্যেস আছে বুঝি ?—মেয়েটি জিগ্যেস করলো।

হ্যাঁ !—এরিংটন উত্তর দিলেনঃ আমার নিজের নৌকো আছে কিনা।

মেয়েটি এবার ভালো ক'রে এরিংটনের ভদ্রবেশের দিকে লক্ষ্য করলো, বললোঃ নৌকো আছে নিজের ? মশায়ের কি করা হয় ?

কিছু না।—হেসে বললেনঃ অবশ্য একটা কাজ আছে—বেঁচে থাকা !

খুব শক্ত কাজ বুঝি ?—হাসলো না মেয়ে !

নিশ্চয়ই !

আর কোন কথা নেই। নৌকোয় উঠলো মেয়ে। হাতে ধরলো দাঁড়।

যাচ্চো নাকি ?

হ্যাঁ। নইলে বাড়ি ফিরতে দেরি হবে যে !

কী নাম তোমার বলবে ?

নরওয়ের কুমারীরা অজানা কাউকে নাম বলে না।

যদি আমার নাম বলি ?

তবুও না। চলি বিদায়।

দেহলতা হেলিয়ে দিলো দাঁড়ের গায়ে। নদীর তীর ছেড়ে চলে গেল মেয়ে দূরে, সুদূরে !

লর্ড এরিংটন চোখে দূরবীন তুললেন আবার। ভরা নদীতে যৌবনভরা নারী নাও বেয়ে চলেচে আপন মনে। নিশীথ সূর্যের লাল আলো নাচে নদীর বুকে। আর লর্ডের বুকে ?

লর্ড বসে প'ড়লেন হতাশায়। লজ্জাও পেলেন।

একটি মেয়ে, একটি গ্রামীন কুমারী এমন ক'রে বোকা বানিয়ে গেল তাঁকে ! স্যার ফিলিপ ক্রস এরিংটন, ব্যারোনেট, অর্থের যাঁর শেষ নেই, সম্মানের যাঁর সীমা নেই—সমাজে যাঁর তুলনা নেই—একি তাঁর পরিণতি !

কে ও মেয়ে? কোনো ছদ্মবেশী রাজকুমারী? না, কোনো কৃষক-কন্যা? স্বদেশে কুমারী-কন্যার মায়েরা যাকে জামাতারূপে পাবার জন্যে ব্যগ্র, সুন্দরী-শ্রেষ্ঠারাও যাঁর একটু স্পর্শ পাবার জন্যে উদ্গ্রীব—তাঁকে অবহেলা করলো কে ঐ নারী, কোন অহমিকায়?

আমার কথায় কি রাগ করেচে মেয়ে?—এরিংটন ভাবতে বসলেন: আমি তো এমন অন্যায় কিছু বলিনি? সাধারণ চাষীর মেয়ে হলে অন্ততঃ এতটা অবহেলা করবার সাহস পেতো না। আর চেহারাটাও তো উপেক্ষা করবার মত নয় ও মেয়ের। দেহের গড়ন, বলার ধরণ—আকর্ষণীয়! জানতে হবে ও মেয়ে কে? ঠিক, জিগ্যেস করতে হবে ভালডেমারকে, আমাদের এদেশী মাঝিটাকে!

কিন্তু মেয়েটি ওদিক দিয়ে এলো কোত্থেকে?

এরিংটন উঠে দাঁড়ালেন: দেখতে হবে একবার। খানিকটা এগিয়ে গেলেন। আরো খানিকটা। দেখেন, একটা গুহা, সহজেই একটা মানুষ ঢুকতে পারে। হাত ঘড়িটা দেখলেন এরিংটন: একটা বাজে প্রায়! পূবের আকাশ ফ্যাকাশে। বনে কোকিলের কুহুরব! পাখী সব করে রব। গুহার ভিতরটা অন্ধকার। দেশালাই জ্বালালেন এরিংটন। ভিতরে একটা দরজা, না? এগিয়ে গেলেন তিনি। নিভে গেল কাঠিটা। আবার জ্বালালেন একটা। কাঠের দরজা। তাতে খোদাই করা: কী যেন··· থেলমা! ঐ মেয়েটির নাম নাকি? কে জানে! ধাক্কা দিলেন দরজায়। খুলে গেল সহজেই। অন্ধকার ভিতরটা। গুমোট। তবু ঢুকলেন। শেষ হয়ে গেল কাঠিটা। আবার জ্বালালেন কাঠি একটা। ছোট্ট ঘর। মেঝেয় একটা প্রদীপ, তাতে পোড়া সলতে। একটু আগেই জ্বলেছিল প্রদীপটা। প্রদীপটা জ্বালালেন এরিংটন। ঘরটা ভ'রে উঠলো আলোয়। দেওয়াল চারটে ঝলমলিয়ে উঠলো। ঝিনুক দিয়ে সাজানো দেওয়াল। নানারংয়ের ঝিনুক, নানা আকারের ঝিনুক। নিপুণ হাতে সাজানো।

হুঁ! মনে মনে হাসলেন লর্ড। মেয়েটির গোপন ঘর। তাঁর দেশের বড়ঘরের ঘরণীদের যেমন থাকে গোপন ঘর—তেমনি এটিও ঐ মেয়ের। সব মেয়েই সমান। লেডী উনস্লের ঘরোয়া ঘরের কথা তাঁর মনে পড়লো। সামাজিক সম্মানটুকু বজায় রাখবার জন্যে যেটুকু বাঁচিয়ে চলা ছাড়া উপায় নেই—সেটুকু বাদে কী না করেচে লেডী তাঁর সঙ্গে! এই মেয়েটিও সেই পথেরই পথিক!

হ্যাঁ হে, কে তুমি?

পুরুষের কণ্ঠস্বরে চমকিত হয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন এরিংটন। দেখেন, এক বামন, চার ফুট মাথায় উঁচু, কদাকার দেখতে, হাত পা গুলো বাঁকা, ড্যাবা ড্যাবা চোখ দু'টো দিয়ে গিলচে তাঁকে!

এখানে কেন? চুরি করতে? হত্যা করতে?—বামন দাঁত খিঁচোলো।

না, না। ঘরে আসা আমার অন্যায় হয়েচে।—লর্ড বললেন: কিছু মনে ক'রো না। আমি যাচ্চি!

তাতো বটেই।—বামন বললো: হতভাগা সিগার্ডকে মারবার মতলব? সত্যিই নয়!

কিন্তু জানো, তোমাকে আমি জানি। গতজন্মে আমি ছিলাম রাজা, তুমি ছিলে বিদ্রোহী। আজ না হয় তুমি ইংরেজ, ধনী, অহংকারী ইংরেজ।

এরিংটন অবাক হলেন। এ জানলো কি ক'রে তাঁর কথা?

কী হে? চুপ করে যে! শুনবে আমার গান? ঐ শোনো! কান্না। হাহাকার। ওর কান্না আমায় পাগল ক'রে দেয়!

কিছুই শুনতে পেলেন না এরিংটন—এক বাইরের বাতাসের একটানা গোঙানি ছাড়া। লোকটা পাগল নয় তো?

এরিংটন জিগ্যেস করলেন: এটা বুঝি তোমার ঘর?

আমার ঘর সবখানেই। পাহাড়ে পর্বতে, জলে, স্থলে। আর আমার প্রাণটুকু কোথায় আছে জানো? থেলমার কাছে! থেলমা, থেলমা!

কে থেলমা?—এ'রিংটন প্রশ্ন করলেন সাগ্রহে।

বটে! কে তাই বলবো? রত্নভাণ্ডার লুটতে দেবো? থেলমাকে তোমার কি দরকার? নেই সে। ম'রে গেছে।—বামন অধৈর্য হ'লো: ওর কথা জানতে চেয়ো না। যাও তুমি। বড় চালাক তুমি? যাও, যাও—

ছুটে বেরিয়ে গেল নিজেই।

বাইরে বেরিয়ে এলেন এরিংটন।

দিকে দিকে তখন রূপোলী আলোর ঢেউ।

এরিংটন ঘড়ি দেখলেন: রাত তিনটে তখন!

প্রমোদ তরণী 'ঈলালাই' এসেছে ফিরে। ঘাটে বাঁধা। লর্ড এরিংটন গেলেন তরণীতে। ডাকলেন একান্তে তার প্রিয়বন্ধু লরিমারকে। বললেন সব ঘটনা। লরিমার প্রথমে হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন: তুমি বোধহয় স্বপ্ন দেখেচো লর্ড। রাত্রে নির্জনে কোনো যুবতী আসতে যাবে কেন? তার কি খেয়ে দেয়ে কাজ নেই?

না ভাই, সত্যি দেখেচি। এই চোখ দিয়েই দেখেচি। কথা বলেচি তার সঙ্গে।—লর্ড বললেন: দাঁড়াও ভালডেমারকে জিগ্যেস করতে হবে। কোথায় সে?

লরিমার ডাকলেন তাকে।

আচ্ছা, ভালডেমার, লর্ড এবিংটন জিগ্যেস করলেন: এখানে কোনো সাজানো গুহা আছে তোমার জানা?

না তো!—সে যেন আকাশ থেকে পড়লো।

আচ্ছা, এখানে 'থেলমা' ব'লে কেউ আছে?

থেলমা?—চোখ দুটো বড় বড় হ'য়ে গেল ভালডেমারের: থেলমা? ওলাফ গুল্ডমারের রূপসী মেয়েটার কথা বলছেন? তাদের বিষয়ে হঠাৎ যে!

ওলাফ গুল্ডমার কেমন লোক জানো?—লরিমার প্রশ্ন করলেন এবার।

কেমন লোক? যেমন লোকে হ'য়ে থাকে, তেমন নয়। ঐ জন্যই বাপ বেটি কারোর সঙ্গে মেশে না, কাউকে বাড়িতেও ঢুকতে দেয় না। অদ্ভুত। বুড়োর চাষের জমি আছে, বাড়ি একখানা আছে—তাই নিয়েই তারা ব্যস্ত। কেন, সেখানে যাবার ইচ্ছে নাকি?

—কোথায় তাদের বাড়ি?—লর্ড প্রশ্ন করলেন।

—ঐ যে দেখছেন পাহাড়টা, তার পেছনে সবুজ ক্ষেত, তারই শেষে এই নদীর ধারেই।—ভালডেমার বললো: সেখানে একঘরে হ'য়ে আছে ওরা। আমরা কেউ যাইনে ওখানে।

—না, না। আমরাও যাবো না ওখানে।—লরিমার ঝেড়ে ফেললেন প্রসঙ্গটা।

বসকব সহরে কিছুদিন ধ'রে বাস করছেন রেভারেণ্ড ডাইসওয়ার্থি। ধর্মপ্রচারক। আগে যিনি ছিলেন, তাঁর শরীর অসুস্থ হওয়ায়, তাঁরই আমন্ত্রণে তাঁরই স্থলাভিষিক্ত তিনি। পঞ্চাশের উপর বয়স। শরীরের যেখানে যেখানে চর্বি জমানো যেতে পারে, জমা আছে প্রচুর পরিমাণে। দাড়ি গোঁফ কামানো, চকচকে মুখ, ফুলো গাল, কুতকুতে চোখ, খাড়া নাক, বাদামী চুলে সোজা সিঁথি—সব মিলিয়ে ভদ্রলোককে বোঝা দুষ্কর, ভালো কি মন্দ!

বসকবে এসে সাজানো বাড়ি আর ঝি-চাকরদের সেবা যত্ন পেয়ে বেশ বহাল তবিয়তেই আছেন। মেদবহুল ধার্মিকপ্রবরের আরামের আর অন্ত নেই।

সেদিন বারান্দায় ভদ্রলোক চা পান করতে বসেছিলেন। আয়া সব সাজিয়ে দিয়ে গেছে। আরাম ক'রেই উপভোগ করছিলেন পর্বটা। এমন সময় দেখা গেল দূরে চারজন ভদ্রলোক আসচেন, তাঁর বাড়ির দিকেই। কাজেই তাড়াতাড়ি হাত চালাতে হ'লো। সব শেষ করলেন প্রায় নাকে মুখে গুঁজে। আয়া সরিয়ে নিয়ে গেল কাপ-ডিস ইত্যাদি।

লর্ড এরিংটন ঢুকলেন—তাঁর তিনবন্ধু লরিমার, ডুপ্রে আর ম্যাকফারলেনকে নিয়ে।

আসুন, আসুন!—রেভারেণ্ড চাইসওয়ার্থি একগাল হেসে অভ্যর্থনা করলেন: বসুন লর্ড এরিংটন, বসুন আপনারা। তারপর কেমন দেখচেন দেশটা?

ভালোই—লর্ড বললেন।

তারপর শুরু হ'লো নানাবিষয়ে আলোচনা। আয়া নিয়ে এলো ট্রেতে মদের বোতাল, গেলাস। ভদ্রতা। পান করলেন সবাই।

হঠাৎ একসময় উঠে দাঁড়ালেন লর্ড: আমি আর লরিমার ঘুরে আসচি একটু। আপনারা গল্প করুন।

ডুপ্রে আর ম্যাকফারলেন ধার্মিকপ্রবরের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েচেন, কাজেই জমেই রইলেন সেখানে। ওঁরা দু'জনে নদীর ঘাটে গিয়ে ভাসিয়ে দিলেন তাঁদের বিলাসী-নৌকো। কোথায়?

কোথায় যাবে মিছিমিছি।—লরিমার বললেন লর্ডকে: লোকটা বোধহয় একরোখা, গোঁয়ার। হয় তো অপমান করতে পারে।

ভয় পাচ্চো?

সে বান্দা আমি নই।

তবে চলো। দেখো কি হয়।

নদীর ধার দিয়ে দিয়ে বেয়ে চলছিল তাঁদের বিলাসী নৌকো। হঠাৎ এরিংটনের চোখে পড়লো ঘাটে বাঁধা একখানা নৌকো। তাতে নাম লেখা: ভ্যালকিরি। প্রাণটা নেচে উঠলো। এ তো সেই নৌকো। কাল রাত্রের সেই যুবতীর নৌকো ব'লেই মনে হ'লো। ভিড়াও তরণী এই ঘাটেই।

দুই বন্ধু নামলেন। শুরু করলেন হাঁটা। আন্দাজে এলেন এক বাগানের ধারে। হঠাৎ কানে এলো গানের সুর! আর সন্দেহ নেই। সেই সুর। সেই মেয়ের গান। বেড়া ফাঁক ক'রে দেখলেন, বাগানের এক গাছের তলায় বসে সেই [illegible] চরকা কাটছে আর গান গাইছে আপন মনে।

লর্ড টানলেন লরিমারকে: এসো এদিকে। চোরের মতো পেছন দরজা দিয়ে নয়, সদর দিয়েই ঢুকতে হবে। সন্দেহ যেন না করে কেউ।

ঘুরে সামনের দরজায় আসতেই—তারা বাড়ির সামনে দেখলেন এক বিরাটকায় পুরুষ। দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। সাদা রেশমের মত চুল, কোঁকড়ান ছাঁটা দাড়ি। বয়স? বাহাত্তর; দেখতে পঞ্চাশ যেন। পরনে খাটো ঘাঘরা, হাতের কাজ করা। কোমরে বন্ধনী, তাতে শিকার- ছুরিকা!

কী চাই?—বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন।

এই বাড়ীর মালিককে!—উত্তর দিলেন এরিংটন।

আমিই, ওলাফ ওল্‌মার!—বৃদ্ধ বললেন: আপনারা কি জানেন না, এখানে আসা নিষেধ।

জানি।

তবে কেন এখানে?

আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'তে।

আমি হ'তে চাইনে কারোর সঙ্গে পরিচিত!

হ্যাঁ, সেই রকমই শুনেছিলাম বটে বসকবে।

বসকবে? অনেকের কাছেই অনেকরকম শুনতে পাবেন আমার বিষয়ে। আচ্ছা, আসুন। নমস্কার।

এত তাড়াতাড়ি?—লরিমার হাসলেন: ইনি আমার বন্ধু, লর্ড এরিংটন, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান।

লর্ড। ব্যাঙের ছাতা মাথায় লর্ড! ওসব আমার ঢের জানা আছে।
·· আচ্ছা, দাঁড়ান, ভেবে দেখি! —বৃদ্ধ মাথানীচু ক'রে কী যেন ভাবলেন খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ কোমর থেকে ছুরিখানা বার ক'রে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে ধরলেন চেপে: বেশ, বন্ধুত্বই করা যাক্। আসুন ভিতরে!

ছুরিখানা তুলে নিলেন বৃদ্ধ। কোমরে গুঁজে রাখলেন সেখানা। হাত বাড়িয়ে করলেন করমর্দন! ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন তাঁদের।

থেলমা! থেলমা! মদের বোতল-গেলাস আনো!—বৃদ্ধ হাঁক দিলেন! নেচে উঠলো লর্ডের প্রাণ। আবার দেখতে পাবেন তাঁর ঈপ্সিতাকে!

একটু পরেই ঘরে ঢুকলো একটি মেয়ে। মুখে হাসি। পরনে পরিষ্কার পোষাক। হাতে ট্রেতে মদ্য পাত্র!···এই কি সেই মেয়ে? সেই রাতের মেয়ে? না তো! না, না!

ব্রিটা, থেলমাকে ডেকে দিয়ো তো!—বৃদ্ধ বললেন।

তাই বলো! এ তো মেয়ে, সে তো নয়। লর্ডের বুকে সন্দেহের দোলা থামলো যেন! দুই বন্ধু প্রাণ খুলে শুরু করলো গল্প বৃদ্ধের সঙ্গে! তাঁর মন ভিজানোই প্রথমে দরকার। প্রেমের পথে আগে কাঁটা, পরে ফুল!

সহসা ঘরে এলো সৌরভ! কানে এলো পোষাকের খসখসে শব্দ। মৃদু পদধ্বনিও এলো কানে। ঘরে এলো থেলমা।···সেই মেয়ে! সেই রহস্যময়ী, রূপময়ী, লর্ডের আকাঙ্খিতা! অপূর্ব দেহলতা, হাওয়ায় দুলচে যেন; শুভ্রবসনা!

বৃদ্ধ বললেন: এই যে থেলমা! এসো, এসো!

সোণামনি, এই ভদ্রলোকেরা এসেচেন ইংলণ্ড থেকে আমাদের অতিথি এঁরা। এঁদের সঙ্গে আলাপ করা যাক, কী বলো?

থেলমা সম্মতি জানালো। পরম্পর পরিচিত হবার পালা শেষ হ'তেই থেলমা নরউইজান প্রথায় তার দু'হাত বাড়িয়ে বললো: আপনাদের জন্যেই আমি, এ বাড়ী আপনাদেরই জন্যে। শুভেচ্ছা নিন!

ইংলণ্ডের চলিত ভব্যতার উত্তরে কথা বলতে জানেন লর্ড। কিন্তু এমন বিনয়-ব্যবহারের উত্তরে তিনি কি বলবেন, ভেবেই পেলেন না। লরিমার স্কুলের ছেলের মতই লজ্জারাঙা।

তবু ভালো, থেলমা সেই সময় মদের বোতল থেকে মদ ঢালতে ব্যস্ত হ'লো। তারপর গেলাসগুলো পরিবেশন করে থেলমা এসে বসলো তাঁদের সামনে এক অপূর্ব ভঙ্গীতে। বললো লর্ডকে: আপনারা এই বাড়ী চিনলেন কেমন ক'রে?

ভালডেমার নামে একজন এদেশী লোক চিনিয়ে দিয়েচে। আমতা আমতা ক'রে বললেন এরিংটন।

বৃদ্ধ হেসে উঠলেন: ভালডেমার? লোকটা চুপ ক'রে থাকতে পারে না দেখচি। বিয়ে না করা পুরুষগুলো বুড়ীদের মতোই কথার ঝুড়ি হয় যেন। আর, বিয়ে করলে, তবেই পুরুষগুলো বুঝতে পারে, চুপ ক'রে থাকা কত ভালো। না?

সবাই হাসলেন।

থেলমা বললো: কিন্তু বেচারী একলা থাকে, সে জন্যে তোমার কষ্ট হয় না?

শুনুন মেয়ের কথা।—বৃদ্ধ আবার হাসলেন: অন্যের কষ্টে বেটি আমার অস্থির। সবাইয়ের জন্যেই ওর মন কাঁদে—শুধু এই বুড়ো বাপের জন্যে নয়!

তাই নাকি!—থেলমা উঠে গিয়ে বৃদ্ধকে চুম্বন করলো: আপনারা বাবার কথা কিন্তু মোটেই বিশ্বাস করবেন না। বাবা বড্ড যা-তা বলেন।

সেজন্যে তো আপনি প্রমাণ দিলেন!—লরিমার বললেন: আর আপনাদের কথা আমরা বসকবেও শুনেছি। আচ্ছা, বসকবে মিঃ ডাইসওয়ার্থি, ধর্মযাজককে চেনেন?

গুল্ডমার লাফিয়ে উঠলেন: কে? কে? ঐ চোরটা? পাজীটা? ওর সঙ্গে আপনাদের সম্বন্ধ আছে নাকি? যদি থেকে থাকে, তবে উঠতে হবে এখান থেকে। ওর সঙ্গে মেশে, এমন কোনো লোকের সঙ্গেও মিশতে আমি ঘৃণা বোধ করি।

হকচকিয়ে গেলেন দুই বন্ধু। থেলমাও লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলো। ছিঃ, ছিঃ! অতিথিকে অপমান। বাবা যেন কী।

এ'রংটন চুপ। কথা বললেন লরিমার: আপনি আমাদের ভুল বুঝেছেন গুল্ডমার। ডাইসওয়ার্থির সঙ্গে আমাদের কোন ঘনিষ্ঠতা নেই। তার নাম শুনেচি, তাই আপনাকে জিগ্যেস করেছিলাম, তাকে চেনেন কিনা। আমাদের দুর্ভাগ্য, আপনি আমাদের উপর বিরক্ত হ'লেন!

না, না।—থেলমা তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো: ঐ দেখুন, বাবা মাথা হেঁট ক'রে বসে আছেন। লজ্জিত হ'য়েচেন উনি। ঐ রকমই উনি। ফট ক'রে রেগে ওঠেন। মাথায় রক্ত উঠে যায় ওঁর চট ক'রে।

কিছু মনে করবেন না আপনারা!—গুল্ডমার বললেন: ঐ লোকটার কথা শুনলেই আমি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনে। থেলমা ঠিকই বলেচে। কিছু মনে করবেন না আপনারা। আচ্ছা, আমি বলচি, কেন আমি ঐ পাজীটাকে দেখতে পারিনে!—কী? গা টিপচো কেন থেলমা? না, না, এবার ভদ্রভাবেই কথা বলবো ওঁদের সঙ্গে! আচ্ছা, আপনাদের ধর্ম কি?

আমরা ক্রীশ্চান।—লর্ড বললেন: তবে নামেই। গীর্জায় যাইনে, করিনে উপাসনা। তবে ঈশ্বর মানি। আমি ক্যাথলিক!

থেলমাও।—বৃদ্ধ বললেন: কারণ ওর মা ছিল ক্যাথলিক।

লর্ডের প্রাণ নেচে উঠলো।

আর আপনি মিঃ লরিমার?

আমি?—লরিমার বললেন: আমি কিছু নই। আমার জাত নেই, ধর্ম নেই, কিছু নেই। আমার গুরু এক বৈজ্ঞানিক।

আপনার মত দুঃখীও তা হ'লে কেউ নেই, মিঃ লরিমার।—থেলমা বললো!

ভুল ধারণা থেলমা।—লরিমার বললেন: আমার মত সুখী বোধ হয় আর কেউ নেই। মরণকে আমি ডরাইনে, ধর্মভীরুরা কিন্তু ভয় পায়। আসলে, আমি কিছু নই, কিছু ছিলাম না, কিছুই হবোনা। ব্যস্! শান্তি!

গুল্ডমার বললেন: আপনার বয়স অল্প, তাই আপনার এই অদ্ভুত ধারণা। ভোরের দিকটায় কুয়াশাবৃতই থাকে আকাশ। পরে পরিষ্কার হয়। আপনারও হবে, বয়স যখন বাড়বে। বুঝবেন, 'কিছু না' কথাটা ঠিক নয়। কিছু আছে, তাই সব আছে, সব হয়। আমার দেবতা ওডিন আর থর। আমি একজন লুথেরান। আমার পিতৃপুরুষের ধর্ম এটা। এখন বুঝতে পারবেন কেন আমরা একঘরে? কারণ, আমি লুথেরান, অথচ আমার মেয়ে ক্রীশ্চান। ধর্মমত যার যার নিজের। অথচ ঐ পাজীটা, যার নাম করলেন একটু আগে, আমার ধর্মমত পাল্টে দিতে চায়। এমন পাজী!

আচ্ছা, এবার আমরা আসি।—লরিমার উঠলেন। উঠলেন লর্ডও। আবার আসবো কিন্তু!

নিশ্চয়ই!—পিতা-পুত্রীও উঠে দাঁড়ালো।

বাইরে বাগানে এসে দাঁড়ালেন সবাই। লর্ড, থেলমার কাছাকাছি। পাশেই এক গাছে ফুটে আছে গোলাপ!

দেবে গোলাপটা?—লর্ড বললেন থেলমাকে!

নিশ্চয়ই।—তুলে দিলো ফুল থেলমা।

আজকের স্মৃতি! চমৎকার।—লর্ড নাকের কাছে ধরলেন ফুলটা।

আচ্ছা, আসি তা'হলে!—লরিমার বললেন!

আবার আসবেন।—থেলমা বললো। কার উদ্দেশ্যে?

লর্ড কিন্তু জবাব দিলেন চোখ দিয়ে; হ্যাঁ গো হ্যাঁ!

বিলাস-তরণীতে ফিরে এলেন দুই বন্ধু!

কী মজেচো?

একেবারে।

ঐ গোলাপটীর মতোই দেখতে? না?

হ্যাঁ!

কথা হ'লো?

চোখে-চোখে।

তাইতো হবে।—লরিমার হাসলেন: প্রেমের বেতারে দুটি খুঁটি। একটি মেয়ের, একটি পুরুষের। কথাও দুটি: ভালো বাসি। তা তোমাদের চোখে-চোখে তো অনেক কথাই হ'লো, চোখে পড়লো আমার।

নজর আছে দেখচি। কিন্তু আসল জিনিষে নজর দাওনি তো?

অন্যের মাংস কেড়ে খাবার স্বভাব নয় আমার। তাছাড়া আমি তোমার মতো মোমের পুতুল নই। গলি না সহজে!

তা ঠিক!—লর্ড বললেন। হঠাৎ নজর পড়লো নৌকোর দিকে; ফিরে আসচে ডুপ্রে আর ম্যাকফারলেন: এসো, এসো ভাই। ডাইসওয়ার্থির ওখানে যেতে পারিনি আর। মনে কিছু ক'রো না।

কিস্সু মনে করিনি।—ডুপ্রে হাসলো: আমরা মজায় কাটালাম লোকটার সঙ্গে। ভারি মজার লোক। মদের পিপে একটা। কাজেই গলাটা আমরাও ভিজিয়েছি ভালো ক'রে! তাছাড়া লোকটা আদি রসের রসিকও বটে!

কী রকম?—লরিমার প্রশ্ন করলেন!

লোকটা প্রাণ খুলে শুরু করলো গল্প। তার মত হচ্ছে: ধর্ম-টর্ম সব বাজে। আসল ধর্ম হচ্ছে, নারী পুরুষের মহামিলন! পুরুষ সেখানে দেবতা, নারী তার কামনার দাসী মাত্র। চমৎকার কথা সব। মোট্কা বুড়ো আরো যেন কি বললো, ম্যাকফারলেন?

বলে, ধর্মের কাজ নিয়েছি কেন জানেন?—ম্যাকফারলেন শুরু করলেন: ঐ যে মেয়েরা আসে অনুতপ্ত হ'য়ে পাপ স্বীকার করতে আমার কাছে; আমি তাদের কথা শুনি আর কাম আমার চাগাড় দিয়ে ওঠে যেন! তারপর সান্ত্বনার চুম্বন দেবার নাম ক'রে তাদের রাঙাগালে এঁকে দিই আমার কামনার চুম্বন।

হারামজাদা!—লর্ড ক্ষেপে গেলেন যেন।

আরো বলে কি জানো?—ডুপ্রে বললেন।

আর কিছু শুনতে চাইনে!—লর্ড বললেন।

না, না, শোনা দরকার। লোক চেনা দরকার।—লরিমার বললেন: বলো তুমি।

বলে, একটা এদেশী অল্পবয়সী মেয়ে আমাকে পাবার জন্যে পাগল!

বাড়ীর ঐ অল্প বয়সী ঝিটা বোধ হয়?

না হে না। সে অন্য একটা মেয়ে। কী যেন তার নাম? মনেও থাকে না ছাই।

থেলমা।

শুনে এব্রিংটনের মুখ সাদা হ'য়ে গেল যেন।

থেলমা ওর প্রেমে পাগল! মিথ্যেবাদী!

মিথ্যাবাদী আমরা নই, ঐ মোটকাটা তা'হলে

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওর কথাই বলছি। লোকটাকে কাছে পেলে লাথিয়ে ঠিক করতাম।—লর্ড ফুলতে লাগলেন রাগে!

থেলমাকে চেনো নাকি?—ডুপ্রে জিগ্যেস করলেন।

সেখানেই গেছলাম আমরা। চমৎকার লোক তারা।

তাদের কথা বললো লোকটা অনেক!

কী বললো?

বললো, ঐ গুল্ডমারের নাকি এক অতি সুন্দরী বৌ ছিল, কিন্তু অদ্ভুত ধরণের। গির্জায় বা সহরে যেতো না, ঘুরে বেড়াতো বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে। কোলে থাকতো এক শিশুকন্যা। দিনরাত ব'লে তার কিছু ছিল না। রাত্রে তাকে ঐভাবে এখানে ওখানে ঘুরতে দেখে, গ্রামের অনেকেই নাকি ভয় পেতো। কিন্তু হঠাৎ সে বৌ নিরুদ্দেশ হ'য়ে যায়—কোথায় যায় কেউ জানে না। 'বৌ কোথায়' কেউ জানতে চাইলে ঐ গুল্ডমার বলতো 'ম'রে গেছে'। অথচ মৃত দেহ দেখলো না কেউই—কফিনও তৈরী হ'লো না কোনদিনই, বোঝো ব্যাপারটা!

ডুপ্রে এই পর্যন্ত ব'লেই নীচু গলায় জানালেন: বসকবের অনেকেরই ধারণা—ঐ লোকটাই তার বৌকে খুন করেচে।

আমার তা' মনে হয় না।—এরিংটন বললেন।

ডুপ্রে বললো: আর ঐ শিশুকন্যাটি হচ্চে থেলমা। সেও যে কোথায় মানুষ হ'লো কেউ জানে না; যখন ফিরে এলো বাপের কাছে—তখন সে পূর্ণ যুবতী। সেও তার মার মতো বেরোয় না কোথাও, মেশে না কারোর সঙ্গে। তবে নাকি তিনবছর আগে আবার কোথায় চ'লে গেছলো—ফিরেছিল প্রায় মাস দশেক পরে—রূপ তখন আর দেহে ধরে না, এমন অবস্থা। ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন মনে হয় না?

কিচ্ছু মনে হয় না।—ঝেড়ে উত্তর দিলেন লরিমার: চলো এখন পরচর্চা ছেড়ে পেটচর্চা করা যাক্।

সবাই বিলাস-তরণীর খাবার ঘরে গিয়ে জড়ো হ'লেন।

সবাই ঘুমে অচেতন। তরণীর খোলা জায়গাটায় লর্ড এরিংটন একলা পায়চারী করছেন নিঃশব্দে ঘাসের চটি পায়ে। গভীর রাত। আলো মাখানো আকাশ। তাঁর হৃদয়খানিতেও প্রেমের আলো মাখানো। তবে জলের ঢেউয়ের মত মনও তাঁর চঞ্চল, অশান্ত। তাঁর কোটের বোতামে লাগানো থেলমার দেওয়া ফুলটি। পরম সরমে হাত বুলালেন একবার ঐ নরম ফুলটিতে: থেলমার দেওয়া। রহস্যময়ী, প্রেমময়ী থেলমার প্রেমের পরশ বুঝি ঐ ফুলটির মাধ্যমে পেলেন এরিংটন!

প্রেম! তুমি শক্তিমানকে করো দুর্বল—ঝড়ের মুখে কুটোর মতো। তুমি সম্মানিতকে করো ধুলি ধুসরিত—পথের ঘাসের মতো। তোমার কৃপায় হাস্যময় নগ্নশিশুও পারে বুঝি পদ্মের মৃণাল দিয়ে হিংস্র সিংহকে বন্দী করতে? প্রেমের অভিসার প্রথমে শুরু হয় শংকা আর সংকোচ দিয়ে; সেই সঙ্গে দেখা দেয় আশা আর আকাংখা। শেষে হয় জয় তার পাওয়ার আনন্দ।

লর্ড এরিংটন। স্বদেশে তিনি এসেচেন বহু নারীর সংস্পর্শে। সুন্দরী শ্রেষ্ঠা, সুখ্যাতা অভিনেত্রী, পুরুষ মজানো মায়াবিনী—অনেকেই ফাঁদ পেতেচে অনেকবার ঐ সোনার চাঁদটিকে ধরবার জন্যে। কিন্তু লর্ড হেসে তাদের বিদায় দিয়েচেন, মন দেন নি কাউকে। আর এখন, এই বিদেশে এক বিদেশিনীর প্রেমে পড়লেন বাঁধা; অথচ যা শুনলেন বন্ধুদের কাছে —তাতেও লেগেচে তাঁর ধাঁধা।

এরিংটন রেলিংয়ে কনুই ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। চেয়ে রইলেন দূরে ঝাপসা দিগন্তের দিকে। জলে পড়া আলোর কাঁপন মনেও দিলো হয়তো দোলা।

দেখা যাক কী হয়। লর্ড সোজা হ'য়ে দাঁড়ালেন। বাজে ভেবে লাভ নেই।

হঠাৎ তাঁর চোখদুটো জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো: দূরে একটা নৌকো এগিয়ে আসচে যেন। হ্যাঁ, এগিয়েই তো আসচে। খানিক পরেই নৌকোখানা তরণীর গায়ে এসে ধাক্কা খেয়ে দুলতে লাগলো। নৌকোর উপর হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো যে একমাত্র আরোহী দেখা গেল সে সিগার্ড।

তুমি?—লর্ড চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠলেন: কী ব্যাপার?

আপনার খোঁজে এসেচি।

দাঁড়াও, দড়ির মই নামিয়ে দিই।

হ্যাঁ দিন।

লর্ড নিজের হাতেই দড়ির মই নামিয়ে দিলেই—নিজের নৌকো তরণীর শিকলের সঙ্গে বেঁধে তরতর্ ক'রে উপরে ডেকে উঠে এলো সিগার্ড।

আপনি একলা এখানে?

হ্যাঁ।

সাহসী আপনি?

মনে করি তাই।

আমি কিন্তু আপনাকে হত্যা করতে এসেচি—

কী অপরাধে বন্ধু?—লর্ড হাসলেন।

শুকনো হাসলো সিগার্ডও: বন্ধু বলচেন কাকে? এ সংসারে কেউ কারোর বন্ধু নয়। এ ওকে বলচে, যুদ্ধং দেহি। শান্তি নেই, শান্তি নেই। ঝড়, জঙ্গলের সঙ্গে যুদ্ধ ব্যস্ত; শোনেননি তার শোঁ শোঁ শব্দ? সূর্য ব্যস্ত আকাশকে নিয়ে, আলো চায় অন্ধকারকে সরাতে। আর জীবন

করচে মরণের সঙ্গে হাতাহাতি। অশান্তি, অশান্তি। চারিদিকে অশান্তি! কারোর মনে সুখ নেই। বন্ধুত্ব ব'লেও আর কিছু নেই। কাজেই জেনে রাখুন, বন্ধু আমরা নই।

বেশ, মেনে নিচ্চি তাই।—লর্ড হাসলেন: যদি ভাল লাগে তোমার, আমরা লড়াই করবো!

করবো নয়, করচি।—সিগার্ড বললো: আপনি জানেন না, আমি জানি। আপনার তরবারি আমার বুক চিরে চ'লে গেছে মর্মস্থল পর্যন্ত। না, না, টাকার কুমীর ইংরেজ মশায়, ওদিকে নজর দেবেন না কিন্তু!

কোন দিকে?

থেলমার দিকে।—সিগার্ড বললো: মার কোল থেকে টেনে নেবেন না তার মেয়েকে। শান্তিতে ঘুমুচ্চে যে ঐ গুহায়, তার মনেও দিতে চান কষ্ট? নিষ্ঠুর!

সত্যিই নিষ্ঠুর আমি। আচ্ছা, আমি কি করলে তুমি মনে শান্তি পাও?

আপনি চ'লে গেলে। সিগার্ড বললো: চ'লে যান আপনি এখান থেকে। কী হবে এখানে থেকে? আমাদের দেশের পাহাড়গুলো কালচে, জমিগুলো পাথুরে। বিশ্রী। আপনাদের দেশ কী সুন্দর! দিন-রাত্রের খেলা সব জায়গায়; ফলফুলে ভরা গাছ। আর, আর ওখানকার মেয়েরাও তো ভাল। যান, যান ওখানেই যান। এখানে কেন? থেলমার ক্ষতি ক'রে কী আপনার লাভ?

ক্ষতি? লর্ড অবাক হ'লেন: থেলমার ক্ষতি করবো আমি? না, না, সিগার্ড, তুমি ভুল বুঝচো!

ঠিকে ভুল আমি করিনে। বেশ, যাই আমি—যা ইচ্ছে করুন আপনি। —সিগার্ড বললো হঠাৎ: ঐ, ঐ সে ডাকচে, আমি যাই, চললাম আমি।

আর দাঁড়ালো না সিগার্ড। দড়ির মই বেয়ে তরতর ক'রে নেমে

গেল নিজের নৌকোয়। পরে নৌকো খুলে নিয়ে দাঁড় টেনে টেনে তীরের মতো এগিয়ে গেল গুল্ডমারদের ঘাটের দিকে।

আবছা আলোয় সিগার্ড, লর্ডের চোখে ঝাপসা হ'য়ে গেল বটে কিন্তু তার কথায় দিব্যদৃষ্টিতে তিনি বুঝলেন যে, ডুপ্রের ধারণা ভুল।

থেলমার মা ঐ গুহায় সমাধিস্থ; আর থেলমা আসে ঐ গুহায় মাকে শ্রদ্ধার্ঘ দিতে।

পরদিন সকাল।

ধার্মিক পাদ্রীপ্রবর রেভারেণ্ড চার্লস ডাইসওয়ার্থি নিজেই নৌকো বেয়ে যাচ্ছিলেন ওলাফ গুল্ডমারদের বাড়ির ঘাটের দিকে। গরমকাল। দাঁড় টানার ভালো অভ্যাস নেই। তাতেই তাঁর বাড়তি মেদ চুঁইয়ে ঘাম বেরুতে লাগলো। জামা গেল ভিজে। ভুরু থেকে গড়িয়ে ঘাম চোখে এসে পড়ায় চোখ দুটো জ্বালা করতে লাগলো।

তবু হাঁস-ফাঁস করতে করতে দাঁড় বেয়ে এগোতে লাগলেন… পাদ্রীপ্রবর। কারণ আছে। তিনি 'থেলমা' নাম লেখা একটি ক্রশ-পদক পেয়েচেন কুড়িয়ে। সেটিকে ফেরৎ দিতে হবে তো থেলমার কাছে। থেলমার কাছে যাবার এমন একটা সুযোগ ছাড়া যায় না সহজে।

দিনটা যেন সূর্যের আলোয় পুড়ছে। নদীর জলটা যেন তেলের মত স্থির, ভারি। দাঁড় নড়তে চায় না, ভারি যেন লোহার মত। মনটাও ভারি, ভয়ে। কিন্তু প্রাণটা থেলমার কাছে যাবার জন্যে উদগ্রীব।

শেষপর্যন্ত গুল্ডমারদের ঘাট এসে গেল। ডাইসওয়ার্থি সেখানে নৌকো বেঁধে নামলেন। গেলেন তাদের বাড়ির দিকে। কাছে গিয়ে দেখেন বাড়ির দরজা-জানলা সব বন্ধ, বাইরেও কেউ নেই। কর্তা ওলাফ

বোধ হয় বাড়িতে নেই, তাই থেলমা দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে বাড়ির মধ্যেই আছে। ভেবে নিতেই মনটা নেচে উঠলো যেন।

সদর দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লেন ডাইসওয়ার্থি। কিন্তু দরজা খুলে সামনে দাঁড়ালো যে, সে থেলমা নয়, ব্রিটা, ও বাড়ির পরিচারিকা, যুবতী। আঁটসাট পোষাকে যৌবন রেখা আরো পরিস্ফুট। সুডৌল হাত দু'খানির আঙুলগুলো ভেজা, হয়তো জলের কাজ করছিল।

ব্রিটা চিনতো পাদ্রীমহাশয়কে। বললো: কাকে চাই?

তোমার কর্তা কোথায়?

বাইরে।

থেলমা?

ব্রিটা হেসে বললো: তিনিও বাইরে।—ব্রিটার হাসিতে গালে পড়লো টোল।

কোথায়?—শুকনো মুখে ডাইসওয়ার্থি বললেন।

ব্রিটা কোঁকড়া চুলগুলো একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে আবার হেসে জানালো: ঐ যে বিদেশী ভদ্রলোকেরা এসেচেন বেড়াতে, তাদের নৌকোয় আজ কর্তার আর দিদিমনির নেমন্তন্ন!

পাদ্রীপ্রবর রীতিমত ঝাঁকুনি খেলেন মনে হ'লো। আর দুষ্টু ব্রিটা তা বুঝতে পেরে খুশীতে উপচে পড়লো যেন। আবার হেসে বললো: ভদ্রলোকরা ভারি অমায়িক, ভালো। কথাবার্তাগুলো ভারি মিষ্টি।

ডাইসওয়ার্থি থামিয়ে দিলো তাকে: শোনো, শোনো যা বলি। আমি এসেছিলাম ফ্রোকেন থেলমাকে একটা জিনিষ দিতে। সেটা তারই, আমি খুঁজে পেয়েচি।

বেশ তো দিয়ে যান আমার কাছে, দিয়ে দেবো তাঁকে।

না। তাকেই দেবো আমি। তোমাকে দেবার মত জিনিষ নয় সেটা। আমি পরে—

কথা শেষ না ক'রেই চমকে উঠলেন পাদ্রীমশায়। কী যেন তার পা ঘেঁসে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন, বামন সিগার্ড!

সিগার্ড তার দিকে হেসে বললো: কী ব্যাপার মোটকামশায়? পাখী নেই তো? পালিয়েচে। ভুঁড়িটা তো বেশ বাড়চে দিন দিন। আর চেহারাটাও বেশ হচ্চে তো" তোমার কাছে আমি দেখচি রাজপুত্তুর।—ব'লেই ব্রিটার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার এপ্রণের কোণটা টানলো: আমায় কিছু খেতে দাও তো ব্রিটা, বড্ড খিদে পেয়েচে!

ডাইসওয়ার্থি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, সিগার্ড হেসে বললো: আর দাঁড়িয়ে কেন? কেটে পড়ুন। দেখুন বরং খেলমা কতদূর গেল!

চুপ করো।—পাদ্রীমশায় বললেন: আমি কি করবো, তা তোমার কাছে না শুনলেও হবে। আচ্ছা ব্রিটা, এই অপদার্থটাকে এখানে আসতে দাও কেন, বলো গো?

ব্রিটা হাসলো আবার: অপদার্থ কে? এই ছোট্ট খোকাটি?···সিগার্ডের কাঁধে হাত রেখে বললো: যদি পদার্থ বলতে কিছু থাকে তা' এর মধ্যেই আছে। কাঠ কাটা, পাহাড়ে ওঠা, গরুকে খেতে দেওয়া, নৌকো বাওয়া, বাগান করা, সব পারে এ—না সিগার্ড?

সিগার্ড একগাল হেসে মাথা নাড়লো।

তবে হ্যাঁ, ও যা বলে অনেকেই তা ধরতে পারে না সহজে। মনে হয় হেঁয়ালি।—ব্রিটা যোগ দিয়ে দিলো।

ডাইসওয়ার্থি দেখলেন, এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হচ্চে না। স'রে পড়াই ভাল। বড় বাঁকা বাঁকা কথা বলে মেয়েটা আর কাটা কাটা কথা বলচে ঐ বামন!

পাদ্রীপ্রবর আর কিছু না বলেই চললেন নিজের নৌকোয়। নৌকো দিলেন ছেড়ে। ভাবতে লাগলেন নিজের মনেই: মেয়েটা লর্ডের নাম শুনেই মজেচে; বুঝচে না, কোথাকার জল কোথায় যাবে শেষপর্যন্ত।

ভালোই, আমার পক্ষেই ভাল। মেয়েটার গায়ে কাদা লাগলে আমার পথই পরিষ্কার! এ বিষয়ে উলরিকাকে একটু উস্কে দিলেই হয়, বদনাম রটিয়ে দেবে চারিদিকে।

পাদ্রীপ্রবর ডাইসওয়াথি যখন মনে মনে এইসবই ভাবছিলেন, তখন বস কবের কাছেই এক ভাঙা কুঁড়েতে দু'জনে মুখোমুখি ব'সে এক ষড়যন্ত্র করছিল। দু'জনেই স্ত্রীলোক। একজন ঐ উলরিকা, পাদ্রীর পরিচারিকা এবং অন্যজন বয়স্কা লোভিসা।

আর কতদিন অপেক্ষা কর'তে হবে জানিনে আমি। লোভিসা বলছিল: ঐ গুল্ডমার আমার পরম শত্রু। আর ঐ মেয়েটা? ওটা তো ডাইনী! বিশ্বাস কর্ উলরিকা—ও মেয়েটা ভীষণ ডাইনী। ওর মৃত্যু চাই-ই! ওরা আমার মেয়ের মেয়ে ব্রিটাকে পর্যন্ত পর ক'রে দিয়েচে! —লোভিসার চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করতে লাগলো।

কী ক'রে জানলে, থেলমা ডাইনী?—ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলো উলরিকা।

আমি জানিনে!—লোভিসা বাঁকা হাসি হাসলো: ওকে তুই ছুরি মার্, দেখবি একটুও রক্ত পড়বে না। শিরায় শিরায় ওর আগুন, শয়তানের কারসাজি! দেখিসনি গায়ের চামড়া কী সাদা, আর চুলের রং কিরকম সোনালী! মানুষের হয় নাকি অমন? আমি ওকে জানি, ওর মাকেও জানতাম। আর জানতাম ভালো ক'রে ওর বাবাকে, মানে, জানিস, উলরিকা, আমার যৌবনে আমি ভালোবেসেছিলাম ঐ ওলাফ গুল্ডমারকে। ওলাফও একদিন আমার এই গালেই চুমু খেয়েছিল—কিন্তু বিয়ে করলে আর একজনকে। অবশ্য,—আমারও বিয়ে হলো আর

একজনের সঙ্গে। কিন্তু সে চুম্বন-চিহ্ন যেন আজও আমার গালে লেগে রয়েচে, অথচ রইলো না আমার কিছুই। নাতনিটাকে পর্যন্ত ঐ ডাইনীটা হাত ক'রে নিয়েচে। ওকে আমার কাছে ফিরিয়ে দে উলরিকা। বল্ তোর পাদ্রীমশায়কে, ঐ ডাইনীটাকে ধ্বংস করতে।

উলরিকা চিন্তিত হ'য়ে বললো: কথা যখন দিয়েচি, রাখবার চেষ্টা করবো যথাসাধ্য। আচ্ছা, উঠি আমি, দেখি কী করা যায়!

উলরিকা ফিরে এলো ডাইসওয়াথির বাড়িতে। ঢুকলো নিজের ঘরে। ইচ্ছে ক'রেই নগ্ন হ'লো সম্পূর্ণ। উদ্দাম যৌবন জোয়ার যেন স্তব্ধ হ'য়ে থেমে গেছে তার সারা অঙ্গে! হাঁটু গেড়ে বসে কী যেন বিড়বিড় ক'রে বলতে লাগলো সে, শিউরে উঠতে লাগলো তার সারা শরীর। চোখ দিয়ে ঝরতে লাগলো অশ্রুধারা। কী তার দুঃখ? কেন এই অনুশোচনা? কী অপরাধ সে করলো? খানিক পরেই সে উঠে দাঁড়ালো। চোখের জল মুছে পোষাক পরলো। দিব্যি শান্তভাবেই ঢুকলো রান্নাঘরে—ডাইসওয়াথির জন্যে খাবার তৈরী করতে হবে।

না, না, মিঃ ডুপ্রে, আপনি ফরাসী; আপনি না হয় অভ্যেসের দরুণ ফরাসী ভাষা বলেই ফেলেচেন—কিন্তু আমার মেয়ে যখন তার উত্তর আশাকরি নিখুঁত ফরাসীতেই দিয়েচে; তখন আপনার লজ্জার কি কারণ থাকতে পারে?—আরো বললেন গুলাফ গুন্ডমার: থেলমাকে আমি ফ্রান্সে আর্লের এক কনভেন্টে পাঠিয়েছিলাম সুশিক্ষার জন্যে। থেলমা এলজেব্রা, জিওমেট্রি জানে না বটে, তবে জানে চমৎকার গাইতে, পড়তে, লিখতে—সংসারের কাজ করতে। আমি ঐ কনভেন্টের ধার্মিকাদের বলেই দিয়েছিলাম, দেখুন, আমার মেয়েকে বিদ্যে-দিগ্‌গজী করবার

দরকার নেই। আমি চাই, সে একজন সর্বগুণবতী মহিলা হ'য়ে উঠুক, শিখুক অন্যকে সম্মান করতে, নিজের সম্মান রাখতে।—তা' থেলমা আমার—আমার মনেরই মত হ'য়েচে। অন্ততঃ খারাপ বলে তো মনে হয় না—কী বলুন!—হেসে উঠলেন বৃদ্ধ!

বাবা যেন কী?—লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলো থেলমা। আর থেলমার কথা শুনে চার বন্ধু উঠলেন হেসে।

গল্প হচ্ছিল, লর্ড এরিংটনের প্রমোদ তরণী 'উলেলাই'তে বসে—চায়ের নিমন্ত্রণে।

এরিংটন হঠাৎ কথা পাড়লেন: আচ্ছা, আপনারা সিগাড নামে এক বামনকে চেনেন? সে কাল এই নৌকোয় এসেছিল।

তাই নাকি? খুব চিনি তাকে।—বৃদ্ধ বললেন।

সে তো অপরিচিত কোন জায়গায় যায়না বা কারোর সঙ্গে কথা বলে না। আপনার কাছে কেন এসেছিল?—থেলমা চিন্তিত হ'লো।

এসেছিল এমনি হয়তো। ওলাফ উড়িয়ে দিলেন কথাটা: ছেলেটা ঐ একরকম, বুঝলেন? থেলমা জন্মাবার কিছুদিন আগে একদিন আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে নদীর ধারে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ নজরে পড়লো, ঘাটে বাঁধা এক নৌকোর হালের সঙ্গে ঠেকে আছে একটা বড় কাঠের বাক্স। আমি তাড়াতাড়ি বাক্সটা ডাঙায় টেনে এনে খুলে দেখি, ভিতরে একটি শিশু,—কিম্ভুতকিমাকার দেখতে—বুকে ক্রুশের মত একটা কাটা দাগ। আমি তো ভেবেছিলাম, ম'রেই গেছে, কিন্তু আমার স্ত্রী ছেলেটাকে কোলে তুলে নিলো দু'হাত বাড়িয়ে: মানুষ ক'রলো বুকে পিঠে ক'রে। তারপর থেলমার জন্ম হ'লো—দুটিতে মানুষ হ'তে লাগলো একসঙ্গে। ছেলেটার নাম রাখলাম সিগাড। বেচারা আমার স্ত্রীকে একদণ্ড ছেড়ে থাকতে পারতো না, এখন হয়েছে সে থেলমার হাতধরা, ক্রীতদাস যেন। যাক্, ওসব কথা,—ওলাফ গুল্ডমার বললেন: আপনারা গল্প বলুন, শুনি।

না, না, আপনিই বলুন, যেমন বলছিলেন।—সবাই ব'লে উঠলেন একবাক্যে।

কী আর বলবো ?—বৃদ্ধ বললেন : আজকাল দেখে যাবার দিন—বলবার কিছু নেই। রাজনৈতিক আলোচনাই যদি করেন, এই দেখুন না—ইংলণ্ডের মান-সম্মান ক্রমেই যেন কমে আসচে। আর আমেরিকা তো টাকার অহংকারেই মত্ত; ভাবচে টাকা দিয়েই সারা জগৎ জয় করবো—ভালবাসা দিয়ে নয়। ওদের রাজনৈতিক আচরণ আমি অন্ততঃ ভুল বলেই মনে করি। সামাজিক জীবনে ওরা গতিপ্রিয়। জীবন-বাতির দুমুখেই ওরা আগুন ধরিয়েচে যেন। তাছাড়া ওদের না আছে ঐতিহ্য, না আছে সংস্কৃতি। ডলার দিয়ে সব কেনা যায়—জাতির ঐতিহ্য হাত করা যায় না। আর ঐটি না থাকলে ইতিহাসের পাতায় দাগ রাখা বড় শক্ত।

তা হ'লে আপনি বলতে চান, নতুন কিছু করা অনুচিত ?—লর্ড বললেন : বলতে চান গতির পরিণতি দুর্গতিতে ?

দেখুন—ওলাফ বললেন : নতুন ব'লে এ পৃথিবীতে কিছু নেই। আজ যা নতুন, কাল তা পুরোন হ'য়ে গেছে। লোকে আজ যা দেখে হাঁ হ'য়ে যায়, কাল তাই-ই দেখে হাসে উপেক্ষার হাসি। এই নরওয়েরও দিন ছিল একদিন, তবে সেদিন আর আসবে কিনা জানিনে। তবু, তবু আমি নিজেকে একজন নরওয়ে-বাসী বলেই গর্ব করবো—ইয়াংকি হ'তে চাইনে।

ঠিকই বলেচেন—লরিমার বললেন : এ বিষয়ে এরিংটন, তোমার কি মত ?—ব'লেই থেলমাকে বললেন : জানেন, আমার এই বন্ধুটির পেটে অনেক কিছু গজ্‌গজ্‌ করে। ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, নানা ভাষা—তবু বাইরে থেকে বোঝা যায় কিছু ?—আঃ বাধা দিয়ো না, বলতে দাও—জানেন, সর্‌সর্‌ ক'রে কলমও চলে এর—কবিতা লেখেন। ছাপাও হয়েচে সে সব কবিতা!

আঃ, চুপ করো না লরিমার!—এরিংটন বললেন: মিস গুল্ডমারকে আজেবাজে কথা শুনিয়ে বিরক্ত করচো কেন?

থেলমা ব'লে উঠলো: বিরক্ত হ'তে যাবো কেন? এ তো একটা জানবার মত খবর। সত্যি, পশুপাখী শিকার করে আনন্দ পাবার চাইতে কবিতা লিখে আনন্দ পাওয়া যায় বেশি, আনন্দ দেওয়াও যায় অন্যকে।

ডুপ্রে এতক্ষণ চুপ ক'রেই ছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন: আপনি একটু আমাদের আনন্দ দিন না?

তার মানে?

একটা গান গেয়ে শোনান না?

ডুপ্রের প্রস্তাবে সবাই খুশি হ'য়ে উঠলো। সত্যি, এ কথাটা তো কারোর মাথায় আসেনি এতক্ষণ! থেলমা হাসলো শুধু, আপত্তি করলো না। খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ। পরে স্তব্ধ আকাশ গুনগুনিয়ে উঠলো সুরধ্বনির মধুর মাধুর্যে। থেলমা গাইলো নরওয়ের একখানি প্রেম সঙ্গীত:

আমার এ রূপ ভালো লাগে যদি,
আমারে নিয়ে গো ভুলো না,
পৃথিবীর বুকে কত আছে রূপ
কিরূপে করো গো তুলনা
মোর সাথে। ওগো ভুলো না,
প্রিয়তম, আমারে নিয়ে গো ভুলো না॥
ভালো লাগে যদি মম যৌবন
ভুলো নাকো প্রিয়, এই উপবন
দু'দিনের তরে। ভালোবেসো তুমি
পৃথিবীরে, প্রতি মধুমাসে বেধো ঝুলনা॥

ভালোবাসো যদি মম সম্পদ,
ফুরাবে যেদিন, হবো যে আপদ ;
সাগরিকা আছে, রত্নাবতী সে,
ভালোবেসো তারে, মনটারে নিয়ে ছলো না ॥
তবু যদি তুমি মোরে ভালোবাসো,
কিছু না পেলেও, তবু কাছে আসো
তুলে দেবো হাতে মোর প্রেমডালি
সে প্রেমের নেই তুলনা ॥
প্রিয় সেদিন আমারে ভুলনা ॥

গান থেমে গেল।

সুরের মূর্ছনা যামা আকাশ বাতাসে ধ্বনিত হ'তে লাগলো যেন। লাগলো সবার মনে, সবার প্রাণে। বিদেশীদের কাছে গানের ভাষা ছিল দুর্বোধ্য—কিন্তু সুর, ভাব তো ভাষার বাধা মানে না। ঢেউ দেয় মনের কিনারে, প্রাণের অন্তরে।

থেলমা নিস্তব্ধতা ভাঙলো : গানের সুরটা বড় করুণ, ভাবটাও। অবশ্য, প্রেম সবসময়েই দুঃখ জড়ানো।

সবসময়েই ?—প্রশ্ন করলেন লরিমার।

তা জানিনে।—থেলমা স্বীকার করলো : তবে বইতে তো তাই পড়ি। অবশ্য, বিরহ বেদনার মাধ্যমেই খুঁজে পাওয়া যায় মিলনের আনন্দ। —যাক্, আপনারা কেউ এবার একটা গান করুন।

এতক্ষণে ঠিক বলেচেন, এরিংটন বললেন : আমাদের গান শুনলে পালাবার পথ পাবেন না। তবে হ্যাঁ, আমি গাইবার চেষ্টা করতাম আগে, কিন্তু ঐ লরিমারটা আমাকে বরাবর দমিয়ে দিয়েচে।

দেখুন, পুরুষের গলায় গান মানায় না।—লরিমার বললেন : ধোপ

দুরন্ত স্যুট প'রে আর গলায় লাল নেকটাই পরে—পুরুষগুলো যখন হেড়ে গলায় মুখভঙ্গী ক'রে চীৎকার করে—তখন যদি তাদের সামনে একটা আর্শি ধরা যেত, তা হ'লে, আমি বলতে পারি, আর কখনো তারা গান গাইতো না। গান গাইবার সময় মেয়েদেরই সুন্দর দেখায়।

ঠাট্টা করছেন?—থেলমা লজ্জা পেল।

সত্যি বলচি।

যাক, আর প্রশংসায় দরকার নেই।...এখন ওঠো বাবা, যাই। দেরি হয়ে গেল।

ওলাফ গুল্ডমার উঠে দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়ালেন আর সকলেই। ওলাফ বললেন: কাল আসুন, বর্শায় স্যালমন মাছ গাঁথা দেখাবো।

সবাই খুশী হ'য়ে রাজী হলেন। ম্যাকফার্লেন বললেন: আপনিও সঙ্গে যাবেন তো মিস গুল্ডমার?

না। ক্ষমা করবেন।—থেলমা বললো: ওসব নিষ্ঠুর কাজে মেয়েদের থাকা শোভা পায় না।

বলেন কি?—লরিমার বললেন: আজকাল মেয়েরা কী কাজে থাকে না; তাই বলুন তো? শিকারে, ষাঁড়ের লড়াইয়ে, বক্সিংয়ে, কুস্তিতে—সর্বত্রই তো মেয়েদের আসন সবার সামনে। এসব ব্যাপারে মেয়েদের উৎসাহ বেশি, পুরুষদের চাইতে। আজকালকার মেয়েদের মনের খবর, মনে হচ্চে, ভালো ক'রে জানা নেই আপনার।

আপনার জানা আছে বুঝি?

জানা আছে মানে, হাড়ে হাড়ে জানা আছে। আকাশে বজ্রের গতি আপনি হটাতে পারেন হয়তো, আধুনিকাদের প্রগতির গতি এদিক ওদিক করা দুঃসাধ্য!

আমার তা মনে হয় না। মেয়েদের ভাল ক'রে বোঝালে তারা পুরুষের মনের মতই চলে। আর তা না চললে, সংসার হবে বিষময়।...আচ্ছা,

এবার আমরা চলি। নইলে সিগার্ড হয়তো আমাদের খোঁজে ছুটে আসবে এক্ষুনি। আর বেচারি ব্রিটা আমাদের পথ চেয়ে বসে আছে।

সবাই নামতে লাগলেন তরণী থেকে। তীরে এসে লর্ড এরিংটন থেলমাকে বললেন কাঁপা গলায়:

চমৎকার কাটলো সময়টা।

হুঁ।

বড় ভাল লাগলো।

আমারো।

এক পক্ষকাল পরে।

গুল্ডমার পরিবারের সঙ্গে বিদেশী যুবকদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেছে।

বৃদ্ধ ওলাফের অনুরোধে বিদেশীরা তাঁর বার বাড়ীতেই বাস করচেন। আরামেই আছেন সেখানে। আতিথ্যের ত্রুটি করচেন না ওলাফ এবং থেলমা।

বন্ধুত্ব হয়েচে তাঁদের সিগার্ডের সঙ্গে। কিন্তু তবু যেন, সিগার্ড ওদের ভালো চোখে দেখতে পারচে না। লরিমারকে বরং পছন্দ করে, কিন্তু এরিংটনকে দেখলেই দূরে স'রে যায়, তাঁকে এড়িয়ে চলে।

এক সন্ধ্যায় লরিমার ঘরের জানালা দিয়ে দেখলেন, এরিংটন আর থেলমা সামনের বাগানে বসে নীচু গলায় গল্প করচেন। লর্ডের কথার জবাব দিচ্চে নম্রমুখী থেলমা হ্যাঁ-হুঁ ক'রে। লরিমার স'রে গেলেন জানালা থেকে। বাড়ি থেকে বেরুলেন অন্যমনস্ক হয়েই। ক্রমে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে পড়লেন কাছে পাইন বনের মধ্যে। সেখানে ঘাসের উপর বসলেন তিনি, ধরালেন একটা সিগ্রেট।

নিজের মনেই হাসলেন লরিমার : সত্যিই, এমনটা হবে, ভাবিনি তো? যুদ্ধে শত্রুর সামনে দাঁড়ানোও বোধহয় সহজ। কিন্তু এমন ক'রে নিজেকে ঠকানো? মনের কষ্ট চেপে মুখে হাসি ফোটানো? শক্ত, বড় শক্ত! কিন্তু তা ব'লে. মনের কথা মেনে নেওয়া? অন্যায়, অনুচিত। না, না—উচিৎ হবে না। ছিঃ লজ্জা করে না—রাস্কেল!

নিজের মনকে ধমকালেন লরিমার। কিন্তু চমকে উঠলেন হাঁটুতে কার স্পর্শ অনুভব ক'রে।

কে?—ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখেন সিগার্ড : এখানে যে?

তুমি এখানে যে?—বামন অর্থপূর্ণ হাসলো।

এই, এমনি।

না।

তার মানে!

তোমার মনের কথা, তোমারই মুখে শোনা গেছে। তুমি নিজেকে ধমকাচ্চো!

কি বলতে চাও তুমি?

আমি সোজা কথা বলতে চাই। তোমার মন যাকে চায়—তাকে পাওয়ার জন্যে হাত বাড়িয়েচে অন্য লোক। তোমার উচিৎ কি জানো?

কি?

তাকে হত্যা করা।

লরিমার চমকে উঠলেন : কী তুমি বলচো সিগার্ড পাগলের মত? জানো, সে আমার পরম বন্ধু।

কিন্তু তুমি কি থেলমাকে ভালবাসো না?

নাঃ। না—না।

সিগার্ড আর দাঁড়ালো না সেখানে। প্রায় একলাফে সেখান থেকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল বনের মধ্যে।

পরদিন রবিবার।

কথা আছে,আজ রাত্রে এরিংটনরা থেলমাদের সঙ্গেই রাত্রের খাওয়াটা খাবে। কাজেই ব্রিটা রান্নার কাজে ব্যস্ত। দেখাশোনা করবার জন্যে থেলমা রয়েছে বাড়িতে। বৃদ্ধ ওলাফ এরিংটনদের নিয়ে গেছেন পাহাড়ে বেড়াতে। সঙ্গে গেছে সিগার্ড'ও।

থেলমা লতায় ঘেরা বারান্দায় বসে ভিক্টোর হুগোর লেখা একখানা উপন্যাস পড়ছিল। আর মাঝে মাঝে চোখ মেলে দেখছিল সামনের ব'য়ে যাওয়া ফোর্ড নদীর দিকে। ঘাটে বাঁধা 'উলেলাই।'

থেলমার আশেপাশে একটা প্রজাপতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। সামনের সিঁড়িতে ব'সে আছে গলায়-লাল-ফিতে-বাঁধা একটা বিড়াল ছানা। রবিবারের বিকেল। শান্ত, মধুর, নিস্তব্ধ।

হঠাৎ জুতোর ভারি শব্দ কানে এলো থেলমার। থেলমা চোখ তুলে দেখলো, মিঃ ডাইসওয়ার্থি আসছেন। বিড়াল বাচ্চাটা তো ভয়েই পালালো। প্রজাপতিটাও উড়ে গেল যেন কোথায়।

মিঃ ডাইসওয়ার্থিকে আসতে দেখে বই বন্ধ ক'রে থেলমা উঠে দাঁড়ালো। পাদ্রীপ্রবর একগাল হেসে বারান্দায় এলেন: এই যে ফ্রোকেন থেলমা, ভাগ্য ভালো দেখা হ'লো আজ। কেমন আছো?

ভালো। কিন্তু বাবা তো এখন বাড়ী নেই!

পাদ্রীপ্রবর আকর্ণ হেসে বললেন: তুমি থাকলেই হবে।—ব'লেই বসলেন সামনের চেয়ারে: তোমার ক্রশ একটা পেয়েছি আমি, দিতে এলাম সেটা।

পকেট থেকে বার করলেন একটা কাগজের মোড়ক। মোড়কটা তাঁর মোটা-মোটা আঙুল দিয়ে খুলে বার করলেন ক্রশটা। পরে সেটা থেলমার চোখের সামনে তুলে ধরলেন।

অশেষ ধন্যবাদ!—থেলমা বললো: ওটা আমার মায়ের ছিল। মৃত্যুর সময় তাঁর গলাতেই ছিল এটা।—থেলমা হাত বাড়ালো।

পাদ্রীপ্রবর থেলমার নরম কর-কমল তাঁর বাঁ হাত দিয়ে ধ'রে ক্রুশটা' দিলেন, কিন্তু ছাড়লেন না তার হাত। বললেন: আজ থেকে আমরা তা' হলে বন্ধু হ'লাম।

থেলমা হাত টেনে নিলো। মুখখানা গম্ভীর—চাঁদনী আকাশ যেন কালো মেঘে ঢাকা। বললো: বন্ধুত্ব দুষ্প্রাপ্য। এক মত, এক মন, পরস্পরের প্রতি টান না থাকলে - বন্ধুত্ব হয় না। আপনার সঙ্গে আমার কোন মিলই নেই—কাজেই বন্ধুত্ব হবে কি ক'রে?

তা তো বটেই!—পাদ্রীপ্রবর মুখ বেঁকিয়ে বললেন: রূপবান ধনী ইংরেজ না হ'লে বন্ধুত্ব করা চলে না।

আপনি কি বলতে চান?—থেলমা তীব্রকণ্ঠে বললো।

আমি কিছু বলতে চাইনে। লোকে বলে, তাই বললাম।—ডাইসওয়ার্থি বললেন: সত্যি বলচি, ফ্রোকেন থেলমা, ঐ বিদেশীরা এখান থেকে চলে গেলেই মঙ্গল; নইলে ক্রমেই গুজব বাড়বে।

বাড়ুক।—থেলমা দৃপ্তভঙ্গীতে বললো: আমাদের নিয়ে কারোর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আপনিও ঘামাবেন না আশাকরি।

ভুল বললে ফ্রোকেন।—পাদ্রীপ্রবর একগাল হাসলেন: আমি মাথা না ঘামিয়ে থাকি কি করে বলো? আমার কর্তব্যই তো এই। একটি সরলা যুবতী ভুল ক'রে ভুল পথে যাবে—আর আমি তার দিকে আমার সাহায্যের হাত এগিয়ে দেবো না? না, না, থেলমা, সে আমি পারবো না। - ডাইসওয়ার্থি কাসলেন: জানো থেলমা, ঐ ইংরেজটার সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা করলে তার পরিণাম কি? নরক। হ্যাঁ, নরক।...কিন্তু আমি তা হ'তে দেবো না। তোমার মত দেবীকে নরকে যেতে দেবো না আমি। বাঁচাবো আমি তোমাকে।—হঠাৎ থেলমার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে ভরলো: আহা-হা, কী নরম হাত, কিন্তু কী নিষ্ঠুর হাত। এ হাত কি আমার হাতের মধ্যে ধরা—

চুপ করুন।—ঝাঁঝিয়ে উঠলো থেলমা। টেনে নিলো হাত: লজ্জা করে না আপনার? বয়েসের তো গাছ-পাথর নেই—তবু জঘন্য মনোবৃত্তি যায়নি আপনার। আবার পাদ্রীগিরি করেন। ছিঃ ছিঃ!

কী? অপমান! রেভারেণ্ড চার্লস ডাইসওয়ার্থি! ধার্মিক প্রবর। যার একটু করুণা পেলে সবাই ধন্য, তাঁকে অপমান! আর অপমান করতে সাহস পেলো এক চাষীর মেয়ে। বটে! ডাইসওয়ার্থির চোখমুখ লাল হ'য়ে উঠলো, লজ্জায়, অপমানে, রাগে। কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে অনুরাগ দেখানোই রীতি. রাগ নয়। অভিজ্ঞ পাদ্রীপ্রবর তাই অপমান হজম করলেন। মনের রাগ চাপা দিয়ে মুখে হাসি ফোটালেন তৎক্ষণাৎ: ফ্রোকেন, জানি তুমি মন ঠিক করতে পারচো না। তাইই হয়। সহধর্মিণী হ'বার আগে—ভাববার দরকার বৈকি? বিশেষ ক'রে ধার্মিকের সহধর্মিণী। বেশ, তুমি ভাবো, মন ঠিক করো। আমি না হয় আবার পরে আসবো।...তা আমি আসবো। তোমার মঙ্গলের জন্যে আমি না হয় সময় একটু নষ্টই করবো। তবু তো ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি দিতে পারবো, বলতে পারবো, একটী যুবতীকে ভুল পথে যেতে দিইনি—তার সুখ-দুঃখ, পাপ-তাপ নিজের ঘাড়েই নিয়েচি আমি নিজের দায়িত্বে।

থেলমা বোধহয় কিছুই মন দিয়ে শোনেনি তাঁর কথা। নিজের মনকে ঠিক করতেই ব্যস্ত ছিল সে। তাই কোন কথা না বলাতে পাদ্রীপ্রবর সাহস পেলেন। ভাবলেন, মৌনং সম্মতি লক্ষণম্। স্পর্দ্ধা বাড়লো তাঁর। বামন হ'য়ে চাঁদে হাত দিতে গেলেন। হঠাৎ দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন থেলমার কোমর: থেলমা, থেলমা, প্রাণেশ্বরি, কথা দাও, রাজি হও! আমার হও!

কোমর ছেড়ে প্রৌঢ় নতজানু হ'য়ে বসলেন থেলমার পায়ের কাছে। তাও কি ভালো ক'রে বসতে পারেন ছাই—হাঁটুতে বাত! থেলমা প্রৌঢ়ের কাণ্ড দেখে রাগবে কোথায়, তাঁর বেতো হাঁটু নিয়ে বসবার ভঙ্গী দেখে

বিদ্রূপ ক'রে বললো: উঠুন, উঠুন, হাঁটুতে বাত বুঝি? শেষে হেঁটে বাড়ী যেতে পারবেন না।

পাদ্রীপ্রবর উঠে দাঁড়ালেন: তবে কি আশা আছে থেলমা?

না।

নেই?

না। না।

ভুল করচো থেলমা।

বেশ করচি। বেরোন আপনি এখান থেকে।

অপমান করচো আমাকে?—এবার রাগ দেখালেন ধার্মিকবর: দেখে নেবো আমিও।

তাই দেখবেন। বক ধার্মিক কোথাকার!

থেলমা আর দাঁড়ালো না সেখানে। ঘরে গিয়ে বিছানার উপর উপুড়-হ'য়ে পড়লো, চোখে জল।

পাদ্রীপ্রবর হতাশ হ'য়ে চলে গেলেন।

কিন্তু থেলমা ঘরে কাঁদচে কেন? এই কেনর জবাব দেওয়া বড় মুস্কিল। মেয়েরা কেন কাঁদে—তা বলা দুষ্কর। মেয়েরা দুঃখে কাঁদে. সুখেও কাঁদে। স্বর্ণমুকুট পরা রাণীর চোখেও জল দেখা যায়, যেমন দেখা যায় পথে-বসা হতভাগিনীর চোখে।

থেলমা কেন কাঁদচে, জানিনে। থেলমা নিজেও কি জানে?

ব্যাপার কি?

লরিমার ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে থেমে গেলেন। দেখলেন বিছানায় উপুড় হ'য়ে শুয়ে থেলমা কাঁদচে। ভাবলেন, সরে পড়ি চুপিচুপি, নইলে

লজ্জা পাবে মেয়ে। কিন্তু আবার ভাবলেন, তার কি হ'লো, কেন কাদচে, জেনে একটা প্রতিকার করা দরকার তো? কোনো বিপদ ঘটেনি তো?

ভাবতে ভাবতে দরজার পাল্লায় লরিমার হাত রাখতে গিয়ে দরজায় ক্যাঁচ্ ক'রে একটা আওয়াজ হ'লো। থেলমা মাথা তুলে দেখে, লরিমার দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো সে।

আপনি? এখানে?

হ্যাঁ।

আর সবাই কোথায়?

আসচেন একটু পরেই। আমি আগে এসেচি একটা খবর দিতে।

কী খবর?—থেলমার মুখ-চোখে ভয়ের ভাব: সবাই ভাল আছেন তো? বাবা? স্যার ফিলিপ—

না, না। ওঁরা সবাই ভালই আছেন। চোট্‌টা গিয়ে পড়েচে ডুপ্রের উপর।—লরিমার বললেন: সিগার্ড আমাদের সঙ্গে পাহাড়ে উঠছিল আর আনন্দে এদিক ওদিক ঢিল ছুড়ছিল। হঠাৎ একটা ঢিল এসে লাগলো ডুপ্রের গালে। অবশ্য, এরিংটনের চোখটা খুব বেঁচে গেছে!

থেলমা রেগে বললো: আচ্ছা, পাজী তো ছোঁড়া! আসুক দেখি বাড়ি, ওকে আমি সায়েস্তা করবো।

লরিমার হাসলেন: তাকে পাবেন কোথায়? ঐ কাণ্ড দেখে সে সেখান থেকে চোঁ-চাঁ দৌড়। তাছাড়া ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটে গেছে—ইচ্ছে ক'রে তো করেনি, তাকে বকা কি উচিৎ হবে?...যাক্, আমি এলাম আগে খবরটা দিতে, পাছে দেরি দেখে আপনি চিন্তিত হন, কিংবা ডুপ্রের মাথায় ফেটি বাঁধা দেখে ভয় পান।

থেলমা বললো: আগে এসে ব'লে ভালোই করলেন।

কিন্তু একটা কথা জিগ্যেস করবো আমি?—লরিমার বললেন।

করুন।

আপনি কাঁদছিলেন ব'লে মনে হ'লো যেন ?

হ্যাঁ। রেভারেণ্ড ডাইসওয়ার্থি এসেছিলেন এখানে।

তার মানে ?—লরিমারের কণ্ঠে উৎকণ্ঠার স্বর : আপনাকে অপমান ক'রে গেছে নাকি ?

মাথা নীচু ক'রে থেলমা বললো : তিনি আমাকে বিয়ে করতে চান।

গর্দভ একটি !

আচ্ছা, মিঃ লরিমার—থেলমা এগিয়ে এলো : আপনিই বলুন তো, আপনাদের ভালোলাগা অন্যায় ? আপনি তো বোঝেন, সবই বোঝেন, বলুন আমার কি দোষ ? যদি কোনো দোষ ক'রে থাকি, আপনার বন্ধুকে বলবেন আমাকে ক্ষমা করতে। বলবেন তো ?—থেলমা লরিমারের হাতখানা ধরলো নিজের দু'খানা হাত দিয়ে।

লরিমার হাসলেন : আপনি জানেন না, আপনার উপর লর্ডের কী উঁচু ধারণা ! আপনি কিচ্ছু ভাববেন না।

থেলমা তেমনি ভাবেই লরিমারের হাতখানা ধ'রে ধরা গলায় বললো ; দেখুন, কিসে ভালো হয়, মন্দ হয় আমি বুঝিনে। মনের কথা কখন গোপন করতে হয়, কখন বলতে হয়, জানিনে। আচ্ছা, স্যার ফিলিপের সঙ্গ আপনার ভালো লাগে ?

হ্যাঁ।

তাঁর সঙ্গে কথা বলতে, গল্প করতে ?

হ্যাঁ।

আমারো লাগে।—থেলমা বললো : কেন জানিনে তাঁর কণ্ঠস্বর আমার প্রাণে মধু ঢেলে দেয়। তাঁর রূপ আমার চোখ দু'টিকে সার্থক ক'রে তোলে।···আচ্ছা, এ কী অন্যায় ? এসব বলা কি অনুচিত ? এসব বললে লোকে হয়তো খারাপ বলে।

না, না। তা, বলবে কেন ?—লরিমার থেলমার হাতখানা নিজের

হাতের মধ্যে নিলেন সসম্ভ্রমে : আপনি ঐ গর্দভটার কথায় ভাববেন না। আপনি যে কী—আপনি তা জানেন না, তাই এত শংকা, এত দ্বিধা। আপনি দেবী, শাপভ্রষ্টা দেবী—

এ আপনার বাড়ানো কথা।—মৃদু হেসে বললো থেলমা।

মাপ করবেন।—ঘরে ঢুকতে গিয়ে লর্ড এরিংটন দরজার কাছে দাঁড়ালেন : দরজায় শব্দ ক'রে আসাই উচিৎ ছিল আমার।

থেলমা আর লরিমার হাত ছাড়াছাড়ি ক'রে দাঁড়ালেন। থেলমা বললো : কেন, এঘরে আসার আপনার কোনো বাধা নেই তো!

মানে, আপনাদের আলাপে বাধা দিলাম হয়তো!

বাধা কেন? বরং খুশী হলাম। কিন্তু আপনার বন্ধু কোথায়? মিঃ ডুপ্রে?

সে আসচে একটু পরেই। লর্ড এরিংটন বললেন, তার ব্যাণ্ডেজটা ঠিক বাঁধা হয়নি। ব্রিটা পারবে বাঁধতে?

এমন সময় জানলা দিয়ে বাইরে নজর পড়লো থেলমার : ঐ দূরে ওরা আসচেন বোধ হয়। যাই, আমি এগিয়ে যাই, আপনারা গল্প করুন।

থেলমা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ঘরে রইলেন এরিংটন আর লরিমার।

কথা বললেন লরিমার প্রথমে : তারপর?

কি?—লর্ড প্রশ্ন করলেন।

লরিমার এগিয়ে এসে লর্ডের কাঁধে হাত রেখে বললেন : দেখ, একটা কথা বলি। প্রেম মানুষকে অন্ধ করে—তা বলে তুমিও কি এমন অন্ধ হবে যে, তোমার এক অতি বিশ্বাসী বন্ধুকে করবে অবিশ্বাস? এই, আমার কথা বলচি।

লর্ডের গম্ভীর মুখে হাসি ফুটে উঠলো : আমায় লজ্জা দিয়ো না লরিমার। আমার ভুল বুঝতে পেরেচি। তোমার হাতের মধ্যে থেলমার হাত রয়েচে দেখেই আমার ধারণা হয়েছিল ভ্রান্ত।

তাহ'লে বলতে চাও, তোমার ভাবী স্ত্রী বা ধরো তোমার স্ত্রীর দিকে আমার বন্ধুত্বের হাত এগিয়ে দেবো না ?

না, না, তা বলিনে ! তুমি কিছু মনে ক'রো না লরিমার।

এমন সময় থেলমা ঢুকলো ঘরে। তার কাঁধে মাথা রেখে ঢুকলেন ডুপ্রে, মাথায় ফেটি বাঁধা। পেছনে বৃদ্ধ ওলাফ আর ম্যাকফারলেন।

দীর্ঘলদেহী মমতাময়ী থেলমা মায়ের স্নেহে, পরম যত্নে ডুপ্রেকে নিয়ে বসালো একটা চেয়ারে। তারপর তার চাঁপার কলির মতো নরম আঙুলে তাঁর ক্ষতস্থান ধুইয়ে, ওষুধ লাগিয়ে নতুন ক'রে ফেটি বেঁধে দিলো। পরে এক গেলাস মদ নিয়ে এসে বললো : খান এটা।

বৃদ্ধ ওলাফ বললেন : সিগার্ডের হঠাৎ এমন বদখেয়াল হলো কেন জানিনে। আর মনে হ'লো, লর্ড এরিংটনের উপরেই যেন ওর রাগ।

হ'তে পারে।—লর্ড বললেন : ও আমাকে একবার আলটেন ফোর্ড থেকে চলে যেতে বলেছিল !

অন্যায় কথা।—থেলমা রাগ করলো : ওর মাথা খারাপ হ'য়েচে নাকি !

এমন সময় ব্রিটা এসে খবর দিল, খাবার তৈরি। সবাই গেলেন খাবার ঘরে। খেতে বসে সবাই শুরু করলেন গল্প। ডুপ্রেও। মাথায় ফেটি বাঁধা ডুপ্রে দিব্যি হেসে হেসে ব্রিটার সঙ্গে আলাপ জমাচ্চেন দেখা গেল।

আনন্দের হাটে হঠাৎ শোনা গেল বজ্র-শব্দ : ওলাফ গুল্ডমার কোথায় ?

ঘরে ঢুকলো এক নারী।

উঠে দাঁড়ালেন ওলাফ : এই যে আমি ! কী চাই তোমার ?

চিনতে পারচো ?

লোভিসা। কিন্তু এখানে কি ?

দরকার আছে।

এখন আমি ব্যস্ত। তুমি যাও।

যাবো তো নিশ্চয়ই। এখন আমোদ প্রমোদে ব্যস্ত? কিন্তু তার আগে আমার সঙ্গে কাজ শেষ করো।

কী কাজ?

আমার নাতনীকে ফেরৎ দাও। ব্রিটাকে।

ঐ তো সে দাঁড়িয়ে।—ওলাফ ব্রিটাকে দেখালেন: নিয়ে যাও তাকে যদি যেতে চায় সে।...যেতে চাও ব্রিটা?

না, না! কখখনো না।—ভয়ে ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল সে: তুমি আমার মাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েচো, এখন আমার উপর তোমার অত্যাচার চালাতে চাও? না, না, যাবো না আমি।

লোভিসা কর্কশ স্বরে বললো: জানি আমি, আমার নাতনী কেন পর হয়েচে।—থেলমাকে দেখিয়ে বললো: ঐ ডাইনীটা গুণ করেচে ওকে! —মড়াকান্না শুরু করলো: ওগো, তোমরা জানো না, ঐ ডাইনীটা আমার নাতনীকে আমার কাছ থেকে কেড়ে রেখেচে।—হঠাৎ চোখ পাকিয়ে বললো: বেশ আমিও তোকে শাপ দিচ্চি, জীবনে কোনদিন সুখী হ'তে পারবি নে। তোর রূপে পুরুষ কোনোদিনও মজবে না। যে পুরুষ তোকে বুকে ধরতে যাবে—তার বুকই হাহাকার ক'রে উঠবে দুঃখে, কষ্টে। দেখিস, ফুলশয্যার রাতেই হারাবি তোর বরকে। আর তা যদি না হয়, ছেলে হ'লে মরবে সেগুলো—

আরো বলতে যাচ্ছিল, ওলাফ তেড়ে গেলেন লোভিসার দিকে। লোভিসা তাড়াতাড়ি পালালো।

থেলমা দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়েছিল। ওলাফ তাকে নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। লর্ড এরিংটনের ইচ্ছে হচ্ছিল, তিনিও তাকে বুকের মধ্যে নিয়ে আদর জানান, সান্ত্বনা দেন।

বৃদ্ধ ওলাফ তাঁর মেয়েকে সান্ত্বনা দিলেন : ঐ বুড়িটার কথায় কান দিয়ো না লক্ষ্মী মা আমার। অন্যায় যখন করোনি কোন দিনই—তখন অন্যায় অভিশাপে ভয় কি? ঈশ্বর কিছু করবার আগে ভেবেচিন্তেই করেন। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখো, কোন ভয় নেই।—পরে মেয়েকে সামনের চেয়ারে বসিয়ে সমাগত বিদেশীদের উদ্দেশ্যে বললেন : আপনারা এই ঘটনায় নিশ্চয়ই বিস্মিত হ'য়েচেন। কাজেই ব্যাপারটা একটু খুলে বলা দরকার। ঐ লোভিসা, তার যৌবনে আমাকে ভালবাসতো। আমি যখন দু'চার মাস বাদে বাদে জাহাজের কাজ থেকে ছুটি পেয়ে এখানে ফিরে আসতাম, হাসিখুসী মাখা তরুণী লোভিসা তখন আমার আশায় তীরে থাকতো দাঁড়িয়ে। কিন্তু ওর আশা পূর্ণ হ'লো না। ওর বাবা মা ওকে বিয়ে দিলেন এক কদাকার লোকের সঙ্গে—ওর মেজাজ গেল বিগড়ে। লোভিসার এক মেয়ে হবার পর—লোকটা লফোডেনে মাছ ধরবার সময় জাহাজডুবি হ'য়ে মারা যায়। লোভিসা মেয়েটাকে বিয়ে দিলো—কিন্তু ব্রিটা হবার পর, লোভিসার জামাই, মানে ব্রিটার বাবাও গেলেন মারা। আর লোভিসার মেজাজ দিনকেদিন এমন তিরিক্ষে হ'তে লাগলো, যে ওর সামনে দাঁড়ায় কে? শেষে নিজের মেয়ের উপরই অত্যাচার শুরু করলো। বেচারী কোলের মেয়েটিকে নিয়ে নিজের মায়ের অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতে লাগলো আর একদিন ঈশ্বরের অসীম দয়ায় তার মার হাত থেকে পেল পরিত্রাণ। ব্রিটা তখন ৮।১০ বছরের। সেই সময় থেলমা এলো ফ্রান্স থেকে। তাকে দেখবার পর ব্রিটা, তার কাছেই প্রায় সারাদিনটা থাকতো। শেষপর্যন্ত এমন হ'লো, ব্রিটা আর তার দিদিমার কাছে যেতেই চাইলো না, আমাদের পরিবারের একজন হ'য়ে গেল। তাই লোভিসা বললে, থেলমা তার নাতনীকে গুণ করেচে! ডাইনী!

লরিমার হেসে বললো : মেয়েরা গুণ করতে পারে সত্যিই।

থেলমা লজ্জায় মাথা নীচু করলো!

ডুপ্রে তাকালেন ব্রিটার দিকে।

ব্রিটা থেলমার দিকে এগিয়ে এসে তার হাত ধরে বললো: আমার জন্যে তোমাকে অনেক কথা শুনতে হ'লো দিদি। দিদিমা হ'লে হবে কি, অমন পাজী মেয়েমানুষ আমি দেখিনি কখনো।

যাক, আমরা এবার উঠি।—লর্ড উঠে দাঁড়ালেন। অন্য সকলেও।

সেরাত্রে থেলমা তার ঘরে ঘুমুচ্চে। শুভ্র শয্যা। পাতলা চাদর একটা বুক পর্যন্ত ঢাকা। পুষ্ট, সুগোল বক্ষদুটি উঠানামা করচে—নিশ্বাসের তালে তালে। দীর্ঘনিঃশ্বাস নয় তো?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছিল—থেলমার ঘরের জানালার নীচে বাইরে বাগানে একজন। ঝোপের আড়ালে চীৎ হ'য়ে শুয়ে আছে সে আকাশের দিকে চেয়ে। চোখে নেই ঘুম। অনুতপ্ত সে। নিজের অন্যায়ের জন্যে সে দুঃখিত; ভীত তার কুকর্মের জন্যে!

সিগার্ড!

আজ সকলের 'সরো' দ্বীপে বেড়াতে যাবার কথা।

'উলেনাই' প্রস্তুত। বৃদ্ধ ওলাফ আর থেলমা এলেই তরণী ছাড়া হবে।

স্কচ্ ম্যাকফারলেন তাঁর দেশের এক সংবাদপত্রের জন্যে কেবিনে ব'সে রিপোর্ট লিখতে ব্যস্ত। মাথায় ফেটি বাঁধা ডুপ্রেও কেবিনে শুয়ে আছেন।

মাথার কাছে ফরাসী পত্রিকা কতকগুলো। উপরে ডেকে দাঁড়িয়ে ফিলিপ এরিংটন আর লরিমার।

আজ সকালটা যেন গুমোট হ'য়ে আছে। ফোর্ড নদীতে ঢেউ নেই

লর্ড গম্ভীর। কথা বললেন লরিমার :

আর কেন ?

কিসের ?

থেলমাকে বলো, ভালোবাসি !

বলবো কিনা, তাইতো ভাবচি।

কেন ?

অন্য কোনো মেয়ে হ'লে. এতদিন চুপ ক'রে থাকতাম ভেবেচো ?

থেলমাকে বলতে ভয় হয়। ভয় হয়, যদি সে আমার প্রেম প্রত্যাখ্যান করে ? ভালোবাসে কিনা, না জানা তবু ভালো—ভালোবাসে না, জানা—অসহ্য।

লরিমার সাহস দিলেন : খারাপ দিকটাই বা ভাবচো কেন ? দেখো না বরাৎ ঠুকে ! নো রিস্ক, নো গেন্ !...ঐ যে ওদের নৌকো আসচে।

একটু পরেই ওলাফ ও থেলমা এলে নৌকো ছাড়া হ'লো। যাত্রা হ'লো শুরু। সবাই কেবিনে গিয়ে গল্পে গেলেন জমে।

কয়েকঘণ্টা পরেই দেখা গেল 'সরো' দ্বীপ। একখানি ছবি যেন। রঙীন ফুলে সাজানো। বাইরে ডেকে এলেন সবাই, খুসীতে ভরা।

নোঙর করা হ'লো তরণী। নামলেন সবাই, ডুপ্রেও।

আগে ওলাফ, পরে থেলমা, তার পেছনে ফিলিপ এবং তার পেছনে আর তিন বন্ধু উঠতে লাগলেন ছোট পাহাড়টায়। উপর থেকে দেখতে হবে, কেমন দেখা যায় চারদিকের দৃশ্য ! ওলাফের উৎসাহ যেন বেশি ; তিনি দেখাবেন বিদেশীদের, তাঁর দেশ কত সুন্দর !

খানিক উঁচুতে ওঠবার পর তাঁরা এলেন পাথর ঘেরা এক সমতল জায়গায়—সবুজ ঘাসের কার্পেট পাতা। আশে পাশে বনফুল, নানা রংয়ের। গাছের ছায়ায় জায়গাটা ঠাণ্ডা, নরম, স্নিগ্ধ। নীচু দিয়ে দেখা গেল, ফোর্ড নদী ব'য়ে যাচ্চে আপন মনে।

জায়গাটা দেখে থেলমার আনন্দ আর ধরে না। বললো: কী চমৎকার জায়গা! আমি বসি এখানে। —বসে পড়লো থেলমা।

উৎসাহী ওলাফ বললেন: আগে উপরটা দেখে আসি, তার পর বসা যাবে এখানে।

না বাবা, থেলমা বললো: আমি আর হাঁটতে পারচিনে। তুমি এঁদের নিয়ে যাও।

তবে থাক, কারোরই গিয়ে দরকার নেই, এখান থেকেই ফেরা যাক। —ওলাফ বললেন।

না বাবা, তা হয় না। আমার জন্যে এতগুলো ভদ্রলোকের দেখা হবে না, হ'তেই পারে না। তবে চলো, ব্যথা পায়েই কতটা উঠতে পারি দেখি! —থেলমা উঠতে গেল।

বাধা দিলেন লর্ড ফিলিপ: না, না, উঠতে হবে না আপনাকে। আমি বরং আপনার কাছে বসে গল্প করি, ওঁরা ঘুরে আসুন। আমার তেমন দেখবারও ইচ্ছে নেই।

লরিমার মনে মনে হাসলেন: তা থাকবে কেন? চাঁদ বদনীর মুখখানি দেখেই তো প্রাণ ভরে গেছে। —সবাইকে বললেন: সেই ভালো। আমরা ঘুরে আসি বরং!

বৃদ্ধ ওলাফ চিন্তিত হয়েছিলেন, থেলমাকে একলা রেখে যাওয়া ঠিক হবে কিনা। ফিলিপ থাকতে চাওয়ায় তিনি নিশ্চিন্তই হ'লেন; খুসীও হ'লেন, আর তিনজনকে তো দেখানো যাবে তাঁর দেশের সৌন্দর্য!

তাঁরা উপরে উঠতে লাগলেন।

থেলমা লজ্জিত হ'লো : আমার জন্যে আপনার যাওয়া হ'লো না। আমি দুঃখিত।

ফিলিপ হেসে তার পাশে বসলেন : আজ আমার মতো সুখী কে?

কেন?

কেন, তা আমি নিজেও বলতে পারবো না, থেলমা। তুমি কাছে থাকলে যেন আমি সব পাই; দূরে থাকলে সব হারাই যেন! কেন? কেন?

থেলমা চুপ। মাথা তার নীচু করা, লজ্জায়।

থেলমা, থেলমা,—মৃদুস্বরে বললেন ফিলিপ: আমি তোমায় ভালবাসি, ভালবাসি—লক্ষ্মী সোনা আমার!

ফিলিপ স'রে এসে থেলমার সরু কোমর জড়িয়ে ধরলেন বলিষ্ঠ আবেষ্টনে। নিবিড় নিষ্পেষণে কুমারীর দেহলতা থর থর কেঁপে উঠলো। লজ্জাবতী, পুরুষের প্রথম পরশে হরষে-বিষাদে কেমন যেন হ'য়ে গেল। সুউচ্চ বক্ষযুগল কাঁপচে না।ক দুরু দুরু!

ভালোও লাগে, লজ্জাও করে। ধরা দেবো কি, দেবো না। দ্বিধা। শেষে ধরা দেওয়া। প্রেম সুধা চাও? নাও। উজাড় ক'রে নাও।

ফিলিপ এঁকে দিলেন প্রেমচুম্বন থেলমার গোলাপী গালে। আরো নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধরলেন থেলমাকে। বন্যা হরিণী আজ তাঁর বাহুবন্ধনে। মাথা তাঁর ঘুরচে যেন। কী ক'রে যে কী হ'লো, বোঝা দায়। রাজা, রাজা তিনি। বুকে তাঁর হৃদয়রাণী। থেলমা আর তিনি। আর কেউ নেই, নেই। আছে শুধু প্রেম, প্রেম, ভালবাসা, মন দেওয়া-নেওয়া।

থেলমা! প্রিয়ে!

উঁ?

একটা চুমু!

উঁহু!

দয়া করো দেবি। —এগিয়ে দিলেন গাল তিনি থেলমার মুখের কাছে। থেলমার গালে ফিলিপের গরম নিঃশ্বাস, ঘন ঘন নিঃশ্বাস। দেরী নয়, দেরী নয়।

লজ্জা করে না বুঝি! কিন্তু ফিলিপ অবুঝ: দাও, দাও একটা চুমু। নইলে কী ক'রে বুঝবো, তুমি আমায় ভালোবাসো।

বোঝো না বুঝি?

না।

বড্ড দুষ্টু তুমি। —এগিয়ে এলো থেলমার রাঙা ঠোঁটদুটি ফিলিপের গালের কাছে। আরো কাছে, আরো।......নরম পরশ, মধুর পরশ পেলেন ফিলিপ। গোলাপের পাঁপড়ি বুঝি ছুঁয়ে গেল গাল।

গভীর আবেগে চেপে ধরলেন থেলমাকে: বাসো? বাসো তবে ভালো আমায়? বাঁচালে! সোনা, সোনা আমার।

ফিলিপের কানের কাছে মুখ নিয়ে থেলমা আস্তে ক'রে বললো: বাসি গো, বাসি। আমার প্রাণের চেয়েও ভালবাসি তোমায় প্রাণেশ!

হৈ হৈ ক'রে নেমে এলো অভিযাত্রী দল। সামনে বয়োবৃদ্ধ গুলাফ। মুখে তৃপ্তির হাসি।

ওদের আসার শব্দ পেয়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো থেলমা, পাশে এরিংটন।

হ'লো দেখা সব? —এরিংটন জিগ্যেস করলেন।

ম্যাকফারলেন বললেন: অপূর্ব্ব দৃশ্য চারিদিকে।

ডুপ্রে বললেন: তুমি কি হারালে, তা' তুমি জানলে না।

এরিংটন হাসলেন শুধু। মনে মনে হয়তো বললেন: আমি কি পেলাম, তা তো তুমি জানলে না।

কিন্তু জানতে পারলেন বৃদ্ধ ওলাফ, অন্তত মেয়ের লজ্জারাঙা মুখ দেখে আঁচ ক'রে নিলেন বোধ হয়। মুখে তাঁর কথা নেই, নিঃশব্দে মেয়ের মুখের দিকে একবার লক্ষ্য ক'রে—অন্যদিকে চেয়ে রইলেন। চিন্তিত তিনি। অন্যমনস্ক।

কিন্তু তিনিই হ'লেন দলের নেতা। এখন মুখে হাসি এনে কর্তব্য করতে হবে—পরে মেয়ের কথা ভাবলে চলবে।

চলুন এবার নীচে নামা যাক!—ওলাফ বললেন।

সবাই তাঁর পশ্চাৎ অনুসরণ করলেন।

'উলেলাই'তে এসে শুরু হ'লো গুল্প-গুজব। সবাই কেবিনে গল্পে মত্ত, এমন সময় ওলাফ বললেন: কিছু মনে করবেন না, স্যার ফিলিপ আর আমি একটু ডেকে যাচ্চি, আপনারা গল্প করুন। আপনি আমার সঙ্গে আসবেন স্যার ফিলিপ?

নিশ্চয়ই।

দু'জনে উপরে এলেন ডেকে। বাইরে আকাশের কোলে মেঘ জমেচে। বিদ্যুৎ চমকাচ্চে ঘন ঘন। ফোর্ড নদীর জলে ঢেউ। ঢেউ দু'জনেরই বুকে।

ওলাফই প্রথমে বললেন: আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।

বলুন! —ফিলিপ বললেন।

আমার হয়তো ভুল হতে পারে, তবু আপনাকে জিগ্যেস করি, আপনি কি থেলমাকে—মানে—এই বলচি কি—

হাঁ, আমি আপনার মেয়েকে ভালবাসি। থেলমার মত মেয়ে চোখে প'ড়ে না সহজে। বিশ্বাস করুন, আমি তাকে সুখী করবো।

আর আমার অবস্থাটা? ......যাক্ সে ভাবলে চলবে না। তবে কথা দেবার আগে ভেবে দেখতে হবে।

আপনি হয়তো ভাবচেন, আমি থেলমার রূপের মোহে পড়েচি মাত্র ? না।

মানে,—বৃদ্ধ বললেন: আজকাল পুরুষেরা—সুন্দরী মেয়ে দেখলেই একটু নাড়াচাড়া করবার লোভ সামলাতে পারে না কিনা !

ঠিকই বলেচেন আপনি। —এরিংটন বললেন: সে সব মেয়েরাই পুরুষের হাতে নাড়াচাড়া চায়। থেলমা আপনার সে মেয়ে নয়। এ মেয়ে পুরুষের মনে শ্রদ্ধা জাগায়, কামনা নয়।

কিন্তু আপনি আপনার সমাজের কথা ভেবে দেখেচেন ?

দেখেচি বৈকি। কিন্তু আমার কেউ নেই। আত্মীয় বলুন, বন্ধু বলুন, ঐ লরিমার। অবশ্য পরিচিত অনেকেই আছেন, তবে তাঁদের সমালোচনায় আমার কিছু আসে যায় না।

কিন্তু আমার থেলমাকে পরে অনুতাপ করতে হবে না তো ?

আশা তো করি, না। থেলমা আমার জীবনসঙ্গিনী হ'য়ে পূর্ণ অধিকারেই আমার পাশে থাকবে। সে আমার চাইতে কোনো অংশেই কম নয়। আপনার কাছে আমি খুলেই বলচি, এ পর্যন্ত সুখের আশায় ঘুরে ঘুরে যা পেয়েচি তা সুধা নয়, বিষ ! পংকিল কামনাকেই এতদিন প্রেম ব'লে ভুল করেচি, আপনার মেয়ের কাছেই পেলাম পবিত্র প্রেমের পরশ। স্বাদ পেলাম সুধার। আমার জীবনের গতি গেছে ঘুরে। ···আমাকে সাহায্য করুন, এই আমার অনুরোধ !

আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম। জীবনে শান্তি পাও, এই কামনাই কার আমি। আর আমিও দিই থেলমার পরিচয়। অন্ততঃ দেওয়া উচিৎ, কারণ আমাদের বিষয়ে গুজবটাই কানে আসে বেশি। —বৃদ্ধ ওলাফ শুরু করলেন: লোকে বলে, আমি নাকি আমার স্ত্রীকে হত্যা করেচি। একটা সোজা ব্যাপারকে লোকে ঘোরালো ক'রে নিয়েচে। আমার এক বন্ধু জাহাজে জাহাজে কাজ নিয়ে ঘুরতো। নাম ছিল তার এরিক

আর্লেণ্ডসন। সে এখানের একটি মেয়েকে ভালবাসতো, কিন্তু তার বাপ-মা তাদের বিয়েতে অমত করবে জেনে মেয়েটিকে নিয়ে ফ্রান্সে পালিয়ে যায় সে এবং সেখানেই তাকে বিয়ে ক'রে রাখে। কিছুদিন বাদে সে মেয়ে হ'লো গর্ভবতী এবং আমার বন্ধু যখন তার কাজে বিদেশী সমুদ্রে—তার স্ত্রী জন্ম দিলো এক কন্যা সন্তানকে। জন্মালো মেয়ে, কিন্তু মারা গেল মা। এই মেয়েই থেলমার মা।

থেলমার মা আপনার বন্ধুর শিশুকন্যা! —চমকে উঠলেন সহুরে ফিলিপ!

হ্যাঁ।—ওলাফ বললেন: বন্ধু বললে, ভাই আমি তো থাকি জলে জলে—মৃত্যুও হয়তো জলে। তাই আগেই বলে রাখি, আমার এ মেয়ের ভার তুমি নাও, তুমি মানুষ করো একে! ...বন্ধুর কথামত তাকে দিলাম এক কনভেন্ট স্কুলে। তার বছর পাঁচেক পরে বন্ধু সত্যিই মারা গেল জাহাজডুবি হ'য়ে। মেয়েটিকে রাখলাম কনভেন্টে সতেরো বছর। সেখানেই সে সব শিক্ষা পেলো। তারপর তাকে নরওয়েতে নিয়ে এসে—বিয়ে করলাম। ...কিছুদিন পরে থেলমার হ'লো জন্ম। স্ত্রী তাকে সব সময় বুকে ক'রে রাখতো, নদীর ধারে, পাহাড়ে পাহাড়ে তাকে কোলে ক'রে নিয়ে বেড়ানোই ছিল তার একমাত্র সখ, আনন্দ। কিন্তু একদিন তার ফিরতে দেরী হ'লো। ব্যাপার কি, দেখবার জন্যে নদী-পাহাড় যথাসম্ভব খুঁজতে লাগলাম। প্রায় হতাশ হ'য়েচি, এমন সময় দেখি, স্ত্রী এক পাথরের নীচে প'ড়ে আছে চীৎ হ'য়ে, পাশে আড়াই বছরের মেয়ে থেলমা নিজের মনে করচে খেলা।

কী কাণ্ড!

তারপর শোনো। নিয়ে এলাম সেই অজ্ঞান অবস্থায় আমার স্ত্রীকে আর বাচ্চাকে। সেই থেকে পঙ্গু হ'য়ে গেল আমার স্ত্রী। পরমাসুন্দরী আমার স্ত্রী প্রতিজ্ঞা করলেন তাঁর ঐ বিকৃত দেহ নিয়ে আর লোকচক্ষুর

সামনে আসবেন না। তা' তিনি কাটিয়ে দিলেন ঐভাবে পাকা দশটা বছর—থেলমা তখন কিশোরী। শেষে একদিন আমাদের মায়া ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন তিনি অমর ধামে। তাঁকে আমি আর আমার এক বিশ্বস্ত বন্ধু গিয়ে সমাধিস্থ করলাম, ফোর্ড নদীর ধারে এক পর্বতগুহায়। …এই হ'লো আমাদের পরিচয়। খুব কি ভয়াবহ?

না।

আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম, স্যার ফিলিপ।

বৃদ্ধ ওলাফ নীচেয় নেমে গেলেন, কেবিনে।

একটু পরেই উঠে এলো থেলমা। স্যার ফিলিপ তখনো রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। থেলমাকে দেখে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালেন: এসো থেলমা।

দ্বিধাস্বরে বললো থেলমা: বাবাকে বললে নাকি?

হ্যাঁ।

কি বললেন?

মত্ দিয়েছেন।

দিয়েছেন?

হ্যাঁ, গো। — এরিংটন থেলমাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে চুমু খেলেন: আর কি, এবার তুমি আমার, আমার! দেখি তোমার হাতের আঙুল। —থেলমার হাতের আঙুলে পরিয়ে দিলেন একটা হীরের আংটি, নিজের আঙুল থেকে খুলে: এ আংটি ছিল মায়ের; এতদিন আমার কাছেই ছিল, কারণ পরাবার মত লোক পাইনি খুঁজে।

এমন সময় সেখানে এলেন লরিমার। দেখলেন, আলিঙ্গনাবদ্ধ প্রেমিক প্রেমিকা। বাহুপাশ খুলে তাঁরা দূরে স'রে দাঁড়ালেন।

লরিমার হাসলেন : হঠাৎ আসা অন্যায় হ'লো যে ?

দুজনেই বললেন হেসে : না, না।

তোমরা আমার শুভেচ্ছা জেনো। —লরিমারের মুখে তেমনি হাসি।

অনেক বীর এমনি ক'রে হাসিমুখেই মৃত্যুবাণের মুখে বুক এগিয়ে দেয় !

ওলাফ, থেলমাকে নিয়ে ফিরে এলেন বাড়িতে।

সেই সন্ধ্যায় বসলেন তিনি বারান্দায়, পাশে থেলমা। বললেন : থেলমা, তুমি নতুন জীবনের পথে পথিক হ'তে চলেচো, তোমায় আশীর্বাদ করি, সংসারের দুর্গম পথ যেন তোমার কাছে সুগম হয়। তুমি যেন প্রকৃত স্ত্রী হ'য়ে সংসারধর্ম পালন করতে পারো। মনে রেখো, সততা নম্রতা, বাধ্যতা—এই তিন গুণ দিয়েই তৈরী হয় গৃহলক্ষ্মী—সহধর্মিণী।

থেলমা বললো : মনে থাকবে বাবা।

এমন সময় পেছনের দরজার কাছে এসে সসংকোচে দাঁড়ালো সিগার্ড। তার পদশব্দ লঘু হলেও ওলাফের কান এড়ালো না। বললেন : কে ?

আমি ?

সিগার্ড ? এদিকে আয়।

ঘাড় ফেরালো থেলমা : ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, এদিকে এসো।

সিগার্ড এসে সোজা থেলমার পায়ের কাছে বসলো। তার হাঁটুর উপরে কপাল রেখে নতি স্বীকার ক'রে বললো : আমায় মাপ করো, আমার অন্যায় হয়েচে !

অপরাধী অপরাধ স্বীকার করলে শাস্তি দেওয়া দুষ্কর হ'য়ে পড়ে কাজেই শুধু মৃদু ভৎসনা করলো থেলমা। তাতেই সাহস আর উৎসাহ বেড়ে গেল সিগার্ডের। বললো : দিদিমণি, ফুল তুলতে যাবে ?

কোথায় ?

বাগানে।

বাবা, যাবো আমি ?—থেলমা জিগ্যেস করলো।

যাও।—ওলাফ অনুমতি দিলেন।

থেলমা আর সিগার্ড গেল বাগানে ফুল তুলতে। থেলমা সাজিতে ফুল তুলতে তুলতে বললো : জানো সিগার্ড, আমি এখান থেকে শীগ্‌গীই চলে যাবো।

কেন ?—সিগার্ডের মুখ বিবর্ণ।

আমার বিয়ে হবে।

সিগার্ড চুপ ক'রে থাকলো।

থেলমা বললো : আমি চলে গেলে তোমার মন কেমন করবে না ?

জানিনে।—সিগার্ডের গলার স্বর ভারি : আচ্ছা, আমি তা হ'লে কি করবো ? হয়তো ম'রে যাবো। কাল স্বপ্ন দেখছিলাম, আমার প্রাণের সমাধি হ'য়েচে। কফিনের মধ্যে বন্ধ আমার প্রাণ। আমার আকাশের রামধনু ঢাকা পড়েচে কালো মেঘে।

এমন সময় বাগানের বেড়ার কাছে দেখা গেল দুজন স্ত্রীলোক—লোভিসা আর উলরিকা। তাদের দুজনের দিকে চেয়ে কি যেন বলাবলি করচে। থেলমা সিগার্ডকে নিয়ে অন্যদিকে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় লোভিসা ডাকলো : এই ডাইনি, আমাদের দেখে পালাচ্চিস কোথায় ?

থেলমা ঘুরে দাঁড়ালো : আমাকে গালাগালি দিচ্চো কেন ? বাড়ি ব'য়ে শাপ দিয়ে গেলে, তবু রাগ গেল না ?

না।

কেন, কী দোষ করেচি আমি ?

তুই আমার নাতনীকে বশ করেচিস্।

ব্রিটা নিজে ইচ্ছে ক'রেই আছে আমার কাছে।

তুই মর, তা হলেই ব্রিটা আমার কাছে আসবে!

সিগার্ড রেগে গেল লোভিসার কথায়। বললোঃ কি বললি বুঝি
মুখ সামলে কথা ক'।

তোর ভয়ে?—উত্তর দিলো উলরিকা।

হ্যাঁ, আমার ভয়ে। নইলে দেখিয়ে দেবো মজা।

এঃ, ভারি আমার পালোয়ান রে!—উলরিকা ঠোঁট ওল্টালো।

পৌরুষে আঘাত লাগলো বোধহয়; সিগার্ড বেড়া ডিঙিয়ে ঝাঁপিয়ে
পড়লো উলরিকার উপরঃ তবে রে!

কিল চড় ঘুসি চালাতে লাগলো উলরিকার উপর। তাড়াতাড়ি
লোভিসা এসে বাঁচাতে গেল উলরিকাকে। আর থেলমা? বেচারি ভয়ে
কী করবে ভেবে ঠিক করতে না পেরে কেবলি চেঁচাতে লাগলোঃ সিগার্ড
চলে এসো, চলে এসো।

যাক্, থামলো সিগার্ড। কিন্তু তার গায়ের জামা গেছে ছিঁড়ে। বুকে
আঁকা লাল কাটা দাগটা যাচ্চে দেখা।

কাটা দাগটা দেখে, উলরিকা তো অবাক! ভুলে গেল মারামারির
কথা। তাড়াতাড়ি থেলমার কাছে এসে জিগ্যেস করলোঃ আচ্ছা, কে
ঐ ছেলেটা?

আমাদের কাছে থাকে ও। বাবা ওকে ফোর্ড নদীতে এক কাঠের
বাক্সে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।

তাই নাকি?—উলরিকা হঠাৎ ছুটে গেল লোভিসার কাছে।

সিগার্ড ততক্ষণে ফিরে এলো থেলমার কাছে, বললোঃ চলো দিদিমণি
আমরা যাই।

সিগার্ডের হাতে মার খাওয়া উলরিকা শারীরিক বেদনার কথা গেল
ভুলে। তার মনে পড়েচে অতীত দিনের কথা। বললোঃ লোভিসা

বিশ্বাস করো ঐ আমার ছেলে। ঐ যে বুকে দাগ, ও আমারই দেওয়া। আমিই তাকে ছুরি মেরে হত্যা করতে গেছলাম। আমার কুমারী জীবনে পাপের সৃষ্টি ঐ ছেলে, ওকে চেয়েছিলাম এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে। কিন্তু ভগবান যাকে রাখেন, তাকে মারবে কে? মরে নি, মরে নি—আমার ছেলে মরে নি।

লোভিসা ব্যঙ্গ করলো: তোর ছেলেকে দেখে বুঝলাম, তোর প্রেমিকটি রূপবান পুরুষ ছিলেন।

উলরিকা বললো: তুমি যা ইচ্ছে বলো, কিন্তু তুমি আমাকে দিয়ে আর কোন ক্ষতি করাতে পারবে না গুল্ডমারদের। কেন করবো? তারা আমার ছেলেকে বাঁচিয়েচে, মানুষ করেচে। চললাম, চললাম আমি।

গ্রামে রটে গেল, থেলমার সঙ্গে স্যার ফিলিপের বিয়ে। খবরটা প্রথমে রটালো ব্রিটা। কারণ তারই আনন্দ বোধহয় সব চাইতে বেশি—তার দিদিমণির বড় ঘরে, ভালো বরে বিয়ে হচ্চে। খবরটা জোর গলায় পাড়া মাতিয়ে ব্রিটা বলবে না তো বলবে কে?

খবরটা গেল মিঃ ডাইসওয়ার্থির কানে। পাদ্রীপ্রবর তো রাগের চোটে পুরো দু'দিন খেলেন না। আর গ্রামবাসীদের কাছে গুল্ডমার পরিবার আগেই ছিল এক রহস্যময় ব্যাপার, এখন এক ইংরেজ লর্ডের সঙ্গে থেলমার বিয়ে হচ্চে জেনে ঠিক ক'রে নিলো—ওসব ভোজবাজীর ব্যাপার। লোভিসার মতে, ডাইনীটা ঐ টাকাওলা ইংরেজটাকে বশ ক'রে ঐ কাণ্ড করেচে।

যে যা ভাবে ভাবুক। তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় অন্ততঃ গুল্ডমার পরিবারের আর ঐ বিদেশীদের নেই। বিশেষ ক'রে বিদেশীরা এসেচেন দেশ ভ্রমণে—দেশ দেখাও শেষ হয়নি এখনো।

পরদিন ঠিক হ'লো, সবাই যাবে বেড়াতে জেদগর্জের গিরিনির্ঝর দেখতে। সে নাকি অপূর্ব। থেলমা বললো: আমি যাবো না, ও আমার দেখা আছে। ব্রিটা আর আমি বাড়িতে থাকবো বরং।

বেশ, তাই হোক্।

সিগার্ড বললো: আমি সঙ্গে যাবো!

ওলাফ বললেন: যেতে দিতে পারি, তবে গতবারের মত কাণ্ড করলে কিন্তু আমার হাতে নিস্তার পাবে না এবার।...অবশ্য, তুমি ওদিকটায় আরো কয়েকবার গেছ, কাজেই পথঘাট জানা আছে জানি। ভালোভাবে থাকবে তো?

হ্যাঁ।

এরিংটন বললেন: চলুক, চলুক। ঐ আমাদের গাইড হবে। কি বলো সিগার্ড?

নিশ্চয়ই।—সিগার্ড বললো: আমি ওসব জায়গা চিনি।

যাত্রার সময় হ'লো। সবাই প্রস্তুত। রাত্রিটা পাহাড়েই তাঁবু খাটিয়ে থাকা হবে। থেলমাকে সাবধানে থাকতে বললেন ওলাফ। রাত্রে যেন ঘর-দরজা বন্ধ ক'রে শোয়।

সিগার্ড একটা গোলাপ গাছ থেকে গোলাপ নিয়ে থেলমার হাতে দিলো: এটি তোমায় দিলাম দিদিমণি!

আর দাঁড়ালো না সেখানে। এবার চলুন সবাই, ব'লে গটমট ক'রে এগুতে লাগলো। সবাই সিগার্ডের পেছন যাত্রা করলেন শুরু।

বিকেলে থেলমা বসলো চরকা কাটতে।

সংসারের কাজ সেরে ব্রিটা এসে বসলো তার কাছে। বললো: আর কেন চরকা কাটচো। ঐ সুতোয় তৈরী কাপড় আর কি তুমি পরবে? এবার রেশমি, সিল্ক ছাড়া আর কিছু পরা চলবে না।...সত্যি

দিদি, আমার এত আনন্দ হচ্চে যে কী বলবো ;···ভালো কথা, জানো দিদি, আমি স্যার ফিলিপের কাছে মত্ নিয়েচি—

কিসের রে ?—অবাক হ'লো থেলমা।

তোমার সঙ্গে লণ্ডনে যাবার।—ব্রিটা জানালো: আমি জানি বড় ঘরের ঘরণীদের পরিচারিকা থাকে ; কাজেই আমি গেলে তোমার সুবিধাই হবে। তোমার কখন কি করতে হয়, সব তো আমার জানা—

তা' উনি কি বললেন ?

কী আবার বলবেন, রাজী হলেন !

তুই তো বেশ জোগাড়ে দেখচি।—হাসলো থেলমা।

ব্রিটা জবাব দিলো: তা' ছাড়া আর কি উপায় ছিল বলো। তুমি তো নতুন মানুষ পেয়ে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে—কিন্তু আমার অবস্থাটা কি হবে ভেবে দেখেচো ? তুমি ছাড়লে কি হবে, কমলি নাহি ছোড়েঙ্গা। কাজেই আমার পথ আমাকেই দেখতে হলো।

বেশ করেচিস্!—থেলমা খুশী হ'লো।

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ সবাই গিরি নির্ঝরের পাদদেশে এসে পৌছুলেন। বহু উঁচু থেকে ভীষণ গর্জন ক'রে আছড়ে পড়চে অবিরত জলধারা পাথর ঘেরা জলাশয়ের উপর। সূক্ষ্ম জলকণার ধূম্রজালে জায়গাটা অ'বছা, অস্পষ্ট ! সেই জলকণার উপর পড়চে নিশীথ সূর্যের রঙীন কিরণ—অপূর্ব মায়াজাল সৃষ্টি করচে যেন !

সিগার্ড বললো: উপরে চলুন, সেখান থেকে এই দৃশ্য আরো চমৎকার।

চলো।—সবাই রাজী হ'লেন।

প্রায় তিন ভাগ ওঠবার পর, ডুপ্রে বললেন: আমি আর যেতে পারচি নে। এই জায়গাটি বেশ, এখানেই বসি।

শুনে ম্যাকফারলেন বললেন: আমিও থেকে যাই এখানে। এমন দৃশ্য আমার দেখা আছে স্কটল্যাণ্ডে। কাজেই বেশি কিছু হারাবে। ব'লে মনে হয় না।

বৃদ্ধ ওলাফ বললেন: তা হ'লে আমিই বা বুড়ো মানুষ, ছেলেদের মতো লাফিয়ে বেড়াই কেন?

এঁদের কথায় সিগার্ড যেন নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়লো! বললো: তবে আপনারা কেউ যাবেন না উপরে?

এরিংটন বুঝলেন, সিগার্ড মনে কষ্ট পেয়েচে। তাই বললেন: না, না, চলো তুমি, আমি যাবো তোমার সঙ্গে। আর লরিমার যাবে নাকি?

চলো।—লরিমার বললেন।

লরিমার বরাবর নজর রাখছিলেন সিগার্ডের উপর, পাছে আজ আবার কি কাণ্ড ক'রে বসে। বিশ্বাস নেই ওকে। কাজেই সঙ্গে যাওয়াই ঠিক করলেন।

আরো খানিকক্ষণ চলবার পর তাঁরা প্রায় পাহাড়ের মাথায় এসে গেলেন। উঠতে কষ্ট হচ্ছিল—শুধু পাথর আর পাথর, পা রাখা যায় না। দু পা এগুতে গেলে এক পা পেছিয়ে আসতে হয়। লরিমার এক জায়গায় প্রায় পিছলে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলেন। এরিংটন বললেন: তুমি আর এগিয়ো না, বসো ওখানে। আমি আর সিগার্ড উপরটা দেখে আসি।

না, না, চলো।—লরিমার বললেন।

কিন্তু এরিংটন জেদ ধরলেন: কেন অযথা চেষ্টা করচো, শেষে বিপদ ঘটবে। আমরা এখুনি ঘুরে আসচি।

অগত্যা লরিমার বসলেন একটা পাথর দেখে। হাঁটু দুটো তাঁর কাঁপছিল।

আর খানিকটা কষ্ট ক'রে এরিংটন সিগার্ডের সঙ্গে পাহাড়ের উপরে উঠলেন। আহা, অপূর্ব দৃশ্য! নির্ঝরের জলধারা শতধারা হ'য়ে নীচে, বহুনীচে সগর্জনে পড়চে। অজস্র জলকণার উপর সূর্যের কিরণ পড়ায় সে কী রংয়ের খেলা!

সিগার্ড বললো: কেমন দেখচেন?

চমৎকার!

নীচেয় দেখচেন, পরীর দল তাদের সাদা রেশমী আঁচল উড়িয়ে খেলা করচে? তাদের সোনালী চুল এলোমেলো। কী বলচে ওরা জানেন? বলচে—এসো, এসো, কাছে এসো, বুকে এসো। ডাকচে আমাদের। যাবেন? যাবেন ওখানে? ওদের রূপ চাঁদের মত, দেহ ননীর মত—বুক জোড়া সুগোল, সুপুষ্ট। বুকে ধরলে বুক জুড়িয়ে যায়। খেলমার চাইতে কোন অংশে কম নয় ওরা। যাবেন? যাবেন ওখানে?

ব'লেই হঠাৎ এরিংটনের কোমর জড়িয়ে ধরলো সজোরে। তাঁকে ঠেলে পাহাড়ের ধারে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলো। এরিংটন এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন প্রায়, এমন সময় কে যেন তাঁকে জড়িয়ে ধরলো। পেছনে চেয়ে দেখেন লরিমার।

সিগার্ড আর দাঁড়ালো না সেখানে। সোজা ছুট্ পাহাড়ের আড়ালে।

তুমি এখানে?—এরিংটন বললেন।

তোমাদের পিছু পিছু আসছিলাম; কেন যেন, এই রকমই একটা কিছু আশংকা করেছিলাম।

এসব কথা যেন কাউকে ব'লো না বন্ধু!

না।

তাঁবুতে ফিরে এলে, ওলাফ জিগ্যেস করলেন: কই, সিগার্ড কোথায়?

লরিমার বললেন: জানেন না তার অভ্যাস। খেয়ালীর খেয়াল। কোথায় যেন আপন মনে ঘুরতে গেছে।

অতএব তার প্রসঙ্গ চাপা পড়লো। আয়োজন চললো রান্নার। রাত্রি এগারোটা নাগাদ শোবার ব্যবস্থা হ'লো।

নিস্তব্ধ রাত্রি। আকাশে সূর্যের মৃদু আলো। রহস্যময়। নির্ঝরের ঝরো ঝরো ধ্বনি—অবিরত অশ্রান্ত। ঘুম এসে যায় আপনিই।

ভোরে ঘুম ভাঙলো প্রথমে এরিংটনের; তাঁবুর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। ভোরের আলোয় নির্ঝরের জলধারার রূপের হয়েচে রূপান্তর। রঙীন জলপুঞ্জ এখন ফ্যাকাসে, অনুরূপ তার। হঠাৎ নজর পড়লো তাঁর কাল সন্ধ্যেয় যাওয়া দূরে উঁচু পাহাড়টার উপর। দেখেন—একটা মানুষ হাত উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে। কে ও? ভালো ক'রে লক্ষ্য করলেন তিনি: সিগার্ড নাকি?

এরিংটন তাড়াতাড়ি তাঁবুর সবাইকে ডাকলেন। সবাই দেখে বুঝলেন: হ্যাঁ, সিগার্ডই বটে!

কিন্তু হাজার ডাকলেও তো শোনা যাবে না। ইসারা করা হ'লো, কোন ফল হলো না। তখন সবাই উপরে উঠতে লাগলেন।

আর তিন চারশ' গজ দূরে তাঁরা—সিগার্ড আর অপেক্ষা করলো না, উপেক্ষা করলো তাঁদের হাঁক-ডাক। ঝাঁপ দিলো সে পাহাড় থেকে।

নীচে, নীচে—আরো নীচে। কালো চিহ্ন একটা মিশে গেল শুভ্র জলরাশির মধ্যে। ওখানে কি জলপরীরা আছে? কি জানি!......

ওলাফ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: ও প্রায়ই বলতো, এবার মরলে সুপুরুষ ক'রে পৃথিবীতে পাঠাবার জন্যে ভগবানকে বলবো আমি!

সিগার্ড তাই বুঝি বলতে গেল।

কাঁপছিল.

যাত্রা শুরু হ'য়েছিল আনন্দে, শেষ হ'লো বিষাদে।

চোখের উপর অমন অদ্ভুত আত্মহত্যা দেখবার পর কারোর মুখে যেন আর কথা নেই।

অবশ্য কথা বললেন বৃদ্ধ গুল্ডমারই প্রথমে: সিগার্ড আমার ছেলের মত ছিল। কুড়িয়ে পেয়েছিলাম তাকে জলে-ভাসা এক বাক্স থেকে—হারালাম তাকে সেই জলেই। —বৃদ্ধের চোখে অশ্রুকণা: এখন ভাবচি, খেলমাকে খবরটা দেবো কি ক'রে। বেচারীর ছোটবেলাকার খেলার সাথী।

এরিংটন বললেন: চলুন, আপনি আর আমি একটু আগে গিয়ে তাকে সুবিধেমত বলবো। লরিমাররা পরে সব গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে আসুক।

লরিমার বললেন: সেই ভালো। দুঃসংবাদটা সকলে মিলে ব'লে আর লাভ কি?

ম্যাকফারলেন বললেন: সিগার্ডের মৃতদেহটা পেলে ভাল হ'তো।

ডুপে উত্তর দিলেন: কী লাভ হ'তো? সেটাকে মিস গুল্ডমারের সামনে নিয়ে গিয়ে আরো তাঁকে বেশী কাঁদানো হ'তো।

লরিমার বললেন: যাই বলো বাপু—সিগার্ডের এ সমাধি অপূর্ব। জলের এই চমৎকার রূপ, রং, শব্দ দিয়ে তৈরি হ'লো তার সমাধি। মরবো তো আমরাও, কিন্তু এমন ক'রে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে মরণকে আলিঙ্গন করতে পারবো কি? সত্যিই সিগার্ডের কাব্যিক-মৃত্যু দেখবার মত।

এরিংটন বললেন: বেচারীর মৃত্যুকেও তুমি হিংসে করচো দেখচি, আচ্ছা তো!

ভালো জিনিষটা পাবার জন্যে মন কার না চায়, বলো। —লরিমার বললেন।

ব্যবস্থামত, বৃদ্ধ গুল্ডমার এরিংটনকে নিয়ে আগে পৌঁছুলেন বাড়িতে,

থেলমাকে খবরটা দিতে। গিয়া দেখেন, সামনের বারান্দায় কেউ নেই। বোধহয় ভিতরে। ঘরে ঢুকলেন তাঁরা—কই, কেউ নেই তো!

ওলাফ হাঁক দিলেন: থেলমা, থেলমা! ব্রিটা, ব্রিটা—

কেউ উত্তর দিল না।

গেল কোথায় সব? বাড়ি খালি রেখে এভাবে তো যায় না কখনো কেউ!—ওলাফের কপাল কোঁচকানো।

হন্তদন্ত হ'য়ে সারা ঘর ঘুরলেন তিনি, রান্নাঘরে গেলেন, কলঘরে—বাগানে,—নেই তো, কেউ নেই। থেলমাও নেই, ব্রিটাও নেই।

এরিংটনও খুঁজলেন ওলাফের সঙ্গে। মুখে তাঁর কথা নেই। একী কাণ্ড!

একটু পরেই লরিমাররা এসে পড়লেন। শুনলেন সব ব্যাপার।

ওলাফ বললেন: আমার মনে হয়, ঐ পাজী পাদ্রীটার কর্ম।

এরিংটন বললেন: কিংবা সেদিনকার ঐ বুড়ি লোভিসার চক্রান্ত হ'তে পারে।

লরিমার বললেন: আর সময় নষ্ট না ক'রে খুঁজতে বেরুনো যাক। সকলেই যাওয়া যাক পাদ্রীর ওখানে।

সবাই রওনা হবার সময় দেখা গেল ডুপ্রে নেই সেখানে।

সে গেল কোথায়?—এরিংটন বললেন।

জানি নে। তবে থাকগে সে। বরং বাড়ীতে থাকবে—চলো আমরা যাই।

ওলাফের সঙ্গে ডুপ্রে ছাড়া সবাই রওনা হ'লো নৌকো ক'রে বসকবের দিকে।

ডুপ্রে চুপ ক'রে বসেছিলেন না।

তিনি ব্যাপারটা বুঝে নিয়েই সোজা হাঁটা দিলেন লোভিসাদের বাড়ির দিকে—লোকেদের কাছে ঠিকানা জেনে জেনে। তাঁর ধারণা, চক্রান্ত লোভিসার। লোভিসাই বিপদে ফেলেচে থেলমাকে—ব্রিটাকেও।

কিছুদূর এগিয়েচেন—দেখেন তাঁর দিকে এগিয়ে আসচে জোরে একখানা টমটম গাড়ি। ঘোড়াটা ছুটচে ঝড়ের মত। ধুলো উড়চে চারধারে। ডুপ্রে স'রে দাঁড়ালেন পথের পাশে!

মিঃ ডুপ্রে! আপনি এখানে?—নারী কণ্ঠস্বর গেল শোনা।

টমটম ডুপ্রের সামনে এসে থেমে গেল।

টমটম চালাচ্ছিল ব্রিটা! বললো: উঠুন শীগ্‌গীর গাড়ীতে। বসকবে যেতে হবে।

কেন, কী হয়েচে, কোথায় গেছলে—কিছুই জিগ্যেস করবার সময় নেই। ডুপ্রে চট্ ক'রে উঠে বসলেন ব্রিটার পাশে। ব্রিটা লাগামে ঝাঁকানি দিলো। ছুটলো ঘোড়া।

ব্যাপার কি বলো তো!—ডুপ্রে বিস্মিত।

আর বলেন কেন?—ব্রিটা লাগামে আর এক ঝাঁকানি দিয়ে বললো: ডাইসওয়ার্থি লোক পাঠিয়েছিল থেলমার কাছে লর্ড এরিংটনের লেখা চিঠি দিয়ে যে, তিনি দুর্ঘটনায় পড়েচেন এবং থেলমা দিদিকে নাকি দেখতে চান। বেচারী আমার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রেই তার সঙ্গে চলে গেছে তাড়াতাড়ি। আমি ছিলাম কলঘরে—খবরও পাইনি। শেষে এই গাঁয়েরই একটি মেয়ে আমার কাছে ছুটে এসে খবর দিল—দিদিমণিকে নাকি দিদিমা ধ'রে নিয়ে গেছে লোক পাঠিয়ে। শুনে তো অবাক—হেট হেট —চলো জোরসে।

লাগামে ঘনঘন ঝাঁকুনি দিতে লাগলো ব্রিটা।

তারপর?

তারপর, খবর পেয়েই ছুটে গেলাম, দিদিমার কাছে। দেখি সেখানে

দিদি নেই। বেরিয়ে আসছিলাম, দিদিমা পথ আগলে দাঁড়ালো। বুড়িকে এক ধাক্কায় ফেলে তাড়াতাড়ি পথে এসে পড়তেই দেখি সামনে দাঁড়িয়ে এই টমটম। টমটমের মালেকের কাছ থেকে গাড়ীখানাকে চেয়ে নিয়ে এখন চলেচি ঐ পাদ্রীর বাড়িতে।

কেন ?

দিদিমা রাগের মাথায় বলে ফেলেচে, দেখিস না, তোর আদরের দিদিকে কি করে ডাইসওয়ার্থি! থেলমার ভবিষ্যতটি নষ্ট ক'রে তবে ছাড়বে—বুঝলি ?

তাই নাকি ?

তাই তো শুনলাম।

একটু পরেই তারা বসকবে মিঃ ডাইসওয়ার্থির বাড়ির কাছাকাছি এক নির্জন পথে এসে টমটম দাঁড় করালো।

ডুপ্রে বললেন : তুমি থাকো, আমি আগে বাড়িটার বাইরে থেকে দেখে আসি অবস্থাটা।

তাই হোক।

ডুপ্রে নেমে গেলেন টমটম থেকে। নিঃশব্দে ঢুকলেন বাড়ির বাগানের বেড়া পার হ'য়ে। কাঁচের জানালার কাছে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে দেখতে লাগলেন, যদি কিছু দেখা যায়।

দেখা গেল না বটে কিছু, কিন্তু শোনা গেল অনেক কিছুই।

শোনা গেল পাদ্রীপ্রবরের গলা : ফাঁদে যখন পড়েচোই তখন আর আপত্তি করে লাভ কি চাঁদবদনি! এসো প্রাণ, চুমু দাও, প্রাণ জুড়োক!

শোনা গেল থেলমার গলা : এগোবেন না বলচি। ভয় নেই আপনার, লজ্জা নেই ? বাপের বয়সি—আমাকে এভাবে কথা বলতে লজ্জা করে না আপনার ? মাথার উপরে ভগবান আছেন—মনে নেই ?

মন যে তুমি নিয়ে বসে আছো প্রাণেশ্বরি।—পাদ্রীর গলা: দেখো, আমার ঘরে যখন ঢুকেচো, সম্মান তোমার গেছেই। আর যতই না কেন বলো, কেউ বিশ্বাস করবে না তোমার কথা—এরিংটনও নয়। শেষে দুকুল হারাবে? ওর চাইতে—এসো না, একটু ফুর্তি করা যাক্।

আর শোনা যায় না।

বিশেষ ক'রে শোনা গেল ভিতরে ধস্তাধস্তির শব্দ। আর অপেক্ষা করাও যায় না।

ডুপ্রে জানালা বেয়ে উঠে লাফিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকেই পাদ্রীপ্রবরের সার্টের কলার চেপে ধরলেন। পাদ্রীপ্রবর থেলমাকে বিছানার উপর ফেলে'ছিলেন—এমন সময় পিছ্‌টান পেয়ে পেছন ফিরে দেখেন সেই বিদেশীদের মধ্যে একজন—মিঃ ডুপ্রে। থেলমাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গেলেন তিনি কিন্তু ডুপ্রে তাঁর মেদবহুল দেহটাকে এক লাথি মেরে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে তাঁর বুকের উপর হাঁটু গেড়ে বসলেন; বললেন: মিস্ গুল্ডমার, আর দাঁড়াবেন না এখানে, চলে যান বাইরে, বাড়ির পেছনে। সেখানে ব্রিটা টমটম নিয়ে আছে।

থেলমা আর দাঁড়ালো না। মুক্ত পাখীর মত যেন উড়ে গেল বাড়ির বাইরে। বাইরে ব্রিটাকে পেয়ে তার টমটম চ'ড়ে সোজা বাড়ীর দিকে।

তারপর পাদ্রীপ্রবর!—ফুলো গালে এক ঘুঁসি মেরে ডুপ্রে বললেন: চুমুতে নয়, ঘুঁসিতে গাল রাঙিয়ে দেবো। মেয়েমানুষে খুব সখ, না?—আবার ঘুঁসি আর এক গালে: আমি করলাম শুরু, ওরা আসচে, করবে সারা।

পাদ্রীপ্রবর চীৎপাত হ'য়ে প'ড়ে আছেন। উপায় কি? মেদ শরীর বাড়ায়, শক্তি বড়ায় না। কাজেই ঐ যুবকের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া, বৃথা জোর দেখিয়ে আরো মার খেয়ে লাভ কি?

একটু পরেই শোনা গেল এরিংটনদের গলা। তাঁরা সবাই হুড়মুড় ক'রে ঘরে ঢুকে দেখেন ডাইসওয়ার্থির বুকের উপর হাঁটু গেড়ে ব'সে ডুপ্রে!

ডুপ্রে! এখানে?—সবাই যেন একসঙ্গে বললেন।

হ্যাঁ, আমি! নাও এবার, তোমরা এর ঘাড়ে ব'সো। ভবলীলা সাঙ্গ ক'রে দাও। ব্যাটা বদমায়েসের হাড়ি!

থেলমা কোথায়?—ওলাফ বললেন?

ছিলেন এখানে—এতক্ষণ বাড়ির দিকে। লরিমার, ব'সো তো বুড়োর ঘাড়ে চেপে—সব ব্যাপারটা খুলে বলি।

লরিমার, ডুপ্রেকে সরিয়ে বুড়োর বুকে হাঁটু চেপে রইলেন। ডুপ্রে সব ব্যাপারটা দু'চার কথায় শেষ করলেন। দেখা গেল, ওলাফ রাগে ফুলচেন। ডুপ্রের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই প্রায় লাফিয়ে পড়ছিলেন পাদ্রীর উপর, কিন্তু এরিংটন তাঁকে সামলালেন। বললেন: ঐ নীচটাকে ছোঁয়াও পাপ। শিক্ষা যদি হবার হয়, তো ওতেই হবে। নইলে মরলেও হবে না। ছেড়ে দাও লরিমার, চলো আমরা যাই।

কাজেই লরিমার উঠে দাঁড়ালেন। পাদ্রী উঠে বসলেন মেঝের উপর। সারা শরীরটা টনটন করছে ব্যথায়। মেঝেয় প'ড়ে গিয়ে কোমরেও লেগেচে বোধকরি। কোমরে হাত দিয়ে বেদনায় মুখ-ভঙ্গী করলেন তিনি!

লরিমার হেসে বললেন পাদ্রীকে: বুড়ো বয়সে ভীমরতি—না? মরো গে যাও।

বৃদ্ধ ওলাফের ইচ্ছে ছিল—তাঁর মনের ঝালটা ভালো ক'রে মেটান, কিন্তু পারলেন না। ফিরে যেতে হ'লো এরিংটনদের সঙ্গে। তবু ঘাড় ফিরিয়ে কটমট করে চেয়ে গেলেন—বিষদৃষ্টি!

পাদ্রীপ্রবরের মাথা নীচু!

ঘর থেকে বেরুবার মুখে দেখা হ'লো উলরিকার সঙ্গে। বললো: আপনাদের সেই বামন ছেলেটা কোথায়?

লরিমার বললেন: আজ ভোরে সে আত্মহত্যা করেচে!

আত্মহত্যা করেচে ?—উলরিকা আনন্দে বলে উঠলো : বেশ করেচে, বেশ করেচে, বুদ্ধিমানের কাজ ক'রেচে। আসল ব্যাপারটা আর সে জানতে পারবে না। আর পারবে না আমাকে দোষারোপ করতে। জানেন, আমি তার মা, হ্যাঁ গো, আমি তার মা,—মা।

এ আবার কেমনতর মা !

উলরিকা ততক্ষণে মুখে এপ্রন চাপা দিয়ে কাঁদতে শুরু করেচে। মা যে !

বাড়িতে ফিরে এলেন সবাই।

দেখা হ'লো থেলমার সঙ্গে, ব্রিটার সঙ্গে। ব্রিটা আর ডুপ্রের উপস্থিত বুদ্ধির জন্যে সেযাত্রা রক্ষা পেলো থেলমা। সবাই তাদের জানালেন আন্তরিক ধন্যবাদ।

সিগার্ডের খবরটা থেলমাকে দিলেন ওলাফ।

শুনে তো থেলমা কেঁদে অস্থির। আহা, কাঁদবারই তো কথা। তার ছোটবেলাকার খেলার সাথী। ছায়ার মত ঘুরে বেড়াতো তার সঙ্গে। থেলমা ভাবলো, কেন যে তার অমন মতি হলো কে জানে। তাই বুঝি যাবার সময় দিয়ে গেল হাতে একটা গোলাপ !

থেলমা দেখলো, টেবিলে রাখা সে গোলাপটাও গেছে শুকিয়ে !

আর দেরি নয়। শুভস্য শীঘ্রম্।

ওলাফ প্রস্তাব করলেন এরিংটনের কাছে, যদি অমত না থাকে তবে থেলমাকে এবার বিয়ে করলে তিনি খুশি হবেন।

এরিংটনের আপত্তির কিছু নেই। থেলমারও নেই।

আর কারই বা আছে? বন্ধুরা তো মত্ দিয়েই আছে।

অতএব ঠিক হ'লো ক্রিশ্চিনা সহরে যথারীতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লর্ড এরিংটনের সঙ্গে বিয়ে হবে চাষী-কন্যা থেলমার।

দুটি প্রাণ হবে এক।

কিন্তু এ খবরে বসকবে বাতের বেদনায় শয্যাশায়ী পাদ্রীপ্রবর প্রাণে পেলেন নিদারুণ ব্যথা।

লোভিসা জ্বলতে লাগলো হিংসায়। নাতনি ব্রিটাকেও হারাবে সে। উলরিকার আর ওসব ভাববার মত মন নেই। তার পাপের পরিণাম সিগার্ডের মরণে সে কখনো খুশি, কখনো কেঁদে আকুল!

আর গ্রামের লোকেরা? তারা যেমন সব দেশেই করে, করতে লাগলো নানারকম জল্পনা কল্পনা।

'উলেলাই' ঘাটে বাঁধা।

তাতে বোঝাই মালপত্র। বাড়ি প্রায় খালি। তালা লাগানো।

সবাই উঠেচেন তরণীতে। বৃদ্ধ গুলাফও।

ঘাটে অনেকেই হয়েচে জড়োঃ বাপ-বেটি দু'জনেই তবে গ্রাম ছাড়লো? কিন্তু জিগ্যেস করবার সাহস নেই কারোর।

হুইস্‌ল বাজলো।

বাষ্পীয় তরণী 'উলেলাই'এর চাকা ঢেউ তুললো ফোর্ড নদীতে। ঘাট থেকে স'রে যেতে লাগলো তরণী। বৃদ্ধের চোখে জল। থেলমারও। ব্রিটাও বাদ যায়নি।

বিদায়।

'উলেলাই' চলেচে। বসকবের ঘাটের পাশ দিয়ে। দূরে দেখা যাচ্চে প্রাদ্রীপ্রবরের বাড়ি। 'বাতের বেদনায়' শয্যাশায়ী ধার্মিকপ্রবরের সঙ্গে শেষ দেখা হ'লো না।

'উলেলাই' এগিয়ে চলেচে।

থেলমা বললো এরিংটনকে : মনে পড়ে ঐ তীর।

হ্যাঁ।

ওখানেই আমাদের প্রথম দেখা।

মনে আছে।

আর ঐ পাশে সেই গুহা।

জানি, তোমার মায়ের সমাধি ওটা।

কাল সন্ধ্যায় বাবা আর আমি গেচলাম ওখানে।

তোমার মা নিশ্চয়ই আমাদের আশীর্বাদ করবেন।

'উলেলাই' আরো এগিয়ে চলেচে।

ফোর্ড নদীর বাঁকে এসে পৌঁছুলো। একটু দূরেই সমুদ্র—উত্তাল সমুদ্র।

ওলাফ বললেন : থেলমার বিয়ে হ'য়ে গেলে আমি আর ভেল্ডিমার পাড়ি দেবো ঐ উত্তাল সমুদ্রে। আর ভাবনা কি? মুক্ত হবো আমি। মুক্ত পাখীর মতোই ডানার ঝাপটায় উড়ে বেড়াবো পৃথিবীর আকাশে বাতাসে। ক্রিশ্চিনিয়াতে আমাদের সমুদ্রযাত্রার ব্যবস্থা করবো।

আমার কথা মনে হবে না বাবা?—থেলমা বললো।

ওলাফ বললেন : তোর কথা কি ভোলবার রে পাগলি?

গুল্ডমার বাড়ি যেন ঘুমিয়ে আছে।

কোনো সাড়া নেই। লোক নেই। দরজা-জানলা সব বন্ধ। বাগানের গোলাপ সব শুকিয়ে গেছে। শুকনো পাতায় বাগান ভরা। সামনের বারান্দাটায় ধূলো ভর্তি! রাত্রে আলো জ্বলে না। অন্ধকারে প্রেতাত্মার মত দাঁড়িয়ে থাকে বোবা হ'য়ে। গ্রামের লোকেরা ওবাড়ির পাশ দিয়েও যায় না রাত্রে।

গ্রামের লোকেরা গুল্ডমারদের বিষয়ে আর মাথা ঘামায় না বড়। যে চলে গেছে, যাকে নিয়ে চলার দায় নেই—তার কথা মনে রাখে কে?

কিন্তু এখানকার চাঞ্চল্যের ঢেউ গিয়ে লাগলো বুঝি লণ্ডন সহরে বড়ঘরের ঘরণীদের বুকে, সুন্দরী তরুণীদের বুকে!

চাঞ্চল্য দেখা দিলো, যখন দেখা গেল 'টাইমস্' কাগজে বেরিয়েচে এক অদ্ভুত বিবাহ সংবাদ ঃ

"ক্রিশ্চিনিয়ায় ইংরেজ প্রতিনিধির ভবনে স্যার ফিলিপ এরিংটন, নরওয়ের আলটেনফোর্ড গ্রামের চাষী ওলাফ গুল্ডমারের কন্যা থেলমার সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। নিমন্ত্রণ পত্রের ব্যবস্থা ছিল না।"

ছল চাতুরির দেশ

কেলেঙ্কারি !

কেন, কী হ'লো ?

এই ছাখো। মিসেস রাশ মার্ভেল এগিয়ে দিলেন 'টাইমস্' পত্রিকাখানা স্বামীর দিকে : ক্রস এরিংটনের কাণ্ড দেখো একবার।

কেন, কী করলেন তিনি ?—ব্রেকফাষ্ট টেবিল থেকে কাগজখানা তুলে নিয়ে খুঁজতে লাগলেন সংবাদটা। মিসেস তাড়াতাড়ি তাঁর যত্ন-করা নরম আঙুল দিয়ে সযত্নে দেখিয়ে দিলেন সংবাদটা : ছাখো, প'ড়ে একবার !

খাবার অভুক্ত রেখেই পড়তে লাগলেন মিঃ রাশ মার্ভেল।

মিসেস ততক্ষণে 'মর্নিং-পোষ্ট'খানা খুলে খুঁজতে লাগলেন, এরিংটনের বিষয়ে আরো কোনো খবর বেরিয়েচে কিনা। বেরিয়েচে।

এই ছাখো, 'মর্নিং-পোষ্ট' জানাচ্চে, স্যার ফিলিপ আর লেডি ক্রস এরিংটন 'এরিংটন-ম্যানর' থেকে 'প্রিন্সেস-গেট' এর বাড়ীতে এসে বাস করচেন। উঃ, একটা নরউইজান চাষীর মেয়েকে নিয়ে এসে ঢোকালেন আমাদের সমাজে ! তার সঙ্গে আমাদের মিশতে হবে ? হরিবল্ !

মিঃ মার্ভেল জানতেন, এসব সময়ে খুব সাবধানে মন্তব্য করা দরকার। কিন্তু আপাততঃ মন্তব্য করবার দরকার নেই বুঝে, মুখ বুজে রইলেন।

মুখ খুলেই রাখলেন মিসেস : বুঝেছো, কয়েকজন ইয়ার নিয়ে নরওয়ের গ্রামে গেছলেন ফিলিপ স্রেফ ফুর্তি করতে। সেখানে গ্রামীন মেয়েদের সঙ্গে ঢলাঢলি ক'রে ফেরবার সময় একটাকে জুটিয়ে এনেচেন। ক্যাড্ !

মিঃ মার্ভেল চুপ ক'রে রইলেন।

কিন্তু খোঁচালেন মিসেস : আচ্ছা, তুমিই বলো, ঐ চাষীর মেয়ের সঙ্গে কী নিয়ে গল্প করবো আমরা ? পশুপালন, পক্ষীপালন নিয়ে ?

এবার কথা বলতে হ'লো মিঃ মার্ভেলকে : তা' তোমাদের সঙ্গে মিশলে লেডী এরিংটন কি তোমাদের মত হ'তে পারবেন না ?

কী যে বলো!—বিরক্ত হ'লেন মিসেস : ভিতরে কালচার যদি না থাকে, মিশলেই সব হবে? কিস্‌সু বোঝো না তুমি? বোঝো শুধ্‌ তোমার ঐ আইন-কানুন! সমাজে মেশবার যোগ্যতা হ'তো না কোনদিনই, যদি আমি না থাকতাম পাশে!

স্বীকার করচি দেবি!

এখন আমি ভাবচি, মার্সিয়া বেচারীর কী হবে? অমন সুন্দর মেয়ে, এরিংটনের পথ চেয়ে বসেছিল! বেচারী!…সত্যি, এরিংটন ফ্যামিলির সঙ্গে পরিচয় না থাকলেই যেন ছিল ভাল। যা ইচ্ছে তাই করতেন ফিলিপ, আমাদের ভাববার ছিল না কিছু।

যেন এখন কেউ মাথার দিব্যি দিয়েচে তাঁকে, ভাববার জন্যে! কিন্তু সে কথা বলবে কে? চুপ করে রইলেন মিঃ মার্ভেল!

তা, মার্সিয়াকে বাধ্য হয়ে মেশার্ভিলের সঙ্গেই লেগে থাকতে হবে। উঠে দাঁড়ালেন মিসেস। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। হঠাৎ বললেন :

মণ্টেগু!

বলো!

আমি আজ ক্লারা উনশ্লের কাছে যাবো। সে এ খবরটা পেয়ে কি ঠিক করেচে জানতে হবে! বেচারী!

শুনেচি, তারও তো এরিংটনের সঙ্গে একটু—

একটু কেন, বেশিই। এরিংটনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা পবিত্র বন্ধুত্বে চমৎকার পরিণতি লাভ করেছিল; এই জঘন্য সংসারে দেখবার মত! ভালো কথা, লাঞ্চটা আমি ক্লারার ওখানেই সেরে নেবো আর সেখান থেকে যাবো মার্সিয়ার কাছে। আশাকরি মার্সিয়াকে এখানে ডিনারে আনলে তোমার আপত্তি নেই?

আপত্তি?—মিঃ মার্ভেল হাঁ ক'রে ফেললেন প্রায়। অদ্ভুত কথা শুনলেন তিনি। তাঁর আপত্তির কী দাম আছে স্ত্রীর কাছে!

মিসেস মৃদু হাসলেন শুধু।

মিঃ মার্ভেল খাওয়া শেষ ক'রে উঠে এসে যথারীতি স্ত্রীর গালে এক চুম্বন দিয়ে জানালেন যেন তাঁর আনুগত্য। শেষে বেরুলেন তাঁর কাজে।

মিসেস মার্ভেল এলেন তাঁর ড্রেসিংরুমে। আর্শির সামনে দাঁড়ালেন তিনি; সাজগোছ করতে হবে। ভদ্রমহিলাকে সুন্দরী বলা যায়। দীঘলদেহী। আভিজাত্যের ছাপ প্রতি অঙ্গে। বয়স হয়েচে, তবু যৌবন যেন যাই-যাই করেও যায়নি। মিষ্টি হাসি দুটি ঠোঁটে। ঐ হাসিতেই মন জয় ক'রে নেন সকলের। বিপদে আপদে সকলের তিনি ভরসা। কুমারী মেয়েরা তো তাঁর পরামর্শ ছাড়া এক পাও চলতে পারে না। বিবাহিতা মহিলারা তাঁদের কেলেঙ্কারি চাপা দেবার কৌশল জেনে যান তাঁরই কাছ থেকে। বৃদ্ধারাও আসেন, তবে তাঁদের বাত সারাবার ঔষধ জানতে আর তাঁদের বেহায়া নাতনীদের ঢিট্ করবার উপায় জানতে। আসল কথা ভদ্রমহিলা পরের ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত, নিজের দিকে নজর দেবার তাঁর সময় নেই। ঘটকালিতেও তাঁর নাম আছে সমাজে। কাকে কার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে প্রাপ্তি আশা আছে তা' তাঁর কাছে অজানা থাকে না। এ হেন মিসেস মার্ভেলের স্বামী মিঃ রাশ মার্ভেলের স্বতন্ত্র পরিচয়ের দরকার আছে কি? নেই। কাজেই ও ভদ্রলোককে নিয়ে আমাদের সময় নষ্ট ক'রে লাভ কি? জেনে রাখুন, ভদ্রলোক, অতি ভদ্রলোক, একজন অনুগত স্বামী। যা পান, তাই খান। কিছুতেই আপত্তি নেই। যাকে বলে অতি সৎ স্বামী!

বেলা বারোটা নাগাদ মিসেস মার্ভেলের ব্রুহামখানা পার্ক লেনের লর্ড উনস্লের বিরাট বাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকলো। সদর দরজা খুললো একজন বয়স্কলোক।

লেডি উনস্লে আছেন বাড়িতে—ব্রিগস্?

আজ্ঞে হ্যাঁ।—অভিবাদন জানালো সে।

মিসেস মার্ভেল গাড়ি থেকে নেমেই তাঁর টুপিটা ব্রিগসের হাতে দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন: আমিই যাচ্চি ভিতরে। তোমাকে খবর দেবার দরকার নেই।

মিসেস মার্ভেল সামনের বড় হলটা পার হবার সময় তাঁর সামনে ছুটে এসে দাঁড়ালো একটি বারো বছরের ছেলে: হ্যালো মিমসে, আপনি? ড্যাডির সঙ্গে দেখা করবেন? ঐ ঘরে ড্যাডি, আমায় ল্যাটিন পড়াচ্ছিলেন। জানেন, ড্যাডি বলেচেন, আজ আমি সার্কাসে যাবো। খুব মজা? না?

নিশ্চয়ই।—মিসেস মার্ভেল হাসলেন: কিন্তু আর্নেষ্ট, তোমার ম্যামী কোথায়?

ম্যামী তাঁর বসবার ঘরে বই পড়চেন। আজ একগাদা বই এসেচে। সব নাকি শেষ করবেন সন্ধ্যের আগে!

এমন সময় পাশের ঘর থেকে বেরুলেন লর্ড উনশ্লে। মিসেস মার্ভেলকে দেখে হেসে এগিয়ে এলেন তিনি। করমর্দন ক'রে বললেন: ওঁর কাছে এসেচেন? দেখুন, হয়তো বাড়িতেই আছেন।—এসো আর্নেষ্ট, তোমার খাতাখানা দেখে দিই। পড়া শেষ হ'লে তবে তো সার্কাস!—আচ্ছা, আসি মিসেস মার্ভেল!

লর্ড উনশ্লে তাঁর ছেলেকে নিয়ে নিজেদের লাইব্রেরি ঘরে ঢুকলেন।

মিসেস মার্ভেল এসে ধাক্কা দিলেন লেডি উনশ্লের ঘরে।

কে? ভেতরে আসুন।—ভিতর থেকে শোনা গেল।

মিসেস মার্ভেল ঘরে ঢুকতেই—লেডি উনশ্লে তাঁর আরাম কেদারা থেকে উঠে দাঁড়ালেন: আরে, আমার প্রাণের মিমসে। কী খবর? এসো দিদি, বসো।

মিসেস মার্ভেল পাশের ভেলভেট মোড়া চেয়ারে বসলেন। বসলেন লেডি। তাঁর বই খোলা প'ড়েই রইল। পরিচারিকা তাঁর সোণালি

রেশমের মত আজানুলম্বিত কেশরাশি আঁচড়ে দিচ্ছিল, হঠাৎ উঠে দাঁড়াতে, সে কাজ বন্ধ ছিল খানিকক্ষণ—আবার হ'লো শুরু :

তারপর, কী খবর বলো ?—হরিণীর মত টানা চোখে কটাক্ষ হেনে বললেন ক্লারা !

খবর ?—মিসেস মার্ভেল বললেন : খবর তো তোমার কাছে জানতে এলাম। আচ্ছা, তোমার চুল আঁচড়ানো শেষ হোক, পরে কথা হবে।

অর্থাৎ মিসেস মার্ভেল চান না, পরিচারিকা ঐ ঘরে থাকে। ক্লারা বুঝতে পারলেন, চলে যেতে বললেন মেয়েটিকে। চুলের রাশি অভ্যস্ত হাতে গুটিয়ে নিলেন ঘাড়ের কাছে। সত্যিই অপূর্ব সুন্দরী এই লেডি উনস্লে। রূপ যেন ফেটে পড়চে। মোম দিয়ে তৈরি যেন সারা অঙ্গ। নিখুঁত। চাঁদে খুঁত আছে, কিন্তু লেডি উনস্লের দেহে নেই। বিশ্বের পুরুষের বুকে ঢেউ তুলে দিতে ও-রূপের সামান্য ভগ্নাংশই যথেষ্ট ! অন্য মেয়েদের তিনি ঈর্ষার পাত্রী—কিন্তু মিসেস মার্ভেলের কাছে নন। লেডি উনস্লের তুলনায় মিসেস মার্ভেল বর্ষিয়সী ; কাজেই ক্লারাকে তিনি হিংসে করেন না মোটেই। বরং তাঁর রূপ বর্ণনায় তিনি পঞ্চমুখ।

বলো, কী খবর শুনতে চাও ?—ক্লারা জিগ্যেস করলেন।

এবার গ্রীষ্মে কিসেনজেন গিয়ে কেমন কাটলো ?—শুরু করলেন মিসেস মার্ভেল !

আর ব'লো না। লেনী ঠিক গিয়ে হাজির সেখানে।

কেন, উনস্লে যান নি ?

গেছলেন ক'দিনের জন্যে আর্নেষ্টকে নিয়ে। বাপ ছেলেতে খুব আনন্দ ক'রে বেরিয়েচে।

আচ্ছা, সেদিন স্যার ফ্রান্সিস লেনক্সকে তোমার সঙ্গে থিয়েটারে দেখলাম যেন !

হ্যাঁ ! লেনী আমার পেছনে ঠিক কুকুরের মতই ঘোরে। সত্যি,

এমন ক'রে আমার সঙ্গে আঠার মত লেগে থাকে যে ছাড়ানো দায়। কিন্তু ভা-আ-রি অমায়িক। দেখতেও বেশ।

তা' তো বুঝলাম!—মিসেস মার্ভেল এবার আসল কথায় এলেন: এদিকের খবর জানো?

কি?

ব্রুস এরিংটন এক নরইজান চাষীর মেয়েকে বিয়ে ক'রে এনেচে।

তাই নাকি?—উঠে দাঁড়ালেন ক্লারা। মুখখানি গম্ভীর, কপালে চিন্তার রেখা!

একটা কিছু করা দরকার তো!

নিশ্চয়ই।—ক্লারা বললেন: তাঁদের নেমন্তন্ন করা দরকার। ফিষ্টি দিতে হবে তাদের অনারে। তারপর দেখো মজা। এরিংটনের গেঁইয়া বৌ কেমন আসবে তার ইয়া বড় বড় পা ফেলতে ফেলতে। আর কাজ-করা লাল হাত নেড়ে নেড়ে খাবে যখন, তখন একটা দেখবার জিনিষ হবে। টেবিল থেকে হাতে ক'রে বরফ নেবে না, চামচে ক'রে নেবে—তা বুঝতেই পারবে না। তখন চেয়ে দেখো একবার এরিংটনের মুখের দিকে। বলতে হবে ধরণী দ্বিধা হও।

তা হলে ভোজের ব্যবস্থাটা?

আমি করবো।—দৃঢ়স্বরে বললেন ক্লারা! এরিংটনের উচিত শাস্তি পাওয়া দরকার। অভদ্র কোথাকার। আর ঐ জুটেচে লরিমার! ছুটো ক্যাড্!

অথচ দেখো, একদিন তুমি তাকে কী ভালোই না বাসতে।—মিসেস মার্ভেল তাতালেন ক্লারাকে।

ভালোবাসতাম মানে?—জ্বলন্ত আগুন হাওয়া পেল যেন: তাকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসতাম। আমার এ দেহ যদি সে পায়ের তলায় দ'লে যেতো—তবু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে কোন দ্বিধা থাকতো না

আমার। নিষ্ঠুর। বেইমান। বিশ্বাসঘাতক! আমি তাকে ভালো-বাসতাম, এখন তাকে ঘৃণা করি। পশু!—মাটিতে পদাঘাত করলেন ক্লারা।

আস্তে! কেউ শুনতে পাবে! তোমার স্বামী বাড়িতে যে!

স্বামী!—ক্লারার চোখে নেমে এলো হতাশা: প্লিজ মিসেস, দয়া ক'রে স্বামীর কথা আমাকে ব'লো না। বরং একটা বড় দরের লেকচার দাও, শুনতে রাজি আছি।

এমন সময় দরজায় শব্দ হ'লো!

ভিতরে আসতে বললেন ক্লারা। ঢুকলো ব্রিগস: লর্ড জিগ্যেস করলেন, আপনি কি ডাইনিং রুমে লাঞ্চ খাবেন?

না। আমার আর মিসেস মার্ভেলের লাঞ্চ এখানে আনো।

তবু দাঁড়িয়ে রইলো ব্রিগস্।

কী চাও?

লর্ড জিগ্যেস করলেন, মাষ্টার আর্নেষ্ট বাইরে যাবার আগে আপনার সঙ্গে এখানে দেখা করে যাবেন?

না।—লেডি উনল্লে ভ্রূকুটি করলেন: ছেলেটা ভারি বদ হয়েচে।

আর দাঁড়ালো না ব্রিগস্। অভিবাদন জানিয়ে অদৃশ্য হ'লো।

তুমি স্বামীর সঙ্গে লাঞ্চ খাও না?—জিগ্যেস করলেন মিসেস মার্ভেল।

না।—ক্লারা বললেন: অবশ্য বাইরের কাউকে নেমন্তন্ন করলে তখন একসঙ্গে খেতে হয়। তবে সেটা বাধ্য হয়েই। যাক্, ক্রুস এরিংটনের লেডি চাষিণীর সমাদরের ব্যবস্থা করা দরকার ভাল ক'রে, বুঝলে?

হ্যাঁ। তুমি যখন ভার নিয়েচো, তখন ভালভাবেই হবে।

এমন সময় ঘরে ঢুকলো ব্রিগস্, লাঞ্চের ট্রে হাতে ক'রে। সামনের টেবিলে রাখলো ট্রেখানা।

ক্লারা বললেন : মিসেস মার্ভেলের কোচম্যানকে বলো, সে যেন বাড়ি চ'লে যায়। ওঁকে আমি পৌঁচে দেবো পরে।

ব্রিগস্ চলে গেল অভিবাদন জানিয়ে।

আমি যে মার্সিয়ার কাছে যাব ঠিক করেছি ?

বেশ তো, আমিও না হয় যাবো সেখানে। সেখানে অনেকদিন যাইনি। ভালো কথা, মেশার্ভিলকে বশ করতে পারলো মার্সিয়া ?

এখনও দেরি আছে। ছেলেটা ধরা ছেঁায়ার বাইরে থাকতে চায়।

লেডি উনশ্লি হাসলেন : জালে ঠিক পড়বে। মার্সিয়া পাকা মেয়ে।— এসো লাঞ্চে বসি।

দু'জনে খেতে বসলেন।

মুখ চলবার সঙ্গে সঙ্গে গল্পও চললো। গল্প মানে. পর চর্চা, পরের কেচ্ছা, রসালো গল্প। তারপর যখন খাওয়া শেষ হ'লো, ক্লারা তাঁর পরিচারিকাকে ডেকে চুল বেঁধে দিতে বললেন এবং মিসেস মার্ভেল মন দিলেন সামনের টেবিলে প'ড়ে থাকা 'ট্রুথ' পত্রিকাখানায়। পত্রিকাখানা অবৈধ প্রেমের মজাদার কাহিনীর জন্যে বিখ্যাত।

সাড়ে তিনটে নাগাদ দু'জনে বেরুলেন ছাইরংয়ের জোরালো দুই ঘোড়ায় টানা ভিক্টোরিয়ায়। পেছনে দুই জাক-জমক পোষাকে সহিস। কোচম্যানের পাশে ব্রিগস্। লেডি উনশ্লের নির্দেশমত গাড়ি চললো প্রিন্সেস গেট-এ।

ক্রস এরিংটনের সহরের বাড়িখানি চমৎকার। বাড়ির সামনে গাড়ি বারান্দা। বড় বড় দরজা জানলা। তাতে ঝোলানো সাদা পর্দা। বাড়ি খানায় একটা আভিজাত্যের ছাপ।

লেডি উনশ্লে ব্রিগস্কে বললেন : দেখ তো, লেডি ক্রস এরিংটন বাড়িতে আছেন কি না। যদি না থাকেন, আমাদের এই দু'খানা কার্ড রেখে এসো।

যে আজ্ঞে! ব্রিগস্ কার্ড দু'খানা নিয়ে সদর দরজায় বেল টিপলো। দরজা খুলে বার হ'লো একজন বৃদ্ধলোক, কালো পোষাকে—লর্ড এরিংটনের পুরোন ভৃত্য!

ব্রিগসের প্রশ্নের উত্তরে সে জানালো, লেডি এরিংটন আধ ঘণ্টা হ'লো বেরিয়েচেন পার্কে বেড়াতে। কাজেই ব্রিগস্ কার্ড দু'খানা তার কাছে রেখে দিয়ে ফিরে এসে খবর দিল তার কর্ত্রীকে।

চলো পার্কে!—লেডি উনশ্লে হুকুম দিলেন ব্রিগসকে।

গাড়ি চললো পার্কের দিকে।

ফিলিপ তার স্ত্রীরত্নটিকে নিয়ে নিশ্চয়ই গেছে পার্কে। চলো, নিশ্চয়ই দেখা হবে সেখানে। দেখবে, কেমন হাঁ ক'রে গিলচে মেয়েটা পার্কের বিচিত্র শোভা। বেশ মজার হবে দৃশ্যটা।- লেডি উনশ্লে হেসে হেসে বললেন তাঁর সঙ্গিনীকে.

মিসেস মার্ভেল হাসলেন শুধু, কিছু বললেন না।

গাড়ি একটু পরেই পার্কে ঢুকলো। আরোহিনী দু'জনেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলেন দু'দিকে! কিন্তু কৈ, তাঁদের তো দেখা যাচ্চে না!

এমন সময় হঠাৎ কাকে দেখতে পেয়ে লেডি উনশ্লে হাসলেন এবং তখুনি ব্রিগ্সকে ডেকে গাড়ি থামাতে বললেন।

কে?—মিসেস মার্ভেল জিগ্যেস করলেন।

লেনী।—লেডি উনশ্লে বললেন।

বলতে বলতেই এক সুদর্শন যুবক এসে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে হেসে টুপি তুললেন: ক্লারা যে! আরে, মিসেস মার্ভেল দেখচি। কেমন আছেন?

ভালো।

তারপর এখানে?—এবার প্রশ্ন ক্লারাকে।

কেন, আসতে নেই?

একটু আগে আসতে পারলে না?

কেন ?

মজার জিনিষ দেখতে পেত।

কি ?

ট্রয়ের হেলেনকে।

হেঁয়ালি ছেড়ে সোজা কথায় বলো।

আর কি বলবো ?—স্যার ফ্রান্সিস বললেন : একেবারে আধুনিকা হেলেন। সারা পার্কের লোক অবাক হয়ে দেখলে।

ক্লারা বিরক্ত হ'লেন : বলোই না বাপু কে ?

লেডি ক্রুস এরিংটন।—স্যার ফ্রান্সিস বললেন : ফিল পাশেই বসে ছিল তার। আহা, যেন একখানি ছবি !

কিন্তু চাষীর মেয়ে তো সে।—মিসেস মার্ভেল বললেন।

তা জানিনে। তবে অপূর্ব সুন্দরী সে, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দেখলাম যা, পুরুষদের পাগল করবার মত রূপ ! আর চুলগুলো যেন সোনালি রেশম !

বটে !—মুখ বেঁকিয়ে বললেন ক্লারা : চুলে রং করেচে।

হ'তে পারে। যাকগে, আজ রাত্রে মনে আছে তো, একসঙ্গে থিয়েটারে যাবার কথা ? টা-টা !

লেনা স'রে দাঁড়ালেন। গাড়ি চলতে শুরু করলো।

দু'জনের মুখেই আর কথা নেই। হয়তো দুজনেই ভাবচে একই কথা : সুন্দরী না ছাই ! পুরুষের চোখে সব মেয়েই সুন্দরী।...কিন্তু সত্যিই কি অপূর্ব সুন্দরী সে ? কে জানে !...

মাসিমাদের বাড়ি পৌঁছে দেখা গেল, তারা কেউ বাড়িতে নেই। কাজেই সেখান থেকে কেনসিংটনে মিসেস মার্ভেলের বাড়িতে তাঁকে নামিয়ে দিয়ে অল্প দু'চারটে করণীয় কাজের কথা ব'লে লেডি উনপ্লে ফিরে এলেন নিজের বাড়িতে।

তারপর ড্রেসিংরুমে ঢুকে পোষাক বদলে সেজেগুজে বেরুলেন আবার গাড়ি নিয়ে থিয়েটারের দিকে: স্যার ফ্রান্সিস লেনক্সের সঙ্গে রয়েচে এপয়ণ্টমেণ্ট!

লেডি উনশ্লে যখন স্যার ফ্রান্সিসের পাশে ব'সে থিয়েটার দেখচেন আর মাঝে মাঝে হাসি ঠাট্টা করচেন—তাঁর স্বামী লর্ড উনশ্লে তখন তাঁর বাড়ীতে বসেছিলেন আর্নেষ্টের বিছানার পাশে।

ঘুমোবার আগে বাবার সঙ্গে আর্নেষ্টের খানিকটা গল্প করা চাইই। আর আজ তো গল্পের খোরাক রয়েচেই।

আচ্ছা, ড্যাডি, তুমি ঐ ক্লাউনগুলোর মত অমন মাথা নীচু আর পা উঁচু ক'রে থাকতে পারো?

না বোধহয়!

আচ্ছা ড্যাডি, ঐ ক্লাউনগুলো কী রকম ডিগবাজি খাচ্চিল? না?

হ্যাঁ!

আচ্ছা ড্যাডি—

আজ আর নয়!—উনশ্লে বললেন: কাল আবার গল্প হবে। এবার ঘুমোও।

কাজেই আর্নেষ্টকে চোখ বুজতে হ'লো। উইশ্লে তাঁর খসখসে গালটা ছেলের নরম তুলতুলে গালে ঘসে বললেন: লক্ষ্মী ছেলের মত ঘুমোও। গুড্ নাইট্!

গুড্ নাইট্!

ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে, দরজা টেনে দিলেন বাইরে থেকে। পরে চওড়া সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নামলেন তিনি। আর্নেষ্টের কাছে ছিলেন যখন, তখন তাঁর মুখে ছিল হাসি। সে হাসি মিলিয়ে গিয়ে দেখা দিল গাম্ভীর্যের কঠোররেখা। নীচেয় নেমে সামনে দেখতে পেলেন ব্রিগসকে।

জিগ্যেস করলেন তাঁকে : লেডি উনশ্লে বাইরে গেছেন ?

আজ্ঞে হঁ্যা। স্যার ফ্রান্সিস লেনস্কের সঙ্গে থিয়্যাটারে গেছেন !

ব্রিগস্ ! আমি কি জিগ্যেস ক'রেচি, তিনি কোথায় এবং কার সঙ্গে গেছেন ? বেশি কথা না ব'লে যেটুকু বলা দরকার, সেইটুকুই ব'লো এবার থেকে।

যে আজ্ঞে !

ডাইনিংরুমে তাঁর জন্যে খাবার যেন তৈরি থাকে। হয়তো তাঁর ফিরতে দেরি হবে। আর আমার কথা জিগ্যেস করলে বলবে, কার্লটনে গেছি !

যে আজ্ঞে !

লর্ড উনশ্লে লাইব্রেরি ঘরে ঢুকে একটু পরেই ওভারকোট আর টুপি পরে বেরিয়ে এলেন। বেতখানা তাঁর হাতে এগিয়ে দিল ব্রিগস : হ্যানসম্‌খানা বার করবো কি ?

না, হেঁটেই যাবো।

তাড়াতাড়ি সদর দরজা খুলে দিল ব্রিগস্। লর্ড বেরিয়ে গেলেন। ব্রিগস্ দেখলো চাঁদনী রাতে কর্তা তার যাচ্চেন পল-মলের দিকে। ঋজু বলিষ্ঠ দেহ লর্ডের। দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি চলতে লাগলেন।

পার্কলেনে তখনও লোক চলচে, গাড়ি চলচে, আলো চারিদিকে।

সদর দরজা বন্ধ ক'রে ব্রিগস্ এলো বাড়ির নীচের তলায় চাকরদের ঘরে। সেখানে বাড়ির ঝি-চাকররা একখানা বড় টেবিলের চারধারে গোল হ'য়ে খেতে বসেচে। তাদের মাঝে সর্দারি করচে মুট্‌কি রাঁধনীটা।

ব্রিগস্‌কে দেখে চোখ বড় বড় ক'রে বললো সে: আরে ব্রিগস্‌, তোমার এত দেরি? এসো এসো। তোমার মাংসের চপ যে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল!

সত্যি নাকি?—ব্রিগস্‌ একটা চেয়ার টেনে এনে বসলো: দাও শীগগীর। খিদে পেয়েচে বড়।

তার সামনে খাবার দিল রাঁধুনী।

আর ব'লো না ফ্রুপসী, ঐ উপরের কর্তা-গিন্নীদের কথা। জ্বালিয়ে খলে একেবারে!—ব্রিগস্‌ সদারি শুরু করলো।

কেন, কী হ'লো?—ফ্রুপসী ওরফে মিসেস ফ্রুপার জিগ্যেস করলো। রাণী পরিচারিকা লুইসে বেনো থেকে ঘর ঝাঁট দেবার ঝিটার চোখেও একই প্রশ্ন: কেন, কী হ'লো?

আর কি হবে?—ব্রিগস বললো চপ চিবোতে চিবোতে: গিন্নী গেল একধারে, কর্তা গেলেন আর একধারে!

লেডি কোথায় গেলেন?—মিস রেনো জিগ্যেস করলো।

থিয়েটারে—স্যার ফ্রান্সিসের সঙ্গে।

লর্ডের কিন্তু খুব সহ্যগুণ।—ফ্রুপসী বললো।

সব বুঝেও কর্তা চুপ ক'রে থাকে—এ আমি লক্ষ্য করেচি।—ব্রিগস্‌ বললো।

শেষে না ডাইভোর্সের মামলা শুরু হয়।—ফ্রুপসী।

আরে বাবা, এসব আজকালকার দিনে হামেসাই চলচে।—ফরাসী মেয়ে রেণো বললো!

কিন্তু চলাটা কি উচিৎ?—ব্রিগস্‌ জিগ্যেস করলো।

বিশ্রী!—মন্তব্য করলো ফ্রুপসী।

লর্ড ক্রস এরিংটন আর থেলমা, এখন লেডি ক্রস এরিংটনের সকালের খাওয়া শেষ হ'য়েচে। 'টাইমস' খানা টেনে নিয়ে পাতা খুললেন লর্ড। চোখ বুলোলেন পাতায় পাতায়।

থেলমা চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল, এরিংটন বললেন: আজকাল কাগজে কিস্সু খবর থাকে না।

থেলমা হাসলো: পাঁচ মিনিটও সময় দাও না কাগজ পড়তে, খবর পাবে কি ক'রে?

কিন্তু প্রিয়ে—লর্ড বললেন: আমি যেটুকু পেলাম, তুমি বোধহয় তাও পাবে না।

তুমি তো জানোই—থেলমা বললো: আমি ঐসব রাজনীতির খবরগুলো বুঝিনে ভালো ক'রে। আর তাছাড়া যে সব খবর চোখে পড়ে তা হচ্চে হত্যা, নিষ্ঠুরতা, দুর্ঘটনার বিশ্রী খবর সব। ওর চাইতে বইপড়া ঢের ভাল।

সত্যিই রাজনীতির কচকচি আর সহুরে হত্যা আর দুর্ঘটনা থেলমার কাছে কষ্টদায়ক! বনের হরিণী সে, সহরের সাজানো চিড়িয়াখানায় এসেচে যেন। বরং বিয়ের পর মধুযামিনীর মধুমাখা স্মৃতিগুলো তার মানস-পটে আজো সুস্পষ্ট। বিয়ে তো হ'য়ে গেল অনাড়ম্বরে ক্রিষ্টিনিয়ায়। বাবা তো চলে গেলেন বিস্কে উপসাগরে পাড়ি দিয়ে বেড়াতে। লরিমার, ম্যাকফারলেন, ডুপ্রে—'উলেলাই' নিয়ে সোজা চ'লে গেলেন ইংলণ্ডে থাকলেন শুধু লর্ড এরিংটন আর থেলমা—মধুযামিনী যাপনের জন্যে। ল কোপেনহাগেনে কাটালেন কয়েকদিন তাঁর নবপরিণীতাকে নিয়ে সেখান থেকে গেলেন জার্মানীতে। কাটালেন কিছুদিন সেখানকার এব গহন বনে ছোট্ট হোটেলে। আহা, থেলমার কাছে সেদিনগুলো যেন স্বপ্নময়! দয়িতকে কাছে পাওয়া, পূর্ণ ক'রে পাওয়া, একান্ত ক'রে পাওয়া। প্রিয়তমের বাহুবন্ধনে হারিয়ে যাওয়া, বিভোর হওয়া—সে এক অপূর্ব

উন্মাদনা। মনে হ'তো থেলমার— প্রাণের পুরুষের ঐ যে চুম্বন, হৃদয়ের 'পরে হৃদয়ের স্পন্দন, বজ্রবাহুর আবেগ বন্ধন, নিষ্পেষিত হবার সুখটুকু সত্যিই কি তার প্রাপ্য? সে কি এই সুমধুর সুখস্পর্শের যোগ্য? কি জানি?

আর লর্ড এরিংটনের কাছে থেলমা? স্বর্গীয়। বসন্তবাণী যেন সশরীরে ধরা দিয়েছেন তাঁর কাছে। থেলমার সৌন্দর্যে লর্ডের চোখদুটি তৃপ্ত, থেলমার মাধুর্যে লর্ডের হৃদয় পূর্ণ। স্পর্শমণির পরশ পেয়েছেন লর্ড, কাচের বদলে কাঞ্চনের সন্ধান পেয়েছেন তিনি। আভিজাত্যের খোলসে এখন তিনি প্রায় আবৃত, এ হেন সময়ে থেলমার সারল্যের ছোঁয়াচ তিনি পেলেন, খুলে গেল তাঁর মিথ্যা আচরণ, যেমন শস্য থেকে খুলে যায় তার খোসাটুকু।

ক্রমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেখা দিল আন্তরিকতা, সহানুভূতি। এরিংটনের ইচ্ছা থেলমার কাছে যেন আদেশ। প্রথম প্রথম লর্ডের বিরাট ঐশ্বর্য, থেলমাকে বিস্মিত ক'রে তুলেছিল। লর্ডের উপহার রাশি তার কাছে এক অভিনব সমস্যায় পরিণত হ'লো। বিশেষ ক'রে, লর্ডের মান রাখতে থেলমাকে পরতে হ'লো দামী-দামী পোষাক, নানারকম ডিজাইনের, যা সে কোনদিন কল্পনাও করেনি। অবশ্য, তা বলে এরিংটন থেলমার সেই দেশী পোষাকের অবজ্ঞা করেননি মোটেই। থেলমার নরইজান পোষাকগুলো তিনি যত্ন ক'রে তুলিয়ে রাখালেন। বনহরিণীর অনাড়ম্বর আবরণী।

থেলমার নতুন সাজ-পোষাকে সব চাইতে খুশি বোধ হয়, ব্রিটা। তার 'ফ্রোকেন' কেমন লেস দেওয়া সিল্কের পোষাক প'রে ঘুরচে, তার চুলে কেমন চমৎকার মুক্তোর অলংকার। আহা, কী সুন্দর দেখাচ্চে তার থেলমা দিদিকে!

ব্রিটার কাজ বলতে কিছু নেই। কাজেই কাজ খুঁজে বার করতে হয় তার। মোছা জিনিষই আবার মোছে, সাজানো জিনিষই আবার সাজায়। চুপচাপ ব'সে থাকা যায় নাকি হাত পা গুটিয়ে ?

লর্ড এরিংটনেরা জার্মানী থেকে এলেন প্যারীতে।

মহিলাদের সাজ-সজ্জায় সুঅভিজ্ঞা মাদাম রোজাইনের উপর পড়লো থেলমার জন্যে আধুনিকতম পোষাক তৈরির ভার। মাদাম তো মহাখুশি ! বিশেষ ক'রে থেলমার দেহ সৌষ্ঠব দেখে তাঁর আর আনন্দের অন্ত নেই। ঠিক করলেন, এসব পোষাক করবেন তিনি, যা তাঁর 'মিলেডি'র দেহের শোভা বাড়িয়ে দেবে শতগুণ ক'রে। তাতে মেয়েমহলে তাঁর সুখ্যাতিও বাড়বে আরো।

নির্দিষ্টদিনে মাদাম এলেন পোষাক নিয়ে। একগাল হেসে থেলমার রূপরাশির প্রশংসা করতে করতে পরালেন তাঁর নতুন তৈরি পোষাক। আর্শির সামনে থেলমাকে নিয়ে গিয়ে বললেন : কেমন মানিয়েচে মিলেডি ?

তার মানে ? এই শেষ ?—থেলমা বিস্মিতা।

বিস্মিতা মাদামও : হ্যাঁ মিলেডি, এই তো আপনার পোষাক। লেটেষ্ট ডিজাইনের।

এতটা বুক খোলা ? হাত খোলা কাঁধ পর্যন্ত ?

এই তো লেটেষ্ট ফ্যাশন মিলেডি ! আপনার গ্রীবার অপূর্ব গড়ন, বুকের লোভনীয় শোভা, মৃণাল বাহুর সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলবার জন্যে এ পোষাক অতুলনীয় !—পাকা ব্যবসায়ীর ভাষায় বললেন মাদাম।

কিন্তু থেলমা গম্ভীর হ'য়ে গেল। বললো : কী বলচেন আপনি অসভ্যের মত ? আপনি বলতে চান, আমি অর্দ্ধনগ্ন হ'য়ে বার হবো বাইরে ? আমার স্বামীর সম্মান ব'লে কিছু নেই ?

শুনে মাদাম তো বিস্ময়ে হতবাক। এমন পুরুষ পাগল করা দেহ বল্লরী যার, সে কিনা চায় তা লুকিয়ে রাখতে লোকচক্ষুর আড়ালে। তবু হেসে বললেন ব্যবসায়ী মাদাম: মিলেডি যেখানে থাকতেন, সেখানকার ফ্যাশন হয়তো অন্যরকম। কিন্তু মিলেডি যদি তাঁর স্বামীকে জিগ্যেস করেন, সত্যিই এ পোষাক নিন্দনী। কিনা—আমার মনে হয় মিলেডির ভুল ভেঙে যাবে।

বেশ আমি তাই যাই তার কাছে।—থেলমা বললো: আশাকরি তিনিও এই পোশাক অপছন্দ করবেন। আপনি এটা খুলে নিন। এ পোষাক প'রে স্বামীর কাছে যেতেও আমার লজ্জা করছে। আমি এ পোষাক হাতে ক'রে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে তাঁর মতামত জিগ্যেস করবো।

মাদাম, থেলমার পোষাক খুলে নিলেন। থেলমা পরলো তার আগের পোষাক। বললো আপনি বসুন একটু, আমি আসছি।

মাদাম মনে মনে গজরাতে লাগলেন: মেয়েটা একেবারে গেঁইয়া। এমন যার রূপ, অমন যার বুকের গড়ন—সে চায় সব ঢেকে ঢুকে রাখতে? মরণ আর কি? আমার কি? দামটা পেলেই হ'লো। তবে অপছন্দ হ'লে দামটা পাবো তো! কে জানে বাবা! যত সব!

থেলমা তৎক্ষণে এসে দাঁড়ালো এরিংটনের সামনে। পোষাক দেখিয়ে বললো: দেখ একবার কাণ্ড! কী বিশ্রী পোষাক ক'রে এনেছেন ঐ মাদাম।

কেন, কী হ'লো?—এরিংটন বললেন।

এই দেখ না, গলাটা কত বড়। হাতা ব'লে কিছু নেই। পরলে শরীরের বেশির ভাগটাই থাকে খোলা। বিশ্রী। আবার বোঝাচ্ছেন, এই নাকি ফ্যাশন।

এরিংটন হাসলেন। বুঝলেন সবই। বললেন: বেশ তো, তোমার যদি পছন্দ না হয়, ফেরৎ দিয়ে দাও। তবে মাদাম ঠিকই বলেছেন। এই সভ্যজগতে, ঐ ধরণের সব পোষাকই হচ্ছে হাল ফ্যাশনের।

তুমি তা হ'লে পরতে বলো ? তুমি যদি পরতে বলো, আমি নিশ্চয়ই পরবো। তোমার যা ভাল লাগে, তাই তো আমার করা উচিৎ !

এরিংটন থেলমার কাছে এসে তার কোমর জড়িয়ে ধ'রে চুম্বন দিয়ে বললেন : তোমার যেটা ভাল লাগচে না, আমি বলবো কেন তা' করতে ! শালীনতার ধারণা ঐ মাদাম বা হাল ফ্যাশনের মেয়েদের চাইতে তোমার অনেক উঁচু, তা আমার আর অজানা নেই। তুমি যে পোষাকে আনন্দ পাও, আমি তাতেই হবো আনন্দিত। মাদামকে দিয়ে দাও ও পোষাক। বলো তাঁকে, ও পোষাকের দাম পাবেন। আর তোমার পছন্দ মত ডিজাইনের পোষাক তাঁকে করতে বলো বরং।

থেলমা পোষাক নিয়ে ফিরে এলো মাদামের কাছে। তাঁকে পোষাক ফেরৎ দিয়ে বললো : আপনাকে অন্যায় ভাবে বলেচি ব'লে মনে কিছু করবেন না। আপনার মতে যে ডিজাইনটি ভাল, তাই করেচেন আপনি। কিন্তু আমার দ্বারা ও পোষাক পরা চলবে না ব'লে আমি দুঃখিত। আপনি ও পোষাকের দাম পাবেন এবং ছোট গলা আর কনুই পর্যন্ত হাতা দেওয়া ভাল ডিজাইনের একটা পোষাক আমায় ক'রে দিলে আমি খুশি হবো।

মিলেডির কথায় মাদাম তো গ'লে জল। আহা, যেমন রূপ তেমন স্বাভাবটি গো। কথাবার্তায় যেন মধু ঝরচে।

তাই করবো মিলেডি, আপনার পছন্দমতই পোষাক ক'রে আনবো এবার।

মাদাম বিদায় নিলেন।

কয়েকদিন পরে থেলমার পছন্দমত পোষাক হ'য়ে এলো। মাদাম দু'টি পোষাকেরই দাম পেলেন।

টাইমস' পত্রিকাখানি মুড়ে হাতের মধ্যে রেখে লর্ড এরিংটন থেলমার সঙ্গে খাওয়ার টেবিলে গল্প করছিলেন যখন, তখন একজন ভৃত্য এসে একখানা কার্ড দিয়ে গেল : লেডি উনশ্লের কাছে থেকে আমন্ত্রণলিপি!

লর্ড এরিংটনের কপাল কুঁচকে গেল, চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো তাঁর মুখে। আশ্চর্য, লেডি উনশ্লে, তাঁর নব-পরিণীতাকে সাদর সম্ভাষণ জানাবার জন্যে আমন্ত্রণ ক'রেচেন তাঁর বাড়িতে।

লেডি উনশ্লে! মনে পড়লো লর্ড এরিংটনের : কী ভালই না বাসতো তাঁকে ঐ লেডি। বড় বাড়াবাড়ি করতো সুযোগ পেলেই। দু'বারের ঘটনা তো তাঁর বেশ মনে আছে। এতদূর এগিয়েছিল যে তাকে মনে করিয়ে দিতে হয়েছিল, এসব অন্যায়, অন্ততঃ স্বামী বর্তমানে কোন নারীর পক্ষে ওভাবের আচরণ নিন্দনীয়। তাতে লেডি খুব চ'টে গেছলো। কেঁদে ভাসালো খানিকক্ষণ। তারপর যা না তাই ব'লে গায়ের ঝাল মেটালো।......অথচ আজ কিনা সেই লেডি উনশ্লে আমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েচে তাঁর নবপরিণীতাকে আপ্যায়ন করবার জন্যে! কেমন যেন গোলমেলে ঠেকচে!

কিন্তু এরিংটন পুরুষ, কেতাদুরস্ত মেয়েদের ছল-চাতুরি ধরা শক্ত তাঁর পক্ষে। তিনি গ্রহণ করলেন লেডি উনশ্লের আমন্ত্রণ, থেলমার অনুরোধে।

পার্টির দিনে এরিংটন বললেন থেলমাকে : আজ তোমাকে ভালো ক'রে সাজতে হবে! ব্যাঙ্কে লোক পাঠিয়েচি এরিংটন বংশের রত্নালংকার আনতে। রাজি তো?

তোমার যখন ইচ্ছে!

শুধু ইচ্ছে নয় প্রিয়ে, প্রয়োজন!

প্রয়োজন?

হ্যাঁ।—এরিংটন বললেন: যেখানে যাবে, সেখানে আন্তরিকতা নেই, আছে মৌখিক ভদ্রতা। সেখানে সাজসজ্জার জৌলুস দেখাতেই মত্ত সবাই, মনের মাধুর্য দেখতে পাবে না তুমি। সেখানে মুখে হাসি, মনে বিষ। তাছাড়া, সেখানে শুনবে অসহ্য গান-বাজনা আর টেবিলে দেখবে রাশি রাশি অপাচ্য খাদ্যসম্ভার!

থেলমা চিন্তিত হ'লো। বললো: এমন যদি হয়, সেখানে না গেলেই নয়?

না! আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে না যাওয়া অভদ্রতা।—ফিলিপ বললেন: তুমি ভয় পেয়ো না। ওখানে গিয়ে কী দেখতে পাবে আগে থেকে তোমাকে জানিয়ে দিলাম, যাতে বিস্মিত হ'তে না হয় তোমাকে।

কিন্তু, আমাকে অত সাজতে বলচো কেন?

বাইরের রূপ আর সাজসজ্জা দেখাবার জন্যেই যে সে পার্টি প্রিয়ে! তোমার অন্তরের রূপ যে কত মধুর, তা তারা তাদের স্থূল চোখে দেখতে পাবে না হয়তো, কিন্তু তোমার বাইরের রূপে তাদের চোখ যে ঝলসে যাবে, তা আমি নিশ্চয়ই জানি।

কিন্তু, এভাবে কি রূপ দেখানো অন্যায় নয়? তাছাড়া বলতে চাও, রূপ কি তাঁদেরও নেই। আমি তো দেখলাম, লণ্ডনে বহু রূপসী!

থেলমা, তুমি জানো না—ফিলিপ বললেন: কত অপরূপ কৌশলে সে রূপ তাদের প্রকাশ করতে হয়। কোমর বন্ধনী দিয়ে কোমর করতে হয় সরু, রং দিয়ে গাল করতে হয় রাঙা, ঠোঁট করতেহয় লালচে। ভ্রু আঁকতে হয় পেন্সিলে, নখে দিতে হয় পালিশ। মানে, ধার করা রূপ—পুরুষের রূপেয়া ধার করার মত। কুসুমের কীট আড়ালেই থাকে, কাছে গেলে দেখা যায়। দূরের রূপসী মরিচীকা—সত্যিকারের মরুদ্যান নয়!

সময় হ'লো পার্টিতে যাবার।

তবে তাড়াতাড়ি নেই। আগে গিয়ে দরকার নেই। সময়মত গেলেই চলবে। ইভিনিং ড্রেস প'রে লর্ড এরিংটন প্রস্তুত। বসবার ঘরে সোফায় ব'সে "কীটস" পড়চেন। থেলমা একটু পরেই সামনে এসে দাঁড়ালো! চোখ দুটি নীল, আয়ত মুখখানি ঢলঢল। বুক দু'টি স্বাভাবিক যৌবনের সাক্ষী যেন। বাহুলতার অপূর্ব গড়ন, দীঘল দেহীর অপূর্ব চলন-ভঙ্গী—সব মিলিয়ে সৌন্দর্যের মহিমায় নিজেই বিকশিত থেলমা। তার উপর শুভ্র গ্রীবায় হীরার নেকলেস, কানের দুল, মাথায় টায়রা, হাতে বালা, কোমরে কারুকার্য করা বন্ধনী! সৌন্দর্যের রাণী যেন!

একি! মানবী, না দেবী?—বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে দেখলেন এরিংটন। মনে হ'লো তাঁর: এই স্বর্গীয় রত্নটিকে নিয়ে যেতে হবে নরকের কদর্যতার মধ্যে! কিন্তু উপায় নেই!

কী ভাবচো?—থেলমা হাসলো।

কিছু না।

যাবে না?

চলো।—উঠলেন এরিংটন।

সাজ পছন্দ হয়েচে?

পছন্দ? কাছে এসো বলি!—ব'লেই নিজেই কাছে গিয়ে থেলমাকে বুকের মধ্যে নিয়ে তার কপোলে এঁকে দিলেন প্রেম চুম্বন। বললেন: আমার মতো ভাগ্যবান কে?

লর্ড উনস্লের বিরাট বাড়িখানা আজ গমগম করচে।

বাড়ির সামনে পথের দু'ধারে গাড়ি দাঁড়িয়ে সারি দিয়ে। লণ্ডনের সেরা বিলাসীদের সমাগম হয়েচে, এসেচেন গণ্যমান্য অতিথিরাও। লর্ড উনস্লের বাড়িতে আজ পার্টি।

কিন্তু এর বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হবে কি ? ঐ বিরাট বাড়ির বাইরেটা থেকে থমকে যেতে হয়, ভিতর দেখলে যেতে হয় চমকে। একই জিনিষকে দু'রংয়ে রাঙানো শক্ত। সাদা কালোর কারবার।

ঐ বিরাট বাড়ি যাঁর, তাঁর মনে কি সুখ আছে ? না। অত গাড়ি যাঁদের, তাঁরা কি সুখী ? না। অত লোভনীয় খাদ্যসামগ্রী যাঁদের মুখের সামনে, তাঁরা কি আনন্দে মাতোয়ারা ? না।…না, না। সুখ বাইরে নয়, মনে। গৃহস্থের মেয়েরা ভাবে, যারা সেজেগুজে পার্টিতে গিয়ে নাচে, কী মজাই না তাদের ! ভুল। ক্ষুধার্ত ভাবে, রাশি রাশি খাবার যাদের সামনে হাজির, কী মজাই না তাদের ! ভুল। গরীব ভাবে, ঐ বিরাট বাড়ির মালিক কী মজায় না আছে ! ভুল।

ওদের দেখে ব'লো না : আঃ কী মজা ! বলো : ওঃ, কী কষ্ট ! মনে ওদের শান্তি নেই, মুখে তবু দেখাতে হয় লোক দেখানো হাসি। যশের জন্যে কাঙাল ওরা, মান যাবার ভয়ে সশংকিত। অর্থের ভয়ে অনর্থের সৃষ্টি ওরাই করে—আবার ভয়ে মরে অনর্থের আশংকায়। ওদের কাজ নেই, তাই অকাজ বেশি, গুণ নেই তাই রূপের চর্চা, পরচর্চায় সময় কাটে ! পেটের খিদেয় ভোগে না, তাই দেহের খিদেয় জরজর ! কাম-আগুনে ঝলসে আছে, শান্তির জল পায় না খুঁজে। ওদের দেখে হিংসে করা ভুল।

সংসারের অভিশপ্ত শিশু ওরা। আশা, প্রেম, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস হারিয়ে ওরা খেলচে সামান্য কটা রূপোর টাকা নিয়ে মাত্র কটা দিনের জন্যে। তাও ওরা নিয়ে যেতে পারবে না সঙ্গে ওদের, রেখে যেতে হবে এই সুন্দর পৃথিবীতে।

বরং উনপ্লে-হাউসের সামনে পথে দাঁড়িয়ে ঐ যে খোঁড়া ঝাড়ুদারটা, সে আজ খুশিতে উপচে পড়চে। নতুন ঝাড়ু পেয়েচে একটা, কাজ ক'রে আরাম পাওয়া যাবে। আর মাষ্টার আর্নেষ্ট ওকে দিয়েচে দুটো কমলালেবু,

পরে মজা ক'রে খাওয়া যাবে। সে দেখচে দূর থেকে, কত রকমের লোকই না ঢুকচে ঐ বাড়িতে। কত রকমের সাজ ওদের, কত রংই না মেখেচে মেয়েরা! ওরা কারা সব?

কারা? চিনে ওঠা দুষ্কর। তবু বলি। ওদের মধ্যে আছে সবে-যৌবনে-পা-দেওয়া তরুণের দল, যাদের প্রাণটা টনটন করে লেডি উনগ্লের সঙ্গে প্রেম করবার জন্যে। তিনি একটু হাসলে তারা গলে যায়, বন্ধুমহলে প্রচার ক'রে বেড়ায়, লেডি নাকি তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্চেন। এসেচেন প্রৌঢ় ভদ্রলোকেরা, অনেক দেখেচেন, অনেক চেখেচেন—এখন বক ধার্মিকটি হ'য়ে আছেন, পরের খুঁত ধরতেই ব্যস্ত, বিশেষ ক'রে মেয়েদের রূপের সাজ পোষাকের। আর মেয়েদের সঙ্গে, তা সে যে বয়সেরই হোক, ঘনিষ্ঠতার সুযোগ পেলে কাঁচ খোকাটি হ'য়ে ওঠেন। তখন যা সব কাণ্ড করেন—থাকগে সে সব কথা। আর এসেচেন 'কিছু নন' যাঁরা তাঁরাই। তাঁদের কেউ হচ্চেন সুন্দরীদের স্বামী, কেউ বা বাবা, কেউ বা ভাই, কেউ-বা বন্ধু। এঁরা সুন্দরীদের সঙ্গে এসেই খালাস, সুন্দরী গর্বেই তারা গর্বিত।

হলটায় বাজচে মৃদু বাজনা। বাজনার সুরের সঙ্গে মিশে গেছে কথাবার্তার গুণগুণ শব্দ। বাজনায় কারোর কান নেই, কথায় কারোর প্রাণ নেই। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্চে 'সভ্য-হাসি'। মেয়েদের মুখে খুক্-খুক্ হাসি, পুরুষের মুখে হি-হি-হি। প্রাণ খোলা হাসি হা-হা-হা এখানে অসভ্যতা।

হলঘরে এলেন একজন বর্ষিয়সী মহিলা। পাকা চুল। মুখখানায় মাতৃত্ব মাখানো। গলায় হীরের নেকলেস। তাঁর সঙ্গে এক তরুণী। রূপময়ী। তন্বী। মৃগ নয়না। নাম মার্সিয়া। বর্ষিয়সী মহিলা ওরই মা, মিসেস ভ্যান ক্লাপ।

ওদের আসতে দেখে এগিয়ে এলেন লর্ড মেসার্ভিল: কী সৌভাগ্য, দেখা হ'লো।

আমাদেরো!—বললেন মিসেস ভ্যান। স'রে গেলেন অন্যদিকে।

প্যারী থেকে কবে আসা হ'লো?—মার্সিয়া প্রশ্ন করলো।

দু'তিন দিন হ'লো এসেচি। —লর্ড মেসার্ভিল বললেন: সেদিন থিয়েটারে দেখা হ'লো লেডি উনশ্লের সঙ্গে। পার্টিতে আসবার আমন্ত্রণ জানালেন। জানালেন, পার্টিতে নাকি এক মজার ব্যাপার হবে। জানো নাকি কিছু?

জানি বৈকি? —মার্সিয়া বললো: নরওয়ের এক জেলেনী না চাষিণী আসবে এই পার্টিতে—ফিলিপের বিয়ে করা বৌ!

লর্ড এরিংটনের স্ত্রী?—লর্ড মেসার্ভিল বললেন: ক্লাবে তাঁর বিষয়ে কথা হচ্ছিল। শুনলাম, তিনি নাকি পরমাসুন্দরী।

মার্সিয়া ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো: তাই নাকি?

দু'জনে কথা বলতে বলতে লেডি উনশ্লের কাছে এসে দাঁড়ালো। লেডি অতিথিদের অভ্যর্থনা করচেন। পরনে দামী ভেলভেটের গাউন। মুখে মৃদু হাসি। চোখে কটাক্ষ। দীপ্ত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে ফুলের তোড়া। পাশে, তবু একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বামী লর্ড উনশ্লে। কঠোর পুরুষ। গম্ভীর কিন্তু কর্তব্যরত। অতিথিদের যোগ্য সমাদর দেখাচ্চেন যথারীতি। তবে লেডি উনশ্লের আরো কাছে ঘেঁসে দাঁড়িয়ে স্যার ফ্রান্সিস লেনক্স। মাঝে মাঝে ফিসফিস ক'রে লেডির কানে অনাবশ্যক কথা বলচেন—লেডির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা দেখাবার জন্যেই হয়তো। পুরুষের সাহস বেড়ে গেলে সৌজন্যের মাত্রা যায় ছাড়িয়ে। একসময় ফুলের তোড়াটা লেডির হাতে নৈকে থাকতে দেখে সেটা ঠিক ক'রে দেবার অছিলায় তাঁর নগ্ন কাঁধে হাত বুলিয়ে দিলেন, ঠিক ক'রে দিলেন কাঁধের ফিতেটা। ফিতেটা বডিসের ঊর্দ্ধাংশ কোন রকমে উঁচু ক'রে রেখে নারীর শালীনতা রক্ষা করচে। সভ্য সমাজে ঐটার নাম নাকি ব্লাউজের হাতা!

মিসেস রাস মার্ভেলের সাজসজ্জাও দেখবার মতো। কালো সার্টিনের গাউন তাঁর প্রৌঢ় দেহে আঁটো হ'য়ে আছে যেন তাঁর যায় যায় যৌবনকে ধ'রে রাখবার জন্যে। তাঁর বিশাল বক্ষযুগল সমুদ্রের ঢেউয়ের মত নিঃশ্বাসের তালে তালে ওঠা-নামা করচে—আশংকা হয়, বাঁধন-ছাড়া না হয়। তবে লেডি উনশ্লের বক্ষ শোভা যতটা নির্লজ্জভাবে অনাবৃত, ততটা নয়। আর আশ্চর্য, হলের মধ্যে বেশির ভাগ মেয়েদেরই কি ঐ একই রকম সাজের ছিরি! ·· মিঃ রাস মার্ভেল এসেচেন কি? হ্যাঁ। ঐ যে তিনি দাঁড়িয়ে পিয়ানোটার পেছনে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করচেন।

ঐ ভদ্রলোক এসেচেন জার্মানী থেকে। ভালো পিয়ানো বাজান। জার্মান সম্রাট কাইজার উইলহেলমকেও নাকি শুনিয়েচেন তাঁর বাজনা। কথায় বিদেশীর টান। নাম, হের মাশ্‌টন।

মিসেস মার্ভেল লেডি উনশ্লেকে জিগ্যেস করলেন: নতুন হেলেনের এখনো দেখা নেই যে?

আসবে কিনা তাই দেখো।

কেন?

ভয় পেয়েচে হয়তো। —ক্লারা বললেন: ঐতো মিঃ লরিমার আসচেন!

লরিমার হলে ঢুকছিলেন ভীড় ঠেলে। মেয়েদের ভীড়। অর্দ্ধনগ্ন কাঁধ, গাউনের ঘের বাঁচিয়ে পথ ক'রে নেওয়া শক্ত বৈকি!

আসুন, আসুন মিঃ লরিমার! লেডি উনশ্লে বললেন: তারপর কবে এলেন নরওয়ে থেকে?

অনেকদিন।

কেমন লাগল জায়গাটা?

চমৎকার।

লর্ড এব্রিংটনের সঙ্গে দেখা টেখা হয় নিশ্চয়ই।

নিশ্চয়ই। তাঁর ওখানে তো আমার প্রায়ই নেমন্তন্ন থাকে। লেডি এরিংটনের আদর আপ্যায়ন দেখবার মত!

লেডি উনশ্লের মুখে তীব্র শ্লেষ: বাইরের লোক দেখানো আদর আপ্যায়নই বড় কথা নয়। আসলে থাকা চাই কালচার! আপনার বন্ধুটি যে কেন শেষ পর্যন্ত এক গ্রাম্য মেয়েকে বিয়ে ক'রে বসলেন জানিনে!

লরিমার হেসে বললেন: আপনার ধারণা ভুল লেডি উনশ্লে। তাঁর আচার ব্যবহারে মুগ্ধ হ তে হয়।

বটে! খুব শিক্ষিত বুঝি?

হুঁ। তবে এই আধুনিক কায়দায় নয়।

হঠাৎ হলঘরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'লো।

অনেকেই স'রে গিয়ে পথ ক'রে দিলেন; ঢুকলেন এক লম্বা চওড়া ভদ্রলোক। সাজগোজের বালাই নেই। চুলগুলো এলোমেলো। চোখ দু'টো দুষ্টুমিতে ভরা। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ভদ্রলোকের নাম, বোফর্ট লাভলেস। লোকে আদর ক'রে ডাকে 'বো' ব'লে। মস্ত বড় লেখক, মানে তীব্র ব্যঙ্গ রচনায় বিখ্যাত। একাধারে ঔপন্যাসিক, সমালোচক, নিষ্করুণ ব্যঙ্গ রচয়িতা। ভদ্রলোক আগে শুকনো রুটি চেখে দিন কাটিয়েছেন, কিন্তু এখন যশ, অর্থ, মানে তাঁর সামাজিক আসন পাকা ভিতে গাঁথা। এধরণের রূপ, রং আর জৌলুস দেখানো পার্টিগুলো তাঁর দু'চোখের বিষ, তবু আসেন তাঁর আগামী লেখার মাল মশলা জোগাড় করতে। মেয়েদের বাচালতা—আচারে বা পোষাকে, তাঁর কাছে অসহ্য, একথা মেয়েদের অজানা নয়। তাই তাঁকে তারা সভয়ে শ্রদ্ধা করে।

বো-কে ঢুকতে দেখে লেডি উনশ্লে হেসে এগিয়ে গেলেন তাঁকে অভ্যর্থনা করতে। কিন্তু ফুলের তোড়া দিয়ে বুকের অনাবৃত জায়গাটুকু

ঢাকা দিতে ভুললেন না। মিসেস মার্ভেল তাঁর অর্দ্ধ-অনাবৃত বিশাল বক্ষ যুগলকে ভদ্রলোকের দৃষ্টির আড়ালে রাখবার জন্যে অন্যদিকে স'রে গেলেন। মাসিয়া তাড়াতাড়ি হীরের পেণ্ডেন্টটাকে ঠিক ক'রে দিল। অন্যান্য মেয়েরাও নজর দিল নিজেদের পোষাকের দিকে। মেয়েদের ঐ ঢাকাঢাকি ভাব কিন্তু বো-র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে এড়ালো না। মনে মনে হাসলেন তিনি।

জজ লরিমারকে দেখে তিনি এগিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। বললেন: আপনার মা কেমন আছেন? ভালো তো?

হ্যাঁ।—লরিমার বললেন: বাড়িতে আছেন তিনি। আপনার নতুন বইখানা তাঁর খুব ভাল লেগেচে।

আমারও।—লেডি উনস্লে বললেন।

বো তাড়াতাড়ি দুষ্টুমির হাসি হেসে বললেন: তাই নাকি? কোন সুন্দরী আমার বইয়ের প্রশংসা করলে আমি যেন স্বর্গ হাতে পাই। ভালো কথা, আজ নাকি এখানে এক নতুন সুন্দরীর আসবার কথা। কোথায় তিনি?

আসেন নি এখনো।—লেডি উনস্লে বললেন: লর্ড ব্রুস এরিংটনের স্ত্রী তিনি। নরওয়ের এক চাষীর মেয়ে। আমাদের সমাজের সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্যে তাঁকে আমন্ত্রণ করেচি। বেচারী। মনে হচ্চে, এখানে এসে মহাবিপদে পড়তে হবে তাঁকে। কোনো কালচার নেই কিনা!

লর্ড ফিলিপ আর লেডি ব্রুস এরিংটন আসচেন।—সহসা ব্রিগস্ এসে খবর দিল।

আবার চাঞ্চল্য। তবে এ চাঞ্চল্যে সংকোচ নেই, আছে কৌতূহল। নতুন একটি বস্তু দেখবার জন্যে সবাই যেন উদগ্রীব হ'লো, অবশ্য লরিমার ছাড়া।

হলে ঢুকলো একটি দীর্ঘদেহী মেয়ে—থেলমা। মরাল গ্রীবা অপরূপ ভঙ্গীতে বাঁকানো। চলন ভঙ্গী দেখবার মত। মুখে মৃদু হাসি। চোখে

সরলতার ছায়া। রূপ? সবাই দেখলো, রাণীর যোগ্য রূপ। পাশে লর্ড এরিংটন।

মেয়েরা সবাই এ-ওর মুখ চাওয়াচাওই করতে লাগলো। লেডি উনস্লের মুখ ফ্যাকাসে।

লর্ড এরিংটন বললেন: লেডি উনস্লে, ইনি আমার স্ত্রী। থেলমা, ইনি লেডি উনস্লে।

লেডি উনস্লে উত্তরে কি বলবেন ভেবে পেলেন না। কে যেন তাঁর গলায় ফাঁস জড়িয়ে দিয়েছে। ইচ্ছে হলো, ছুটে বেরিয়ে যান ঘর থেকে নিঃশ্বাস নেন গিয়ে বাইরের খোলা হাওয়ায়। কিন্তু উপায় নেই। অভদ্রতা সেটা।

থেলমার দিকে হাত এগিয়ে নিষ্প্রাণ হাসি হেসে বললেন: আপনি এলেন, আমার কী সৌভাগ্য! আপনার স্বামী আমাদের বিশেষ পরিচিত বন্ধু।

জানি।—থেলমা হেসে বললো: আর তাইতো আমি এলাম এখানে আমার স্বামীর বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে পরিচিত হ'তে।

তারপর লেডি উনস্লে থেলমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন মিসেস মার্ভেলকে, মিসেস ভ্যানকে, মার্সিয়াকে। পরে লর্ড উনস্লেকে দেখিয়ে বললেন: লর্ড উনস্লে, আমার স্বামী। আপনার স্বামীর বিশেষ বন্ধু।

আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে পরম আনন্দিত আমি।—থেলমা বললো: আপনাদের শুভেচ্ছাই আমার স্বামীর পাথেয় হোক।

মেয়েদের মধ্যে কানাকানি শুরু হলো। মেয়েটা চমৎকার কথা বলে তো! ইংরেজি উচ্চারণও মন্দ না। তবে যেন ন্যাকা ন্যাকা গোছের। তাই কথায় কথায় স্বামী-স্বামী। আমার স্বামী সোহাগিনী রে।

লর্ড ও লেডি এরিংটনের কাছে এলেন লরিমার আর বো। থেলমা পুরোন বন্ধু লরিমারকে দেখে হাসলো। খবর সব ভালো তো?

হ্যাঁ।—লরিমার বললেন। তবে ভাবলেন মনে মনেঃ সুগন্ধী গোলাপ দেখছি অহংকারের মরুভূমিতে। গরম হাওয়ায় শুকিয়ে না যায়।

লর্ড ফিলিপ বো-কে দেখিয়ে বললেনঃ থেলমা, ইনিই হচ্ছেন মিঃ বোফর্ট এ্যাভলেস, বিখ্যাত সাহিত্যিক।

থেলমাকে বো-র সঙ্গে পরিচিত হ'তে দেখে মার্সিয়া তার মাকে বললোঃ এইবার গেঁয়ো মেয়েটা মারা পড়বে বো-য়ের পাল্লায় প'ড়ে।

থেলমা হাত এগিয়ে দিল বো-র দিকে। বললোঃ এতদিন আপনাকে শ্রদ্ধা ক'রে এসেছি, আজ আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করলাম।

আমারও সৌভাগ্য।—বললেন বো।

আপনার 'আজাজিয়েল' আমি পড়েছি। অপূর্ব।—থেলমা বললোঃ তবে অমন একটা আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি ক'রেও বলেছেন বাস্তব জীবনে ঐ আদর্শে আসা অসম্ভব। ভালো হ'তে ব'লেও বলছেন, অত ভালো হওয়া যায় না।

বো হাসলেনঃ আপনার মন্তব্য অকপটে বললেন শুনে ভারি খুশি হ'লাম। এ বিষয়ে পরে আপনার সঙ্গে আলোচনা করবার ইচ্ছে রইল। তবে এইটুকুই জানাই, আমরা, ঔপন্যাসিকরা জীবনের খারাপটুকুই দেখতে পাই। আদর্শবাদের চাইতে বাস্তববাদের দিকেই আমাদের ঝোঁক বেশি। আর লোকেও আনন্দ পায় কাদায় গড়াগড়ি খেতে, মধুবনে যাবার তাদের কোন ইচ্ছেই নেই। যে হাড়-মাংস ঘাঁটতে ভালবাসে, তার আঙুলে হীরের আংটি পরিয়ে লাভটা কি? সেকস্‌পীয়ার, স্কটের দিন আর নেই। এখন এমিল জোলার বাজার।

জোলা আমি পড়িনি।—থেলমা বললোঃ সেকস্‌পীয়ার পড়েছি। পড়েছি স্কটের চমৎকার গল্পগুলি।

আপনার জন্যে একটা চেয়ার এনে দিই বরং।—বো বললেনঃ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হবে আপনার।

অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে মিঃ লাভনেস! আমি বেশ আনন্দ পাচ্চি এইভাবেই আপনার সঙ্গে গল্প ক'রে।—ব'লেই থেলমা ফরাসীভাষায় কী যেন বললো।

মসিয়া মজা দেখবার জন্যে এগিয়ে এসেছিল। থেলমার মুখে ফরাসী শুনে হাঁ হয়ে গেল সে। পাশেই ছিলেন মিসেস ভ্যানক্লাপ। তিনিও অবাক। জেলেনী, না, চাষিণী ফরাসী বলে। সাহিত্য নিয়ে কথা বলে বো-দের সঙ্গে? তাছাড়া থেলমার সাজ সজ্জা দেখে হলের প্রায় সব মেয়েরাই নিজেদের অর্দ্ধনগ্ন পোষাকের জন্যে লজ্জিত হ'লো যেন। থেলমার ছোটগলার ব্লাউজে আভিজাত্যের, শালীনতার ছাপ রয়েচে স্পষ্ট। অন্যান্য মেয়েরা তাই ব্যগ্র হ'লো থেলমার সঙ্গে আলাপ করতে। নিজেদের মধ্যে কানাকানি হ'লো শুরু: ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে হবে। আমাদের বাড়ি যেতে বলবো একদিন। লেডি উনশ্লেকে বললে হয়,একটু আলাপ করিয়ে দিতে, ইত্যাদি

থেলমার শালীনতায় লেডি উনশ্লেও কম ধাক্কা খাননি। ফিলিপ বিয়ে করেচে রূপেগুণে এক মহিয়সী নারীকে এবং মানতে ইচ্ছে না করলেও, মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। নিদারুণ সত্য।

এমন সময় হের মাশটন এলেন লেডি উনশ্লের কাছে? বললেন: যদি অনুমতি করেন, পিয়ানো বাজিয়ে শোনাতে পারি সবাইকে।

লেডি উনশ্লে বললেন: এখন কে শুনবে আপনার পিয়ানো। বরং আর একদিন বাজাবেন।

কথাটা কানে গেল বো-র। বললেন: আরে আপনি পিয়ানো বাজাবেন, আর আমরা শুনবো না? আপনি কি বলেন লেডি এরিংটন?

আমার তো খুব ইচ্ছে শোনবার।—থেলমা বললো: আমি ওঁর অদ্ভুত বাজনা শুনেচি প্যারীতে।

তাই নাকি?—হের মেশটন গ'লে জল।

নিন, শুরু করুন, কি বলেন লেডি উনশ্লে!

হোক্, আমার আপত্তি কি ?

শুরু হ'লো পিয়ানো বাজা। হের মেশটন গভীর আবেগে আঙুল চালালেন পিয়ানোর পর্দায় পর্দায়। কিন্তু সে সুর মূর্চ্ছনা শোনবার মত শ্রোতা কই। সবাই যে যার মত গল্প করতে ব্যস্ত।

গোলমালের মধ্যে আর যা হোক, গান বাজনা হয় না।

থেলমা বিরক্ত হ'লো। নিজের মনেই বোধহয় বলতে যাচ্ছিল, এত গোলমালে কি শোনা যায়—কিন্তু কথাটা অস্ফুটস্বরে বেরিয়ে এলো মুখে।

সত্যিই তো।—বো চীৎকার করে বললেন : সবাই একটু চুপ ক'রলে ভাল হয়। উনি পিয়ানো বাজাচ্ছেন।

তখন চুপ করলেন সবাই।

লেডি উনল্লে ভাবছিলেন, লেডি এরিংটন ঐ লোকটার বাজনা শুনে ঢলে না পড়ে! হাবাতেপনা। বিশ্রী।

বাজনা শেষ হ'লো।

বো বললেন : লেডি এরিংটন একটু বাজাবেন কিংবা গাইবেন ?

থেলমা হেসে বললো : গাইতে পারি।

বেশ গান তবে।—বো-য়ের সঙ্গে অনেকেই সায় দিল। থেলমা শুরু করলো গান—নরওয়ের পার্বত্য গান। অপূর্ব সুর ঝংকার। চমৎকার কণ্ঠস্বর। সবাই প্রায় মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে লাগলো।

খানিক পরে গান গেল থেমে। সবাই আনন্দে মুখর হ'য়ে উঠলো। অনেকেই এসে ঘিরে ধরলো থেলমাকে।

এগিয়ে এলেন মিসেস ভ্যান ক্লাপ : আপনি আমাদের বাড়ি এলে খুশি হবো। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় আমার বন্ধুরা আসে।

বেশ আমিও যাবো।—থেলমা বললো : তবে আরো কিছুদিন ভালো ভাবে পরিচিত হই আমরা। যদি আমাকে আপনার ভালো লাগে, তবেই যাওয়া ভাল। তাই নাকি ?

থেলমাকে বিনীত ভাবে অপ্রিয় সত্য কথাটি বলতে শুনে সবাই মনে খুশি হ'লো, মিসেস ভ্যান ক্লাপ ছাড়া। তিনি নিজেও বুঝতে পারলেন না, কি জবাব দেবেন।

এমন সময় মিসেস রাস মার্ভেল থেলমার কাছে এগিয়ে এলেন। তার সরু কোমরটা জড়িয়ে ধ'রে স্নেহের হাসি হেসে বললেন: তুমি কিন্তু আমার কাছে আসবে থেলমা। অন্তত ফিলিপের জন্যে। ফিলিপ যখন ছোট্টটি, তখন থেকে আমি জানি ওকে। আর আমি যে কি ভীষণ, ওর কাছে শুনো তুমি।

থেলমা হাসলেন: ওঁর পরিচিত যাঁরা, তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচিত হওয়া দরকার বৈকি। আমি চেষ্টা করবো আপনার ওখানে যেতে।

থেলমার কথা শুনে মিসেস মার্ভেল যেন কৃতার্থ হ'য়ে গেলেন। অতগুলি লোকের মাঝে তাঁর আমন্ত্রণ গ্রাহ্য হ'লো দেখে মিসেস যেন উপচে পড়লেন খুশিতে। অনুতপ্তও হ'লেন মনে মনে। ছি, ছি, অন্যায় হয়েছে, এমন মেয়ের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা, তাকে জব্দ করবার চেষ্টা করা। মিসেস, থেলমাকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে এনে স্নেহ চুম্বন এঁকে দিলেন তাঁর গালে। ঐ স্নেহটুকুর মধ্যে চক্রান্তের কোন বিষ নেই, তা তাঁর আচরণেই বোঝা গেল।

মিসেস মার্ভেল বললেন: আজ আমি চলি। আমি তোমাকে জানাবো, সেদিন আমার সঙ্গে যাবে।

আমাদের ওখানেও আসতে হবে একদিন।—থেলমা বললো।

নিশ্চয়ই।—বিদায় নিলেন মিসেস মার্ভেল। গেলেন লেডি উনশ্লের কাছে বিদায় নিতে: চললাম ক্লারা। সন্ধ্যেটা চমৎকার কাটলো।

ক্লারা বললেন: কেমন দেখলে?

খারাপ কি?

বটে!

ওকে শান্তিতেই থাকতে দাও।

•কেন, খেয়ে ফেলবো নাকি ওকে?—ক্লারা বললেন: বরং চেষ্টা করবো ওর বন্ধু হ'তে।

শুনে সুখী হ'লাম।—মিসেস বললেন: তবে জানো শত্রুর চাইতেও বন্ধু অনেক সময় বেশী মারাত্মক হ'য়ে ওঠে কিন্তু।

ক্লারা হাসলেন: তুমি বাড়ি যাচ্ছো যাও মনসে। অত ভয় পাবার কারণ নেই।

তবে চললাম।—মাভেল বিদায় নিলেন। সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন মিঃ মাভেলকে। হলের এক কোণে বসে ছিলেন তিনি।

অভ্যাগতদের মধ্যে অনেকেই গেলেন নাচের ঘরে। লর্ড এরিংটন গেলেন না, কারণ ঐ গরমে তাঁর মাথাটা ধ'রে গেছে। শুনে, থেলমা ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো। বললো লেডি উনস্লেকে: কিছু মনে করবেন না, আমরা চলি।

কিছু খাবেন না?—লেডি উনস্লে বললেন।

না দেরি হ'য়ে যাবে।

আচ্ছা, তবে থাক।—বললেন লেডি উনস্লে: যা'ক আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় খুব খুশি হ'লাম।

থেলমার হঠাৎ খেয়াল হ'লো: কৈ মিঃ লরিমার কোথায়?

ঐ যে।—লর্ড এরিংটন ডাকলেন তাঁকে।

দূরে বো-র সঙ্গে কথা বলছিলেন, এগিয়ে এলেন কাছে।

থেলমা অভিমান করলো: বাঃ, আপনি কোথায় ছিলেন? স্রেফ গা-ঢাকা দিয়েছেন দেখছি।

ফিলিপ বললেন: চলো লরিমার; বাড়ি যাই।

না ভাই, আজ না, আর একদিন যাবো।

তবে কালই যেতে হবে।—থেলমা বললো।

লরিমার হাসলেন : জানেন তো, কুঁড়ে মানুষ। আচ্ছা, চেষ্টা করবো। ·মনে জোর ক'রে থেলমার মুখের দিকে চাইলেন তিনি।

গাড়িতে লর্ড এরিংটন জিগ্যেস করলেন থেলমাকে :

কেমন লাগলো সন্ধ্যোটা ?

একরকম।

কেন ?

অত অপরিচিতদের মধ্যে আনন্দ পাওয়া যায় না।

তা বটে !

এর পর থেকেই থেলমার জীবনে এলো পরিবর্তন।

নানা জায়গায় থেকে আসতে লাগলো আমন্ত্রণ, অনুরোধ। থেলমা শত্রু জয় করলো বটে, কিন্তু নিমন্ত্রণের সাদর সম্ভাষণের রেশমি জালে গেল জড়িয়ে। লণ্ডনের বড় ঘরের জীবনযাত্রা তার কাছে বিরক্তিকর হ'য়ে দেখা দিলেও ভদ্রতার খাতিরে মুখে ফুটিয়ে রাখতে হ'লো হাসি। শুধু তাই নয়, ক্রমে ঐ সব বড় ঘরের কাণ্ড কারখানা দেখে থেলমা থ' বনে গেল। নিদারুণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে লাগলো থেলমা।

তার ধারণা ছিল, সমাজের মাথা যাঁরা, দেশের নেতা যাঁরা, জনসাধারণের বরেণ্য যাঁরা, সেরা সাহিত্যিক বা বৈজ্ঞানিক যাঁরা, বিখ্যাত শিল্পী যাঁরা— তাঁদের অন্তর নিশ্চয়ই উদার, মহৎ। কিন্তু হায়, দেখলো থেলমা, তাঁরা বেশির ভাগই স্বার্থপরতায় সংকীর্ণ, চারিত্রিক কালিমায় কলংকিত। থেলমা লক্ষ্য করলো, লেখকরা একজন আর একজনকে হিংসা করেন,

নিন্দা করেন। কবি যিনি বড় বড় ভাল ভাল কথা লেখেন খাতার পাতায়, মনের পাতায় তাঁর সংকীর্ণতার দাগ। বৈজ্ঞানিক বুঝি খুশি হন যদি পারেন তাঁর কোনো সহকর্মীর থিয়োরিকে ওল্টাতে। এক ধর্মের পথিক অন্যধর্মের পথিকের টুঁটি চেপে ধরে হাসেন পৈশাচিক হাসি।

একবার দু'জন লেখিকাকে আমন্ত্রণ করেছিল থেলমা। ভেবেছিল, দু'জনেই খুব খুশি হবেন পরস্পরকে দেখে এবং সাহিত্য আলোচনায় সময়টাও কাটবে বেশ। দেখা গেল, উল্টো। দেখা হওয়ায় নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে, মুখে একটু হাসি টেনে এনে দু'চারটে কথা বলার পরই ইনি একদিকে, উনি একদিকে স'রে গিয়ে অন্যদের সঙ্গে আজে বাজে গল্প করতে শুরু করলেন।

এই ঘটনার পর থেলমা কোনো সাহিত্যিকদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতো না, এক বো লোভলেস ছাড়া। একজন প্রকৃত জ্ঞানী তিনি, গুণী তিনি। চমৎকার আচরণ। বইয়ের পোকা নন—কারোর প্রশংসা বা নিন্দায় তাঁর আসে যায় না কিছু। সাহিত্য-সেবক ব'লেই নিজেকে পরিচয় দেন; সাহিত্য সেবা করেন, মন চায় ব'লে— মান পাবার জন্যে নয়।

থেলমার আর একটি নতুন অভিজ্ঞতা: সহরের মেয়েরা। মানে, বড় ঘরের মেয়েরা। ওঁরা যে কী বস্তুতে তৈরী, তা' সে ভেবে উঠতে পারে না। কেউ সাজসজ্জা নিয়েই মত্ত, কেউবা স্বামী-সেবকটিকে নাকে দড়ি দিয়ে খাটাতে পারলেই খুশি। আর যাদের হাতে কোন কাজ নেই, তাঁরা নানা ক্লাবের সভ্য হন বটে, তবে আচার ব্যবহারে সভ্যতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া আর একজাতের বড় ঘরের ঘরণী তার চোখে পড়েচে—যাঁরা ঘরকে করেচেন বাহির, বাহিরকে করেচেন ঘর। বাইরের মাতনেই সারাক্ষণ মেতে থাকেন তাঁরা। নারীত্বের মাধুর্য তাঁদের নেই— স্বাভাবিক সৌন্দর্য তাঁদের হারিয়ে গেছে; যেটুকু অঙ্গে লেগে থাকে, তা বাইরের ধার করা রূপ, নানা রকমের প্রসাধনীর মাধ্যমে। যথেচ্ছাচারে

টাকা খরচ করবার মত টাকা থাকে তাঁদের হাতে—কিন্তু কোনো ভালো কাজে সে সব খরচ করেন না ; করেন যা, তাঁর নিজের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে। অবশ্য সখের থিয়েটারেও মোটা কিছু চাঁদা দিয়ে থাকেন দু'টি কারণে। এক, নাম কেনবার জন্যে ; দুই, সেই অভিনয়ে খুব সেজেগুজে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবার সুযোগ পেলে।...

আর চিনলো থেলমা 'ব্যবসায়ী-বিলাসিনীদের'। এ'রা পরের মাথায় হাত বোলাবার জন্যে নিরেট মাথার খোঁজে থাকেন। শিকারও জুটে যায় ঠিক ঠিক।

আর থেলমার হয়েচে কি, সব খবর বো'র কাচ থেকে নেওয়া চাই। যত প্রশ্ন তার—তাঁর কাছে। আচ্ছা, 'ব্যবসায়ী-বিলাসিনী'রা কারা ? যারা নিজেদের ছবি তুলতে দেয় বিজ্ঞাপনের জন্যে কিংবা দোকানের শো-কেসের জন্যে ? প্রশ্ন করে—পার্লামেন্টের মেম্বাররা বেশি কথা বলেন আর কম কাজ করেন কেন ? কেন চিত্রশিল্পীরা প্রায়ই বিয়ে করেন তাঁদের মডেলকে কিংবা বাড়ির পরিচারিকাকে, আর লজ্জায় পড়েন শেষকালে। কেন নতুন লেখকরা পত্রিকায় লেখবার জন্যে সহজে কোন সুযোগ পান না ?

লেডি উনস্লের কাছেও থেলমা এই সব প্রশ্ন করেচে। যা তার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকেচে, জানতে চেয়েচে শিক্ষার্থিনীর মতো। বিশেষ ক'রে লেডি উনস্লে, থেলমার মন জয় করতে পারায়, মনের কথা এখন সে খুলেই বলে তাঁকে। কিন্তু ক্লারা মনে মনে ভাবেন, যে জল পরিষ্কার, তাতে একফোঁটা কালিই যথেষ্ট। ফুলের পাপড়িতে কড়া রোদ্দুর লাগলে কুঁকড়ে যেতে কতক্ষণ ? লেডি উনস্লের রাগ থেলমার উপর নয়, ফিলিপের উপর। প্রেমাহতা নারী সাপের চাইতেও ক্রুর।

মিসেস রাস মার্ভেল কিন্তু সত্যিই ভালবেসে ফেলেচেন থেলমাকে। ভুল বুঝেচেন নিজের। তবে এটুকু বোঝেননি তিনি—ক্লারা হঠাৎ থেলমার সঙ্গে মেলামেশা করচে কেন। একটু গোলমেলে মনে হয়েচে

তাঁর, তবে তাতে থেলমার কোন বিপদাশংকা করেন নি। আর করেন নি বলেই তিনি নিশ্চিন্তমনে অন্যকাজে হাত দিতে পেরেছেন। কাজটা হচ্ছে, লর্ড মেসার্ভিলকে ধরবার জন্যে জাল পাতার কাজে মার্সিয়াকে সাহায্য করা। তবে থেলমার বিপদাশংকা বুঝলেই তিনি সব কাজ ফেলে ছুটতেন তার কাছে। অবশ্য ঠিক সময় বুঝে বিপদে আপদে উপস্থিত থাকাটাই হচ্ছে আসল কথা এবং শক্ত ব্যাপার। পুলিশদের মত দুর্ঘটনার পরে ঘটনাস্থলে এলে সুফল পাওয়া দুষ্কর।

আর একটি লোক থেলমার সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করতে লাগলেন, তিনি হচ্ছেন স্যার ফ্র্যান্সিস লেক্স—লেনী। শহুরে মেয়েদের দেখে দেখে ক্লান্ত-হওয়া লেনীর সুনজরে পড়বারই কথা পল্লীবালা থেলমা। লোহা ইট কাঠের মধ্য থেকে থেকে কাঁপন সাব যান এবং খোলা হাওয়ায় সবুজ মাঠে বেরিয়ে আসা। লেনী, থেলমার আশে পাশে কাছে কাছে থাকবার চেষ্টা করলেন। থেলমার সঙ্গে ক্লারার বাড়ির পার্টিতে দেখা হলেই তার কাছে থাকা চায়ের কাপটা হাতে গুঁজে দেওয়া (হাওয়া করতেও লেনীর আপত্তি ছিল না তবে সেটা নেহাৎই লজ্জায় বাধে) এমনিতর আরো কত কি ছোট খাটো আচরণের মধ্যে ফুটে উঠতে লাগলো থেলমার প্রতি লেনীর আন্তরিকতা। থেলমা মেয়েমানুষ। পুরুষমানুষের এধরণের হাবভাব বুঝতে দেরি হয় নি তার। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে কঠোর কিছু বলতে চায় নি সে। যা কিছু বলেছে সে, তা ক্লারার কাছে। সব কিছু শুনে ক্লারা হেসে বলেছেন: ও একটু ঐ ধরণেরই। একটু মিষ্টি কথায় একেবারে গলে যায়। পোষা কুকুরের মতই পোষ মেনেই আছে যেন। তবে ভয় নেই, কামড়াবে না।

জজ লারিমারের কিন্তু দেখা নেই কিছুদিন ধ'রে। ফ্রান্সে গেছেন তিনি ডুপ্রের কাছে। থেলমার সামনে বেশি যাবার সাহস যেন হারিয়ে ফেলেচেন তিনি। তাকে দেখলেই যেন তাঁর মনে জেগে ওঠে অদ্ভুত এক আকাংখা। অন্যায়। অনুচিত। বোঝেন তিনি। অন্যায় চিন্তাকে দূরে ঠেলবার চেষ্টা করেচেন তিনি বহুবার, পারেন নি। মনের মধ্যে ঠেলে ঠেলে আসতে চায় ঐ একই অনুচিত আবেদন। তাই তিনি স'রে গেছেন লণ্ডন থেকে দূরে ফ্রান্সে। অবশ্য, ছেলের এই আনমনা ভাব মায়ের চোখ এড়ায়নি। লরিমারের মা সব বুঝেও কিছুই বলেন নি। সত্যিই, বলবার তো কিছু নেই।

থেলমা কয়েকবার গেছে লরিমারের মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। ভদ্রমহিলার স্নেহে আদরে ধন্য হয়েচে সে। তিনিও তৃপ্ত হয়েচেন থেলমার সঙ্গে কথা ব'লে।

ক্রমে বিবাহিত জীবনের মাধুর্য যেন ফিকে হ'য়ে এলো। সামাজিক রীতিনীতি, আদব-কায়দা, ভদ্রতা রাখতে গিয়ে লর্ড এরিংটন আর থেলমাকে ছাড়াছাড়ি থাকতে হ'লো প্রায়ই। লর্ড এরিংটনের মাথায় তাঁর বন্ধুরা ঢুকিয়ে দিলেন পার্লামেণ্টের মেম্বার হবার জন্যে দাঁড়াতে। এরিংটন রাজি হ'য়ে গেলেন: সত্যিই তো, একটা কিছু করা দরকার। চুপচাপ ব'সে থাকা উচিৎ নয় আর। অন্ততঃ স্ত্রীর জন্যেও সমাজে একটা বিশিষ্ট স্থানে স্থায়ী হওয়া দরকার।

সুতরাং তাঁর সেক্রেটারি নেভিলকে নিয়ে তিনি মত্ত হ'লেন ইংলণ্ডীয় রাজনীতিতে। লাইব্রেরি ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে চলতে লাগলো বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি, চিঠিপত্তর লেখালেখি, লোকের ঠিকানায় ছোটাছুটি। অবশ্য,

তা' বলে থেলমার প্রতি এরিংটনের টান কমেনি। বাইরে রাজনীতির স্রোতের টানে ঘুরপাক খেলেও থেলমার প্রতি কর্তব্যজ্ঞান রইলো টনটনে।

থেলমার কিন্তু একলাটি মনে হ'তে লাগলো। কেউ এলে, বা কোথাও গেলে তবু সময়টা কাটে একরকম; কিন্তু বাড়িতে একলাটি কাটানো, মানে, মন চাইলেও ফিলিপকে কাছে না পাওয়া—অনেক কিছুই হারিয়ে যাওয়া ব'লেই মনে হয় থেলমার। বুদ্ধিমতী ব্রিটার চোখে কিন্তু সব কিছুই ধরা পড়ে। তার ফ্রোকেনের মুখে হাসি ক'মে এসেচে যেন। একদিন সাহস ক'রে বললো থেলমাকে: আজকাল দিদি তুমি, বদলে গেছো যেন!

কিসে বুঝলি তুই?—মুখে হাসি টেনে বললো থেলমা।

চোখ নেই বুঝি?

চোখ থাকতেও তুই কানা দেখছি।

ঠকিয়ো না আমায় তুমি।

ব্রিটার কথায় কান্না যেন ঠেলে এলো গলার কাছে। একটা মেয়ের চোখে যা পড়লো, স্বামীর চোখে তা' পড়লো না? না, পড়ে না। মেয়েদের চোখ আর পুরুষের চোখ আলাদা। মেয়েদের মন মেয়েরাই বোঝে বেশি।

এমন সময় দরজায় শব্দ হ'লো।

থেলমা আছো ভেতরে?—এরিংটনের গলা।

ব্রিটা খুলে দিল দরজা। এরিংটন ঘরে ঢুকলেন, ব্রিটা বেরিয়ে এলো বাইরে।

থেলমার মুখখানা থমথমে। মেঘে ঢাকা আকাশ যেন। বর্ষণের পূর্বলক্ষণ বুঝি!

কী ব্যাপার? কাঁদছিলে?

না, না।—থেলমা এগিয়ে এসে এরিংটনের বুকে মাথা রেখে বললো: এমনি মনটা কেন যেন খারাপ লাগচে।

সত্যি, এরিংটন বললেন : তোমার কাছে আজকাল বেশিক্ষণ থাকতে পারিনে। অন্যায়। চলো, আজ আমরা কোথাও বেড়িয়ে আসি।

মাথা তুললো থেলমা : আজ সন্ধ্যায় আমাদের ব্রিলিয়েণ্ট থিয়েটারে যাবার কথা যে ক্লারার সঙ্গে? মনে নেই?

সে না হয় আর একদিন হবে।

না, না। ক্লারা মনে কিছু করতে পারে। তাছাড়া ক্লারার ভারি ইচ্ছে নাটকখানা আমাদের নিয়ে একসঙ্গে দেখে। খুব ভাল নাটক নাকি?

হাসলেন এরিংটন : ভালো তার কাছে, তোমার কাছে নয়।

কেন? বুঝতে পারবো না বুঝি?

বুঝতে পারবে না মানে? এরা বেশি বুঝতে পারবে যে—থাক্। ব'লেই কথাটা ঘুরিয়ে দিলেন। ফিলিপ—আচ্ছা তোমার ধারণা কি! ওরা তোমার চাইতে বেশি বোঝে? তোমার জ্ঞান বা বিবেচনা—অনেকের জ্ঞানচক্ষু খুলে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। অন্ততঃ আমার সেই ধারণা।

মেঘের মাঝে বিদ্যুৎ খেলে গেল। হাসলো থেলমা : আমার বিষয়ে তোমার ধারণা বড্ড উঁচু। এক এক সময় এমন লজ্জায় ফেলো আমাকে!

ফিলিপ, থেলমার রাঙা গালটা টিপে দিয়ে বললেন : তুমি কিসে লজ্জা পাওনা, বলো তো আমার লজ্জাবতি?

ব্রিলিয়েণ্ট থিয়েটার।

বক্সে ব'সে আছেন এরিংটন, থেলমা, ক্লারা আর এরিংটনের সেক্রেটারি নেভিল।

শুরু হয়েছে অভিনয়। নৃত্য-নাট্য। ব্যালে-নাচে যেসব মেয়েরা নাচছে, স্বল্প-সজ্জায় দেহ তাদের সামান্যমাত্র আবৃত। তাদের বিলোল কটাক্ষ মদিরাময়, অঙ্গভঙ্গী অশ্লীলতায় ভরপুর।

থেলমা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। কিন্তু নৃত্যের তালে তালে হাততালিতে থিয়েটার হল মুখরিত। হাততালি দিচ্ছে কারা? দর্শকরা? না, তাদের মনের আদিম পশুগুলো?

কিন্তু অসহ্য হ'লো তৃতীয় দৃশ্য।

একটি যুবতী, নগ্নপ্রায়, অঙ্গভঙ্গী সহকারে শুরু করলো গাইয়ে পাখীর নাচ। ত্রিকোণাকার এক টুকরো কাপড়ে নাভিদেশটুকু ঢাকা। মাংসল উরুদেশ অনাবৃত। সুপুষ্ট বক্ষযুগল মাত্র তিন'চার ইঞ্চি কাপড়ে কোন রকমে বেঁধে রাখা, বোধহয় আইনের বাঁধন থেকে মুক্ত পাবার জন্যেই। তাও কাপড়ের রংটা গায়ের রংয়ের সঙ্গে মেলানো—যাতে দূর থেকে সহজে বোঝা যায় না, গায়ে কিছু আছে, কি, না আছে। পিঠে আঁটা দু'টো পাখা।

অশ্লীলতার চূড়ান্ত। থেলমার মুখ চোখ লাল হ'য়ে গেল। আড়-চোখে স্বামীর দিকেও একবার চেয়ে দেখলো। ক্লারাকে ফিসফিসিয়ে বললো: বিশ্রী। বাড়ি গেলে হয় না?

হাসলেন ক্লারা: পাগল। এখন উঠতে গেলে হলের সব লোকগুলো হাঁ হ'য়ে যাবে। এমন নাচ কেউ না দেখে যায়? ওর নাচ আর গানের জন্যেই এত লোক আজ এখানে। ঐ ক'রে যা উপায় করেছে, তাতে তোমাকে আমাকে কিনে নিতে পারে বোধ হয়।

এরিংটন শুনছিলেন সবই। বললেন থেলমাকে কানে কানে: যদি যেতে চাও বাড়ি, চলো। আমি তোমায় নিয়ে যাবো।

মৃদু গলায় বললো থেলমা: না, ক্লারা রাগ করবে। ব'লেই সে একটু স'রে বসলো এমন ক'রে, যাতে রঙ্গমঞ্চ আড়াল পড়লো বক্সের রেলিংয়ে।

এমন সময় নেভিল এরিংটনকে চুপি চুপি বললো: একটু বাইরে আসবেন? কথা আছে।

এরিংটন লক্ষ্য করলেন, নেভিলের মুখখানা সাদা হ'য়ে গেছে, ঠোঁট দুটো কাঁপচে। বললেন : চলো।

একটু আসচি—ব'লে এরিংটন, নেভিলকে নিয়ে বাইরে গেলেন।

এদিকে 'গাইয়ে-পাখী' তার প্রাণ মাতানো নাচ বন্ধ ক'রে শুরু করলো গান। হাত পা নেড়ে, গলার স্বর কমিয়ে বাড়িয়ে যথাসম্ভব হৃদয়গ্রাহী করবার চেষ্টার ত্রুটি রইলো না। গানটার ভাব ও ভাষাও প্রাণ গলিয়ে দিবার পক্ষে যথেষ্ট।

আমার প্রাণের হাঁস গো তুমি, আমার প্রাণের হাঁস।
তোমার গলায় পরাই এসো, আমার প্রেমের ফাঁস॥
আমার কাছে এসে
ব'সো না ভাই ঘেঁসে,
তোমায় ভালবেসে আমি করি যে হাঁস ফাঁস॥
তোমায় বুকে ধ'রে
চুমায় দেবো ভ'রে
তুমি আমি জানবো শুধু, জানবে না কেউ, ব্যস্॥

গান যখন শেষ হ'লো, হাততালির কী ঘটা। অন্তরের ছটফটানি যেন চটাপট হাততালির মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্ত হ'য়ে প্রকাশ পেলো। যুবতীর মুখে বিজয়ের হাসি, দর্শকদের মুখে পাশবিকতার উল্লাস।

বুঝলে থেলমা ব্যাপারটা ?

কি ? —থেলমার সরল প্রশ্ন।

কেন, ঐ পুরুষগুলোর কাণ্ড। সবাই যেন মেয়েটিকে গিলে খাবার জন্যে হাঁ ক'রে আছে। ফিলিপ তো বেরিয়েই গেল নেভিলকে নিয়ে সাজঘরের দিকে।

তাই কি ? না, না।—থেলমার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ।

আজ্ঞে হ্যাঁ। দেখচো না পুরুষগুলো সব ছুটচে সাজঘরের দিকে। ভায়োলেট ভেরে পুরুষগুলোকে একবারে ভেড়ো বানিযে রেখেচে। এ সময় সাজঘরে মেযেদেব প্রবেশ নিষেধ। —একটু হেসে ক্লাবা বললেন : তাতে ভাববাব কি আছে গো? পুরুষদের ঘাঘরার মধ্যে আটকে বাখতে যাওযা ভুল। একটু বাইবে ঘুবতে দিতে হয। বাইরে চবা ভেড়া সন্ধ্যাবেলায় খোঁযাড়ে ঢুকবে ঠিকই।

থেলমাব মুখ ফ্যাকাসে। বললো : তুমি যা বলচো তা অন্য পুরুষ-দের বেলায ঠিক হয়তো, উনি কিন্তু অন্য জাতের পুরুষ।

ক্লাবা হাসলেন : আজ্ঞে না খুকুমণি, পুরুষ, পুরুষই।

এমন সময় এলেন সেখানে এরিংটন। বললেন : নেভিলের শরীর খুব খারাপ। তাকে বাড়ি পাঠিযে দিলাম।

কিন্তু এত দেরি যে! — থেলমা জিগ্যেস করলো।

দেরি! বৈকি বেশি দেরি হযেচে কি? অবশ্য সাজঘরে গেছলাম, তাই একটু দেরি হ'তে পারে।

সাজঘরে?—থেমে গেল থেলমা। মুচকে হাসলেন ক্লারা।

হ্যাঁ। সাজঘরে কাজ ছিল একটু।

ভায়লেট ভেরে-র সঙ্গে দেখা করতে?

হ্যাঁ।—অস্বস্তি বোধ করলো এরিংটন। বললেন : লেডি উনশ্লে, এখন উঠলে বোধ হয় ভাল হয়। বাড়ি যেতে হবে আমাকে, নেভিলেব ব্যবস্থা করতে হবে।

বেশ তো। যাওয়া যাক্।—ক্লারা উঠলেন।

উঠলো থেলমা।

লেডি উনশ্লেকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে থেলমাকে নিয়ে এরিংটন ফিরে এলেন বাড়ি। গাড়িতে থেলমা বেশি কথা বলে নি। এরিংটন ভাবলেন,

একে থিয়েটারের বদ্ধ ঘর, তার উপর ঐ হুঙ্কারজনক নাটক দেখেই বোধ হয় থেলমা বিরক্ত হয়েচে।

কিন্তু থেলমা আবার প্রশ্ন করলো : তুমি সত্যই সাজঘরে গেছলে ?

হ্যাঁ।

কেন বলবে ?

লক্ষ্মী থেলমা, কেন গেছলাম জিগ্যেস ক'রো না। বলা অনুচিত হবে।

বেশ, তবে ব লো মা।

থেলমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো প্রায় নগ্ন ভায়লেট ভেরে-র মূর্তি। তাকে উদ্দেশ্য ক'বে অশ্লীল নৃত্য করচে আর হাসচে।

বাড়ি এসে এরিংটন তাড়াতাড়ি ঢুকলেন নেভিলের ঘরে। থেলমা তার ঘরে এসে শুয়ে পড়লো বিছানার 'পরে। চোখের জল গড়িয়ে পড়লো তার দু'গাল বেয়ে।

লেডি উনশ্লে তার ঘরে ব'সে চিঠি লিখছিলেন তখন। লিখছিলেন লেনীকে।

আমার প্রিয় লেনী,

আজ তোমায় থিয়েটারের ষ্টলে দেখলাম। তুমিও আমাকে দেখেচো নিশ্চয়ই, তবে না দেখার ভান করলে, বুঝলাম। কেন, নতুন ফুলের সন্ধান পেয়েচো নাকি ? আজ বৌ-পাগলা ফিলিপ, থেলমাকে আমার কাছে রেখে তার সেক্রেটারিকে নিয়ে ভায়লেটের সাজঘরে দেখা করতে গেছলো। বুঝলে কিছু পুরুষপ্রবর ? আচ্ছা, ভায়লেট-টা কী দারুণ মুটিয়েচে, না ? ওকে তোমরা একটু খাওয়ার বিষয়ে ধরা-বাঁধা করতে ব'লো। তুমিও নিশ্চয়ই গেছলে ওর সাজঘরে। যাওয়া তো উচিৎ। সুপুরুষের পক্ষে সুন্দরীর সুনজরে পড়তে কতক্ষণ! কাল আসবে লাঞ্চে ? আশায় থাকলাম। ইতি

তোমারই 'ক্লারা।'

চিঠিখানি ভালো ক'রে খামে মুড়ে লেডি উনশ্লে তাঁর পরিচারিকা লুইসা রেণোর হাতে দিলেন ডাকে ফেলবার জন্যে। লুইসা চিঠি নিয়ে ঢুকলো নিজের ঘরে। গরম জল দিয়ে সাবধানে খুললো খামখানা। এধরণের কর্ম তার নতুন নয়। কাজেই অনায়াসেই ভিতরের চিঠিখানি লেডির সুযোগ্যা পরিচারিকার হস্তগত হ'লো। পড়লো চিঠিখানা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত।

বড়ঘরের গুপ্তকাহিনী কাগজে প'ড়ে আমরা বিস্মিত হই : ভাবি, কাগজওলারা এত সব জানলো কি ক'রে? কিন্তু জানা কি এতই শক্ত? কিছু রূপেয়া খরচ করলেই বড়ঘরের ভিতরের রূপ বাইরে প্রকাশ করা যায় সহজেই। শুধু সুযোগ বুঝে বড়ঘরের কর্তা বা গিন্নীর খাস চাকর বা ঝিয়ের সঙ্গে আলাপ করতে পারলেই হ'লো। ওরা সব হাতে কাজ করে, আর কর্তা গিন্নীর কার্যকলাপের উপর রাখে সন্ধানী দৃষ্টি। ঘরের খবর বাইরে পাচার করতে পারলে দু'টো পয়সা যদি উপরি আসে, সে সুযোগ ছাড়বে কেন ওরা?

লুইসা রেনো লেডি উনশ্লের চিঠিখানা এঁটে সেঁটে ডাকে দিয়ে এসে ঢুকলো ব্রিগসের ঘরে। জিগ্যেস করলো : আচ্ছা, ভায়লেট ভেরে কে? থিয়েটারের ভাল অভিনেত্রী বুঝি?

হ্যাঁ। — ব্রিগস্ বললো : শুধু অভিনেত্রী নয়, ডিউক লর্ডদের প্রাণ। অদ্ভুত, চমৎকার। দু'খানি পা আর বাহুলতা তার দেখবার মত। দেখবে তার ছবি?

কৈ?

ড্রয়ার থেকে বার করলো একখানা ছবি। দেখালো লুইসাকে : এই হচ্ছে বিশ্বপ্রেমিকা ভায়লেট ভেরে। আমারও প্রেমিকা।—ব'লেই ছবিতে একটি চুম খেলো ব্রিগস্।

আচ্ছা, লর্ড এরিংটনের অমন সুন্দরী স্ত্রী থাকতে, তিনিও গেলেন ছুটে ভায়লেটের কাছে? অদ্ভুত!

তাই নাকি? — ব্রিগস্ ভাবিত হ'লো।

তোমাদের, পুরুষদের কোন বিশ্বাস নেই।

তাই নাকি?—ব্রিগস্ হাসলো: আর তোমরা বড় বিশ্বাস-যোগ্য? দরজার চাবির গর্তে চোখ রেখো আর দরজার কব্জার ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজের দিকে কান রেখো—অনেক কিছু মালুম হবে। তাতে চাই কি তুই পয়সা হাতড়াতেও পারবে।

তার মানে?

এমন সময় লর্ড উনশ্লেব ঘন্টি গেল শোনা। ব্রিগস্ বললোঃ মতলব পরে দেবো সুবিধে মত।

গ্রীষ্মকালে লর্ড এরিংটন চলে এলেন থেলমাকে নিয়ে ওয়ারউইকশায়ার গ্রামে এরিংটন-ম্যানর-এ।

লণ্ডনের সিজন শেষ হয়েচে। পার্টির হাঙ্গামা আর নেই! নেই শুকনো হাসির পালা, ওজন ক'রে কথা বলা। নেই রূপ দেখানোর নির্লজ্জতা, রূপা দেখাবার অহংকার। থেলমা বাঁচলো।

এরিংটন-ম্যানর-এর বিরাট বাগানে শুরু হয়েচে পাখির কলরব। এখানে ওখানে বনফুলের হাসি, হাওয়ায় হাল্কা আমেজ।

ফিলিপের হাতে কাজ নেই। পার্লামেন্টের নির্বাচনের ব্যাপারের চিঠিগুলো তিনি সকালেই লিখে ফেলেন। কাজেই সারাটা দিন কাটে থেলমার সঙ্গেই। থেলমার সঙ্গে চলচে তাঁর প্রেমবিলাস প্রেমিকের মতোই —যা স্বামীজন অসাধ্য। দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে ঘুরে বেড়ায় বনে বনে,

মাঠে মাঠে, ঝর্ণার ধারে ধারে। ছায়ায় সুনিবিড় কোন ঝোপের ধারে হঠাৎ ব'সে পড়ে অকারণে,হেসে ওঠে অকারণে,ছুটে বেড়ায় মনের আনন্দে।

হঠাৎ হয়তো মনে পড়ে যায় ফিলিপের পার্লামেন্টের কথা ; মনে পড়ে যায়, সেখানে কীভাবে বক্তৃতা করে লোক—তাই হেসে বলেন থেলমাকে : বোসো, তুমি আমার শ্রোতা, আমি বক্তা, বক্তৃতা করবো !

ব'সে পড়ে থেলমা। হেসে বলে : চালাও তোমার বক্তিমে।

ফিলিপ বক্তৃতা দেবার ভঙ্গীতে দাঁড়ান, বলেন : এমন বক্তৃতা দেবো যে, নড়তে চাইবে না তুমি।

পারবে তুমি অমন বক্তৃতা দিতে ?

নিশ্চয়ই।

তবে তোমার পার্লামেন্টে খুব নাম হবে। কিন্তু পার্লামেন্টের সভ্যদের উপর ধারণা আমার বদলে গেছে। থেলমা বললো : দেখলাম তো পার্টিতে, কেমন কারোর কিছুতে জ্ঞান নেই। ঐ যে সেদিনের সেই পার্টির মোটা ভদ্রলোকটি, পার্লামেন্টের সভ্য, তাঁকে জিগ্যেস করলাম, 'হ্যামলেট' সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি ? ভদ্রলোক স্রেফ বললেন, ওসব পড়ে সময় নষ্ট করবার মত সময় আমি পাইনি এখনো। পেলে পড়বো। শোনো কাণ্ড। যিনি দেশের অতবড় একজন মহাকবির লেখা বিখ্যাত বই পড়বার সময় পান না বা দরকার মনে করেন না, তিনি হ'লেন দেশের একজন মাননীয় ব্যক্তি ! আসল কথা, ঠিক লোককে ঠিক জায়গায় বসানো দরকার।

ঠিক বলেচো তুমি।—ফিলিপ বললেন : কিন্তু দেশের লোকেরাই তো ওঁদের ভোট দিয়ে পার্লামেন্টে পাঠিয়েচে।

থেলমা বললো : লোকেরা কি ভাল ক'রে ভেবে চিন্তে কাজ করে, না, পারে ? তাদের যে যা বোঝায়, তাই বোঝে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠকতে হয়। বিপদে মোদের রক্ষা করো, এইটুকুই ওদের প্রার্থনা।

বিপদে ওরা ভয়েই সারা। বিপদে যারা রক্ষা করতে পারেন তাঁরাই হচ্চেন প্রকৃত নেতা। দেশের জন্যে দরদ থাকা চাই তাঁদের।

বাঃ, বেশ বলচো তো? —ফিলিপ হাসলেন: তোমাকেও রাজ-নীতিতে নামিয়ে দেওয়া যাক্।

না। রাজনীতি মেয়েদের জন্যে নয়। মেয়েদের কাজ ঘরে।

অতএব বসা যাক আপাততঃ! —ফিলিপ বললেন: অযথা বক্তৃতা করবার কোন প্রয়োজন দেখচি নে।

থেলমা হাসলো: আমিও বক্তৃতার কোন উপকারিতা আছে বলে মনে করিনে। পার্লামেণ্টে শুধু কথার কচাকচি, কাজের বেলায় কিছু নেই। এতে দেশের উন্নতি কতটুকু হয়?

সুতরাং হাতে যে স্বর্গ পেয়েচি, সেটা ছেড়ে দায় এবং স্বর্গের আশায় হাত বাড়ানো মূর্খতা। তাইতো?

জানিনে, যাও!

যাও বললেই যাবো ভাবচো? —ব'লেই থেলমাকে জড়িয়ে ধ'রে ফিলিপ চুম্বন এঁকে দিলেন তার কপোলে!

এমনি ক'রেই দু'টি প্রেমিক প্রেমিকার দিন কাটতে লাগলো আনন্দে। বিবাহের মন্ত্রবলে প্রেমের পথের কাঁটা গেছে স'রে, প্রেম স্বর্গের দ্বার হয়েচে উন্মুক্ত। দুটি দেহ ও মনের মিলনের মাধুর্যে ফুটে উঠেচে স্বর্গের সুষমা, অনাবিল আনন্দ, অপূর্ব শান্তি।

কিন্তু হায়, সুখের দিন যে উড়ে পালায় তাড়াতাড়ি। আকাশে মেঘ দেখা যায় কোন ফাঁকে তা কে বা জানে! ফিলিপ-থেলমার জীবনে মেঘ ঘনিয়ে এলো। কারণ এরিংটন-ম্যানর-এ দেখা গেল অনেককেই। অবশ্য তাঁরা সবাই এলেন এরিংটন দম্পতির আমন্ত্রণে এবং সামাজিক ভদ্রতার খাতিরে এঁদের আমন্ত্রণ না ক'রে উপায়ও ছিল না।

এলেন লর্ড আর লেডি উনশ্লে। সঙ্গে আর্নেষ্ট। অতএব লেডির

পরিচারিকা লুইসা রেনো এবং লর্ডের খাস চাকর ব্রিগস। এলেন জর্জ লরিমার এবং সেই সঙ্গে ডুপ্রে। থেলমা এবং ফিলিপের ব্যক্তিগত আমন্ত্রণ উপেক্ষা করবার উপায় ছিল না তাঁদের। কাজেই আসতে হ'লো ফ্রান্স থেকে। বো শাভলেন এলেন মাত্র ক'দিনের জন্যে। স্যার ফ্রান্সিস লেকস্‌ও বাদ যাননি এবং তিনি সবাইকে জমিয়ে রাখলেন হাসি গল্প ক'রে। এলেন মিঃ এবং মিসেস মাভেল। মুখে হাসি তাঁদের। মার্গারেট এসেছে তার মা'র সঙ্গে। আর এসেছেন লর্ড মেসাভিল। ফিলিপ আর থেলমা ওলাফ গুস্তাভসনকেও আসবার জন্যে অনেক অনুরোধ ক'রে চিঠি দিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি উত্তরে লিখলেন, তাঁর আসবার উপায় নেই ব'লে দুঃখিত। এক বছর সমুদ্রে থাকবার পর মাত্র কয়েক-দিন তিনি এসেছেন আলস্টেন রোডে এবং বাড়ি ঘর দোর আর বাগানের জঙ্গল পরিষ্কার করতেই ব্যস্ত। তবে ইচ্ছে আছে আসছে বসন্তে বা গ্রীষ্মে তাঁর মেয়ে জামাইকে দেখে আসবেন।

আর একজন আসতে পারে নি। এডওয়ার্ড নেভিল। নেভিল সেই যে শরীর খারাপ হওয়ায় থিয়েটার থেকে চলে গেছলো, তারপর থেকেই বদলে গেছে যেন সে। ভাল ক'রে খায় না, ঘুমোয় না, কথা বলে না বেশি। তবে যেটুকু কাজ করবার কাজ ক'রে যায় নিজের মনে। কাজেই সে প্রিন্সেস-গেট-এর বাড়িতে থেকে গেল একলা, ফিলিপের কাজকর্মগুলো দেখাশোনা করতে লাগলো।

ম্যানর-এ একদিন পার্টির ব্যবস্থা হ'লো। গ্রামের অনেককেও আমন্ত্রণ জানানো হ'লো। সবাই যথাসাধ্য সেজেগুজে এলেন। থেলমার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ছাড়া বোকামি, এটুকু জ্ঞান হ'য়েছিল অনেকেরই। তাছাড়া এসেছেন খাস লণ্ডন থেকে বড় বড় হোমরা চোমরার দল। তাঁদেরও দেখা যাবে।

পার্টিতে হাঙ্গেরিয়ান বাজনা বাজচে। বেশির ভাগ মেয়ে-পুরুষ জোড়ে

জোড়ে বেড়াচ্চে এখানে ওখানে। বাগানের মধ্যে প্রেমালাপ হচ্চে নাকি? আশ্চর্যের নয়। কেউ কেউবা ছোট্ট দল ক'রে শুরু করেছে গল্প অথবা তর্ক।

বাগানের এক নির্জন কোণে, লোকচক্ষুর আড়ালে দেখা গেল লেডি উনশ্লে আর স্যার ফ্রান্সিস লেনক্সকে। আলোচনায় মগ্ন।

ক্লারা, তুমি যেন বদলে গেছ আজকাল।

কেন?

আমার দিকে তোমার আর নজরই নেই।

কি ক'রে বুঝলে?

বুঝি গো, বুঝি। তোমার মনের কথা আমি বুঝিনে? —লেনী বললেন: তুমি আজকাল থেলমার সঙ্গে মিশচো কেন, তাও জানি।

কি জানো?

তুমি থেলমা আর ফিলিপের জীবনে অশান্তি আনবার চেষ্টা করচো।

কে বললে তোমাকে? — রাগ করলেন ক্লারা।

আহা, চটো কেন? — হাসলেন লেনী: চেষ্টা তোমার মহৎ, কারণ উদ্দেশ্য আমাদের একই। আর ওদের জীবনে ভাঙন তো শুরু হয়েচেই।

কি রকম?

ফিলিপ তো মুখ বদলাবার জন্যে ভায়লেট ভেরে-র কাছে যাচ্চে। তুমি তো চিঠিতে জানিয়েছিলে। তাছাড়া আমিও খবর পেয়েচি, সেদিন লণ্ডনে গিয়ে ফিলিপ নেভিলকে সঙ্গে নিয়ে ভায়োলেটের সঙ্গে দেখা করতে গেছলেন।

ক্লারা বললেন: বেচারী থেলমা জানতে পারলে একেবারে ভেঙে পড়বে।

লেনী হাসলেন: ভেঙে পড়তে দিলেই হ'লো? আমি আছি কেন? মেয়েদের মন অত সহজে ভাঙে না। অত ঠুনকো জিনিষ নয়। রবারের মত টেনে টুনে এদিক ওদিক করানো যায়!

বটে!

আজ্ঞে হ্যাঁ দেবী। এখন এসো একটা কনট্রাক্ট করা যাক্।

কি?

ফিলিপ আর ভায়লেটের খবর আমি তোমাকে দিতে থাকবো; তুমি সেগুলো থেলমার কানে ঢুকিয়ে ফিলিপের উপর তার মনটা বিষিয়ে দিতে পারলেই ফিলিপকে হাত করা সোজা হবে তোমার পক্ষে। আর তোমাকে করতে হবে একটি কাজ ঐ সঙ্গে—

কি?

থেলমার কাছে আমার গুণগান গাইতে হবে। মানে, আমরা দু'জনে তো এখন একঘেয়ে হ'য়ে গেছি, কাজেই তুমি একটু পুরোন প্রেম ঝালিয়ে নাও ফিলিপের সঙ্গে আর আমি একটু নতুন প্রেম করে নি। রাজি তো?

আপত্তি নেই।

ক্লারা চ'লে গেলেন সেখান থেকে। লেনীও যাচ্ছিলেন একটু পরেই, হঠাৎ কার পায়ের শব্দে থমকে থামলেন। ফিরে দেখেন, লুইসা রেনো আসচে, হাতে ট্রেতে সোডার বোতল, গেলাস ইত্যাদি।

এখানে কী ব্যাপার? —লেনী জিগেস করলেন ভয়ে ভয়ে।

মিলেডির খোঁজে।

ঐ যে তিনি যাচ্ছেন, যাও তাড়াতাড়ি।

পরিচারিকা রেনো তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন ক্লারার পেছনে।

এই যে ব্রিটা যে?

এখানে মিঃ ব্রিগস্? কী খবর?

এই, হাতে কাজ নেই। কাজেই একটু ফাঁকে বেড়াচ্ছি। বেশ জায়গাটা কিন্তু।

হ্যাঁ। লণ্ডনের চাইতে ভাল।

সত্যি। এসো না বসি একটু গল্প করি।

একটু কাজ ছিল যে!

হবে'খন পরে। সত্যি তোমাকে দেখে পর্যন্ত আলাপ করবার ভারি ইচ্ছে আমার সুযোগ হয়নি কোনো। অথচ আমাদের কর্তা-গিন্নীর সঙ্গে তোমার কর্তা-গিন্নির বেশ খুব ভাব।

সত্যি, রোজ [illegible] আমার [illegible] খেলনা দিদিকে ভারি ভাল [illegible]।

মাপ করো, ওটি বলো না।

কেন? — অবাক হলো [illegible]।

ওসব লোক দেখানো [illegible] চিনি নে? ওর মুখে হাসি, মনে [illegible] খেলনা দিদিকে বাঁচিয়ে [illegible]।

তাই নাকি?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, এর [illegible] লোকগুলোকে চেনো না তো তুমি?

[illegible] যা একটুকু [illegible] পারে। [illegible] থেকে জমা এইসব [illegible] [illegible] মতলব- সব [illegible] সব দেখে [illegible] বসে [illegible] [illegible] খবর [illegible] পাবে [illegible] সাজো [illegible], সম্মান ক্ষুন্ন হ'তে পারে [illegible], [illegible] মুখ খোলে যেখানে-সেখানে। [illegible]।

ব্রিতা বুঝলো ব্রিগস লোকটি সত্যিই ভাল [illegible] : এই দরবারি খবরের জন্যে বিশেষ ধন্যবাদ।

ব্রিগস হাসলো: ধন্যবাদ চাইনে আমি। আমি কৃতজ্ঞতা দিলাম তোমার মুখ চেয়ে। তোমার মুখের একটু হাসি পেলেই আমি বর্তে যাবো।

তাই নাকি?—হাসলো ব্রিটা।

হ্যাঁ গো সুন্দরি।—ব'লেই ব্রিগস্ ব্রিটার বোমর জড়িয়ে ধরতে গেল। [illegible]টা গেল স'রে। বললো: একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে না? — ব'লেই স'রে পড়লো [illegible]।

[illegible] থেলমা। একটু [illegible]

[illegible] পেলেন না? বড্ড [illegible]।

[illegible]

[illegible]

না [illegible] —[illegible] পা দিয়ে [illegible] চুপচাপ [illegible] শক্ত।

[illegible] সন্ধ্যে হলে এ'লে [illegible] কথা [illegible] শুনি।

সেই সময় দেখা গেল [illegible] অসাবধান হাতে এনেছে চাদর নিয়ে। সেটা থেলমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন আমারও ঐ কথাই মনে হ'লো তাই নিয়ে এলাম চাদর। আমি প্র্যাকটিক্যাল ম্যান [illegible]?

সবাই হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। শুধু হাসলেন না [illegible]। [illegible] লক্ষ্য করলেন [illegible] গম্ভীর মুখ। চোখ সরিয়ে নিলেন তিনি।

লজ্জা পেল থেলমা। তবু ভদ্রতার খাতিরে চাদরখানা নিয়ে গায়ে দিল থেলমা।

এবার আড্ডা জমলো আরো।

ওদিকে নাচ চলচে বাজনার তালে তালে।

সন্ধ্যার দিকে অন্ধকার গাঢ় ক'রে এলো রাত্রি।

বাইরের আড্ডা ভাঙলো। সবাই ঢুকলেন ঘরে। থেলমা লেডি উনশ্লেকে নিয়ে নিজের বসবার ঘরে এলো। ক্লান্ত হয়েচে সে। একটু বিশ্রাম দরকার। চুপ ক'রে তো থাকা যায় না, তাই গল্প করবার জন্যে সঙ্গে ক'রে আনলো ক্লারাকে।

সুযোগ পেলেন ক্লারা। ছোবল মারলেন তিনি। কথায় কথায় পাড়লেন এরিংটনের কথা, ভায়লেট ভেরে-র কথা। বুঝিয়ে দিলেন ভেরে-র প্রতি ফিলিপের দুর্বলতা।

থেলমা তো থ'। কিছুদিন আগেই যে আশংকা তার মনে ক্ষীণ রেখায় দেখা দিয়াছিল—আজ যেন তা' সহস্রগুণ ভয়ংকর হ'য়ে দেখা দিল তার সামনে। ক্লারাকে শুধু বললো: ব'সো আমি, আসচি।

থেলমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই ঘরে ঢুকলেন ফিলিপ, থেলমার খোঁজে। দেখেন, ঘরে ক্লারা একলা ব'সে।

একলা ব'সে যে? থেলমা কোথায়?

শুতে গেছে বোধ হয়, মাথা ধরেচে তার।

তাই নাকি? আচ্ছা চলি।—ফিলিপ ফিরে যাচ্ছিলেন ক্লারা মৃদু হেসে ডাকলেন: শোনো।

কি?

এদিকে এসো, ব'সো, বলচি।

বসলেন ফিলিপ ক্লারার সোফাতেই। ক্লারা স'রে এলো: আমার ওপর রাগ করেচো?

না তো?

একদিন তোমার আমার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা ছিল, সে কি ভুলে গেছ ?

চেষ্টা করচি। সফলও হচ্চি। কিন্তু সে কথা কেন ?

আমি যে পারচিনে ফিলিপ ?—ক্লারার কণ্ঠস্বর গাঢ়।

চেষ্টা করো, পারবে। তুমি আমাদের পরিবারের একজন শুভানুধ্যায়ী বন্ধু। নয় কি ?

কিন্তু তোমার কি কেউ নই আমি ?

হাসলেন ফিলিপ : কে বলচে নও ? আমার পারিবারিক বন্ধু যখন তুমি, আমারও বন্ধু তুমি। আচ্ছা, উঠি। দেখি, থেলমার কী হ'লো।

ফিলিপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ক্লারা হাসলেন মনে মনে : প্রতারক পুরুষ, তুমি দু'কুলই রাখতে চাও। বাইরে ভেরে, আর ঘরে থেলমা—দু'জনেরই মন রাখতে ব্যগ্র ?

ক্লারা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে যোগ দিলেন অন্যান্যদের সঙ্গে।

এরিংটন পা টিপেটিপে ঢুকলেন থেলমার শোবার ঘরে।

দেখলেন, থেলমা বিছানার উপরে শুয়ে আছে উপুড় হ'য়ে। কাছে এগিয়ে গেলেন ফিলিপ। চোখ বুজে শুয়ে আছে থেলমা। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়েচে অশ্রুবারি। ফিলিপ মাথা নত ক'রে সস্নেহে চুম্বন করলেন তাঁর প্রিয়তমাকে।

থেলমা চমকে উঠে বসলো। তাড়াতাড়ি চোখ মুছলো : তুমি ?

হ্যাঁ।—ফিলিপ বললেন : কাঁদচো কেন ?

না, না, কাঁদিনি।

মাথা ধরেচে বুঝি ?

না তো !

তবে ?

ক্লান্ত হয়ে প'ড়েছিলাম। চলো যাই, বাইরে।— উঠে দাঁড়ালো থেলমা।

ফিলিপ তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে দু'গালে এঁকে দিলেন প্রেমচিহ্ন।

থেলমা জিগ্যেস করলো: তুমি আমায় ভালবাসো?

এ প্রশ্ন কেন?

এমনি।

কেন, অবিশ্বাসের কিছু করেচি নাকি?

না, না। এমনি জিগ্যেস করলাম।

ফিলিপ বললেন: ভালবাসি তোমায় প্রাণের চেয়েও থেলমা।

স্বামীর বুকে মাথা রেখে চোখবুজে রইলো থেলমা। কিছু বললো না। প্রাণ ভ'রে অনুভব করলো যেন তার স্বামীর প্রাণের কথা। মনে মনে বললো: ওগো, তোমায় না বুঝে কষ্ট দিযেচি, মনে কিছু ক'রো না, আমায় ক্ষমা করো।

ফিলিপ, থেলমাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন হলে, যেখানে আর সবাই তখন গল্পে মত্ত। থেলমার মুখেও নিশ্চিন্তের ভাব। লক্ষ্য করলেন ক্লারা। তাঁর ঠোঁট দু'খানায় বাঁকা হাসি।

লর্ড মেশার্ভিলকে হলের বাইরে যেতে দেখেই মিসেস মার্ভেল মার্সিয়াকে কী যেন ইঙ্গিত করলেন। একটু পরেই সবার অলক্ষ্যে মার্সিয়াও বেরিয়ে গেল বাইরে।

ব্রাণ্ডির মাত্রাটা একটু বেশি বাড়িয়েচেন লর্ড মেশার্ভিল—তবু মাথাটা ধরে আছে কেন যেন। তাই বাইরে বেরিয়েচেন খোলা হাওয়ায়। বাড়ির

সিঁড়ি বেয়ে নেমে বাগানের মধ্যে ঢুকচেন, পেছন থেকে ডাকলো মার্সিয়া : এলজি, কোথায় চললে ?

ফিরে দাঁড়ালেন মেশার্ভিল : তুমি যে ?

তোমাকে দেখে।

ওঃ, এত সৌভাগ্য ?

সৌভাগ্য তো আমারও। তোমায় একলা পেলাম। এসো, ঐদিক যাই, বেশ নিরালা।

চলো।

দু'জনে গিয়ে ঢুকলো এক ঝোপের আড়ালে। বনফুলের সৌরভ ছড়ানো চারিদিকে। ঘাসের মোটা কার্পেট পাতা জায়গাটায়। আকাশে অপূর্ণচন্দ্রের ম্লান আলো।

এসো, বসি।—মার্সিয়া বসলো।

হেসে বসলেন এলজিও : ও, আজ যে বড় খাতির ? ব্যাপার কি ?

অভিমানের অভিনয় করলো মার্সিয়া : ও, ভালো কথাও বলতে নেই ? যাক, কথা বলবো না আমি।

অমনি রাগ ? এলজি, মার্সিয়ার সরু কোমরটা বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে কাছে আনলেন। গলে যাওয়া মার্সিয়া ঢ'লে পড়লো এলজির বুকে। এলজি তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে বাঁচালেন তাঁর চশমা।

সত্য মার্সিয়া, তোমায় এখানে দেখে পর্যন্ত সুযোগ খুঁজছিলাম, একটু নিরালায় ব'সে গল্প করবার জন্যে।

যাক সুযোগ পেলে তো ?—হাসলো মার্সিয়া।

তোমার দয়ায়।

তবে বেশি সুযোগ নিতে যেয়ো না যেন ?—এবার ঢ'লে পড়লো এলজির কোলে। এলজি সুযোগ ছাড়লেন না। বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে মার্সিয়ার ঠোঁটে চেপে ধরলেন তাঁর ঠোঁট।

হঠাৎ উঠে বসলো মার্সিয়া : নাও, ছাড়ো এবার, যাই।

এরিমধ্যে !

বারে, দেরি হয়ে যাবে না ?

না, না।—এলজির রক্ত নেচে উঠলো : এসো, আমার বুকে এসো। —এলজির পাথর বুকে নিষ্পেষিত হ'লো মার্সিয়ার যৌবন-সাক্ষ্য দু'টি।

কী হবে এমন ক'রে ?—মার্সিয়া করুণ সুরে বললো।

কেন ?

ফুলের মধু শেষ হ'লেই তো উড়ে যাবে ?

তাই বুঝি পালিয়ে যেতে চাও ?

ধরো তাই ?

কিন্তু যদি এমনি ক'রেই বেঁধে রাখি, তা' হলে ?

লোকে নিন্দে করবে।

লোকনিন্দের ভয় করো ?

করিনে ? মেয়েমানুষ। কুৎসা রটালে বিয়ে হবে না যে !

আর—আর, ধরো তোমায় যদি বিয়ে করি আমি ?

তুমি ? তুমি ?—মার্সিয়া আবেগে জড়িয়ে ধরলো এলজির গলা। বললো : তুমি লর্ড, তুমি বিয়ে করবে আমার মত একজন সাধারণ মেয়েকে ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ ! এসো।—এলজির রক্তে তখন শুরু হয়েছে উদ্দামনৃত্য। মার্সিয়ার সমর্পিত দেহ কাঁপচে থরথর। তার চোখে ভাসচে লর্ড মেশার্ভিলের ইয়র্কশায়ারের বাড়িখানা : মেশার্ভিল পার্ক। বড় বড় ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্চে সে, ভেসে বেড়াচ্চে সে : লেডি মেশার্ভিল। দেহ যাঁর হস্তগত, তাঁর ঐশ্বর্য্য, মান, সম্মান যে তারও হস্তগত প্রায়।

লর্ড মেসার্ভিল মার্সিয়ার দেহের ফাঁদে জড়িয়ে গেলেন।

হলের এককোণে মিসেস মার্ভেল আর মার্সিয়ার মা মিসেস ভ্যান ক্লাপ, গল্প করছিলেন নীচু গলায়। বিষয়ঃ অন্যের কুৎসা। এমন সময় সেখানে এসে দাঁড়ালো মার্সিয়া।

মিসেস মার্ভেল অর্থপূর্ণ হাসি হেসে জিগ্যেস করলেন নীচু গলায়ঃ কী খবর ?

সুখবর।

বটে !—মা বললেন।

ভালোই হ'লো।—মিসেস মার্ভেল বললেনঃ ফিলিপকে হাত করতে পারোনি, তবে এলজিও মন্দ নয়। অন্ততঃ মনের মত ক'রে গ'ড়ে পিটে নিতে পারবে। যাক্, এবার খবরটা রটিয়ে দেওয়া দরকার, লর্ড মেশার্ভিল মার্সিয়ার সঙ্গে এনগেজ্‌ড।

মার্সিয়া স'রে গেল সেখান থেকে।

মিসেস ভ্যান ক্লাপ বললেন মিসেস মার্ভেলকেঃ এসব হ'লো আপনার চেষ্টায়। অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। কালই আপনাকে চেকটা দিয়ে দেবো।

হবে'খন পরে।—হাসলেন মিসেস মার্ভেল।

না, না, আপত্তি করবেন না। সামান্য দু'শো পাউণ্ড আপনার এই কাজের তুলনায় কিছু না। ও আপনাকে নিতেই হবে।

বেশ। দেবেন তা' হলে।

অতএব খবরটা প্রচার ক'রে দেওয়া হ'লো অনেককেই। থেলমা শুনে খুব খুশি। মার্সিয়াকে জানালো তার সাদর সম্ভাষণ !

লর্ড এরিংটনের লাইব্রেরি ঘরে গল্প করছিলেন লরিমার আর ডুপ্রে। অবশ্য,লরিমার বসেছিলেন পিয়ানোর টুলে; তাঁর অলস অঙুলি মাঝে মাঝে পিয়ানোর পর্দায় আঘাত দিয়ে টুংটাং আওয়াজ তুলছিল কথার মাঝে মাঝে।

যাক্, থেলমা সুখেই ঘর করচে, দেখা গেল।—বললেন লরিমার।

ডুপ্রে বললেন : আমার ধারণা কিন্তু অন্তরকম।

কী রকম ?—অবাক হ'লেন লরিমার।

মানে, ব্রিটার কাছে খবরটা পেয়েচি।

ও, ব্রিটা বুঝি তার মনের কথা বলেচে তোমাকে ? তার মনের কথা বলবার মত মনের মানুষ তুমি নাকি ?

যাই বলো, বাধা দেবো না। ব্রিটার মত মেয়েকে প্রশংসা না ক'রে পারিনে। সব সময় ওর চোখ রয়েছে থেলমার উপর! ঐ লেডি উনশ্লে নাকি থেলমাকে হিংসে করে, কিন্তু মুখে দেখায় ভালবাসা।

কেন ?

কারণ—বলতে গিয়ে বাধা পেলেন ডুপ্রে। কারণ, সেই সময় ঘরে ঢুকলো থেলমা।

কী ব্যাপার ?—থেলমা বললো : আপনারা দু'জনে এখানে বসে গল্প করচেন, আর ওদিকে যে খাবার সময় হ'য়ে এলো।

ঠিক তো ?—ডুপ্রে উঠে দাঁড়ালেন : আমি যাই লরিমার, তোমার মাকে নিয়ে আসি। তাঁকে আমি বসে থাকতে দিইনাম।

ডুপ্রে চলে গেলেন। থেলমা বসলো একটা চেয়ারে।

পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন ?

না, এই এমনি।—থেলমার সরল, সুন্দর চোখের দিকে চাইতেই লরিমারের শরীরের ভিতর দিয়ে খেলে গেল বিদ্যুৎ প্রবাহ। যে নারীকে তিনি মনে মনে ভালবেসেচেন – তার কাছে বসে নির্বিকার হ'য়ে থাকা কত যে দুরূহ তা বোঝানো দুষ্কর।

একটু বাজান না, শুনি!

লরিমার মাথা নত ক'রে শুরু করলো পিয়ানোর পর্দায় পর্দায় অঙ্গুলি চালনা। বেজে উঠলো করুণ ঝংকার। ঘরময় কেঁদে কেঁদে বেড়াতে লাগলো সুর মূর্ছনা।

হঠাৎ থেলমা ব'লে উঠলো: না, না, ও সুর নয়, ও সুর নয়—অন্য সুর। আপনাকে অনুনয় করচি, অন্য সুর।—চোখ দুটি থেলমার ছলছল করে উঠলো।

থমকে থেমে গেল সুর। উঠে দাঁড়ালেন লরিমার। কাছে এলেন থেলমার। থেলমার চোখে জল। না, না, উচিৎ হয়নি ও সুর বাজানো। থেলমা, থেলমা, ক্ষমা করো। ইচ্ছে হ'লো তাঁর, আরো কাছে গিয়ে মুছিয়ে দেন তাঁর চোখের জল। কিন্তু এই দুর্বল মুহূর্তে সতর্ক না হওয়া বিপজ্জনক।

থেলমা!

জলভরা চোখ দু'টো তুলে ধরলো থেলমা লরিমারের দিকে।

তুমি আমায় বিশ্বাস করো?

করি। কেন এ কথা বলচেন?

মনে তোমার কিসের কষ্ট বলো আমায় খুলে।

কষ্ট? না, না—থেলমা লরিমারের ডান হাতখানা তার দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো: কোন কষ্ট নেই আমার। এক একসময় এক অদ্ভুত আশংকা আমাকে অভিভূত করে ফেলে।

কেউ কি তোমাকে কিছু বলেচে?—লরিমার বললেন: তুমি তো সে কথা ফিলিপকে বলতে পারো।

না, না, তা হয় না।—থেলমা বললো: আপনি তো কাউকে ভালবাসেননি—মন দেননি কাউকেই—কাজেই বুঝবেন কি ক'রে এই মনের কথা। মন যাকে দেওয়া যায়, মনোকষ্ট তাকে দেওয়া যায় না যে। আমার দুঃখ তাকে ব'লে তাকে ভাবানো, সে তো আরো দুঃখের কথা। তাঁর মনের সুখটুকু নষ্ট করবো আমি? তিলে তিলে মরবো বরং সেও ভালো।

লরিমার বললেন: সত্যি, তুমি এমন বাস্তব জগতের জন্যে তৈরি হওনি। অথচ ভাবি, কী ক'রে তুমি এই স্বার্থপর, ভয়ংকর পংকিল

সমাজের মধ্যে থেকে নিজেকে আজো আলাদা ক'রে রেখেচো।—লরিমার এবার থেলমার হাত দু'খানা নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরলেন: আমার ভয় হয়, অনেকেই হয়তো তোমাকে ভুল বোঝে। হয়তো বা কেউ তোমাকে আঘাত ক'রেচে অন্যায় ক'রে!

এমন সময় ঘরে এলেন স্যার ফ্রান্সিস লেনক্স: খাবার টেবিলে আসবেন কি লেডি এরিংটন?—ব'লেই থেমে গেলেন তিনি।

লরিমারের হাত থেকে থেলমার হাত গেল খুলে: চলুন, যাই। বললো থেলমা।

না, না, বরং আপনারা গল্প করুন।—লেনী বললেন: সত্যি, হঠাৎ এসে আপনাদের গল্পে বাধা দেওয়া অন্যায় হয়েচে আমার।

কিচ্ছু অন্যায় হয়নি। চলুন। আসুন মিঃ লরিমার।—বললো থেলমা।

লেনী এগিয়ে দিলেন তাঁর হাতখানা থেলমার দিকে। সৌজন্যের খাতিরে সে হাতে ভর দিয়ে থেলমা বেরুলেন লেনীর সঙ্গে। পাশে লরিমার।

শরতের শুরুতে 'ম্যানর' আবার খালি হ'লো!

অতিথিরা আগেই চলে গেছলেন লণ্ডনে। সহুরে লোক তাঁরা, গ্রামে কয়েকদিন থাকা যায় মুখ বুজে, কিন্তু তার পরেই প্রাণ কাঁদে সহরের জন্যে।

নভেম্বরের গোড়ায় মার্সিয়ার বিয়ে হ'লো লর্ড এলজির সঙ্গে। সে বিয়ের বরের পিসি, কনের মাসি হ'লেন মিসেস রাস মার্ভিল। বাস্তবিক, ভদ্র মহিলার দূরদৃষ্টির জন্যে সম্ভবপর হ'লো এই বিবাহ।

মার্সিয়াকে তিনি বলেছিলেন, অনেকদিন ধ'রে কোর্টশিপ চালানো বোকামি। পুরুষ জাতকে বেশি খেলাতে গেলে খেলো হ'য়ে যেতে হয়, আর হাত খোলা পেলেই উড়ে গিয়ে বসে অন্য ফুলে। বাঁধতে যখন

হবেই, বেঁধে ফেলাই ভাল। মার্সিয়া প্রবীণার উপদেশ মেনে নিয়েছিল, কাজেই লাভ করলো লর্ড এলজিকে, হ'লো লেডি—তার অনেকদিনের আশা।

ওঃ অনেক বেগ পেতে হয়েচে আমাকে, ঐ দু'টিকে এক করতে। বললেন মিসেস মার্ভিল : কাজেই পাঁচশো গিনি এ কাজের পক্ষে মোটেই বেশি নয়।

কিন্তু দিয়েচেন টাকাটা?—জিগ্যেস করলেন মিঃ রাস মার্ভিল, ভয়ে ভয়ে।

নিশ্চয়ই। কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে পেয়েচি। এবারকার শীত থেকে পালাই চলো ইতালীতে। টাকাটা খরচ করা যাক মজা ক'রে।

বেশ তো, কোন আপত্তি নেই!—আপত্তির কি থাকতে পারে ভৃত্যের বা গাদা বোটের!

কাজেই ইতালীতে বেড়াতে গেলেন তাঁরা। মার্সিয়া ও এলজি কন্টিনেন্টে গেলেন মধুযামিনী যাপন করতে। বো লাভলেস গেছেন কোমো-তে। লরিমার আর ডুপ্রে গেছেন চলে প্যারীতে। মানে, ইংলণ্ডের শীত থেকে পালালেন অনেকেই। র'য়ে গেলেন, এরিংটন আর থেলমা। এরিংটন ব্যস্ত হলেন আবার পার্লামেন্টের নির্বাচনের ব্যাপারে; তাঁকে সাহায্য করতে লাগলো নেভিল। লেডি উনশ্লেও যান নি বাইরে—তিনি থেলমার সঙ্গেই কাটাতে লাগলেন প্রায় সময়। বাইরে থেকে মনে হ'তে লাগলো যেন এক বৃন্তে দু'টি ফুল। এরিংটন ভাবলেন, ভালোই হ'লো, থেলমা সঙ্গী পেলো একজন। কিন্তু ব্রিটা রাখলো সতর্ক দৃষ্টি ঐ মুখে-হাসি লেডি উনশ্লের উপর। হাসি দিয়েই কাজ হাসিল করতে চান ভদ্র মহিলা, ব্রিটা বুঝতে পারলো তা'। তাছাড়া ব্রিটা ভাব জমালো লেডি উনশ্লের পরিচারিকা লুইসা রেনোর সঙ্গে এবং ব্রিগস্-এর সঙ্গে।

থেলমা লণ্ডনে ফিরে এসে নেভিলকে দেখে আশ্চর্য হ'য়ে গেল। চেনা যায় না। রোগা হ'য়ে গেছে। চুলগুলো সব গেছে পেকে। একটু নুয়ে পড়েচে যেন। চোখ দু'টো উদাস, দৃষ্টি বিভ্রান্ত। থেলমার সঙ্গে দেখা হ'লে কোনরকমে দু'চারটে কথা বলেই স'রে পড়ে। নিজেকে লুকোতে চায় সর্বদা।

মিঃ নেভিল কি অসুস্থ ?—স্বামীকে জিগ্যেস করলো থেলমা।

হুঁ।

কেন কি হয়েচে ?

বেচারীর স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছলো কয়েক বছর আগে ; কিন্তু তাতে সে দমেনি এতদিন। ভেবেছিল, আবার সে আসবে নেভিলের কাছে ফিরে। কিন্তু আর সে আশা নেই নাকি।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, তাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় ?

না।—ফিলিপ বললেন : তা ছাড়া অন্যের নোংরা ব্যাপারে না থাকাই ভাল।

কিন্তু মিঃ নেভিলের জন্যে কষ্ট হয় না তোমার ?

হয়। কিন্তু উপায় নেই।

লেডি উনস্লে প্রতিদিন থেলমার কাছে আসা-যাওয়া করচেন, কিন্তু আশাহত হচ্ছেন ক্রমেই। ফিলিপ আর ভায়লেট ভেরে-র কথাটা খোলাও ক'রে বলবার সুযোগ পাচ্ছেন না মোটেই। শেষে একদিন বলতে গিয়ে থেলমার কাছ থেকে উত্তর পেলেন চমৎকার।

থেলমা বললো : দেখ ক্লারা, স্বামীকে আমি অবিশ্বাস করিনে মোটেই। আর ওঁর নিজের মুখ থেকে এবিষয়ে কোন কথ

না শোনা পর্যন্ত কিছু ভেবে নেওয়াটা ভুল হবে। তাছাড়া ধরো যদি তিনি অন্য কাউকে ভালো বেসেই থাকেন—তা'হলে বুঝতে হবে সে দোষ আমার।

তোমার!—আকাশ থেকে পড়েছিলেন ক্লারা।

কেন নয়? থেলমা ম্লান হেসে বলোচলো: আমি তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারিনি, সুখী করতে পারিনি, তাইতো তিনি গেছেন অন্য কোথাও একটু শান্তি পেতে, সুখী হ'তে। ফুল যতক্ষণ সুগন্ধ বিলোয় ততক্ষণই তার আদর।

এরপর আর কি কথা থাকতে পারে? চুপ করে গেছলেন ক্লারা। তবু বলেছিলেন: তুমি স্বামীকে দেবতা ক'রে রেখেচো বটে, কিন্তু এযুগে ওভাবে চলাটা কি ঠিক?

কী করবো ভাই, আমাদের দেশের শিক্ষাই যে ঐ রকম! স্বামীকে আমরা স্বামী বলেই ভক্তি করি, আজ্ঞাবহ জীব ব'লে ভাবতেও পারিনে হয়তো তোমাদের মনের মতন আমি নই—কিন্তু আমার মনের মতন ক'রে তাঁকে যদি পাই—তাই কি আমার সব চেয়ে বড় পাওয়া নয়?

ও মেয়েকে আর কি বলবেন তিনি? ওসব কথা আর না তুলে অন্য কথায় এসেছিলেন তিনি।

কিন্তু এটা তো মিথ্যে নয়, ফিলিপের সঙ্গে রয়েচে ভায়লেট ভেরে-র গোপন সম্পর্ক—ক্লারা ভাবলেন। এবং এরকম ভাবা, সত্যি কথা বলতে কি, অন্যায় হয়নি তাঁর পক্ষে। ব্যাপারটা কানা ঘুসো হ'তে হ'তে অনেক কানেই গিয়ে পৌচেছে এবং যদিও ফিলিপের সামনে এসব নিয়ে কেউ কোনদিন আলোচনা করেনি তবে তার পেছনে যে অনেকেই হাসে—তা তো ক্লারার কাছে অজানা নেই।

একদিন সন্ধ্যায় লর্ড এরিংটন ডিনারের পর বেরুলেন তাঁর সেক্রেটারী নেভিলকে নিয়ে। যাবার সময় থেলমাকে বলে গেলেন, ফিরতে দেরি হবে, কাজেই যেন জেগে না থাকে থেলমা তাঁর জন্যে।

স্বামী চলে যাবার পর থেলমার হঠাৎ কি মনে হ'লো—বার করলো তার পুরোন চরকাটা। বসবার ঘরে ব'সে শুরু করলো সেটায় সুতো কাটা। সেই নরউইজান চরকার পুরোন শব্দ থেলমার প্রাণে জাগিয়ে দিল অতীত দিনের মধুর স্মৃতি। তার ছোটবেলাকার কথা।

এমন সময় ভৃত্য মরিস এসে খবর দিল—স্যার ফ্রান্সিস লেনক্স এসেচেন দেখা করতে।

বলতে না বলতেই দেখা গেল লেনী ঢুকচেন বসবার ঘরে। থেলমা তাড়াতাড়ি চরকার টুল থেকে উঠে দাঁড়ালো, হেসে অভ্যর্থনা করলো তাঁকে।

লেনী থেমে গেলেন ঘরের মাঝখানেই। বললেন: কী আশ্চর্য, আপনাকে এভাবে চরকা কাটতে দেখবো আশা করিনি। ঠাকুমা, দিদিমাদের এ অভ্যাস আপনার আছে নাকি? চমৎকার তো!—নাটকীয় ভঙ্গীতে হাত পা নেড়ে বললেন: সত্যিই, আপনার গুণ যত প্রকাশ পাচ্চে, ততই মুগ্ধ হচ্চি।

থেলমা হাসলো: নিন, বসুন এখন। অত প্রশংসা করবার কিছু নেই।

লেনী বসলেন। বললেন: যা সত্যি, তাই বললাম।

থেলমা ঘুরিয়ে দিল কথা: আপনি এলেন, কিন্তু উনি বাড়ি নেই।

স্বামী আপনার বাড়ি নেই জানি।—লেনী হাসলেন: তাঁকে ব্রিলিয়েণ্ট থিয়েটারের কাছে দেখলাম। তবু এলাম এখানে আপনার সঙ্গে একটু গল্প করতে।

লেনীর কথায় থেলমা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। তবু ভদ্রতার খাতিরে কিছু বললো না। বসলো পাশের সোফায়।

লেনী বললেন: চরকা কাটা বন্ধ করলেন কেন? আপনার ঐ সোণালী চুল এলিয়ে দিয়ে চরকা কাটা দেখে মনে হচ্ছিল আমি রূপকথার দেশে এসেচি। রূপবতী রাজকন্যা যেন নিভৃতে বসে আপন মনে কাটচে চরকা আর ভাবচে রাজপুত্রের কথা। কিন্তু হায়, আপনার রাজপুত্রটী এখন অন্য ফুলের মধু খাবার চেষ্টায় আছেন, তা বোধহয় জানেন।

আপনাকে এ খবর কে দিয়েচে?—থেলমা লজ্জায় লাল হ'য়ে গেল। রাগও হ'লো তার।

লেনী হাসলেন: খবর সবাই জানে, কাউকে দেবার দরকার নেই আর। শুধু আপনিই জানেন না দেখচি। শুধু জানাজানি নয়, এ নিয়ে আমাদের ক্লাবে রীতিমত আলোচনাও হয়। অবশ্য, আপনার জন্যে সবাই দুঃখ প্রকাশ করে। এমন রত্নকে যত্ন করতে শিখলেন না উনি। সত্যি, আপনাকে দেখলে দুঃখ হয়।

দুঃখ হয় আমাকে দেখলে?—থেলমা রেগে গেল: দুঃখ হয়, ঘরে বসে কাদুন গিয়ে, আমাকে সে দুঃখের কথা না জানালেও চলবে। এবং দয়া করে আপনি আপনার ক্লাবের বন্ধুদের বলবেন, আমার জন্যে তাঁরা যেন অত না ভাবেন! অতজনের দীর্ঘনিঃশ্বাস সহ্য করবার মত শক্তি আমার নেই জানবেন। আর জেনে রাখুন আপনি, আমার স্বামীকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালবাসি এবং তিনিও ভালবাসেন আমাকে সর্বান্তঃকরণে। আমার মত সুখী বোধহয় এ পৃথিবীতে আর কেউ আছে কিনা সন্দেহ। ঐশ্বর্য, ভালবাসা, সম্মান সব পেয়েচি আমি, সব পেয়েচি।

লেনী হাসলেন: সত্যি আপনার বিশ্বাসকে আমার নষ্ট করবার কোন ইচ্ছেই নেই। তবু কর্তব্যের খাতিরে আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্চি—আর সব পেয়ে থাকতে পারেন আপনি, কিন্তু স্বামীর ভালবাসা থেকে আপনি কিছুদিন থেকে বঞ্চিতা। যে ভালবাসা পাচ্চেন, তা তাঁর অভিনয় মাত্র। কারণ সুন্দরী অভিনেত্রী ভায়লেট ভেরে-র মৃণাল বাহু-বন্ধনের মধ্যে

থেকে অন্য নারীর কথা, তা সে নিজের স্ত্রীই হোন—ভাবা একটু শক্ত, ভালবাসার কথা তো বলতেই চাইনে।

ও, থেলমা বললো : ভায়লেট ভেরে-র বাহুবন্ধনে থাকলে মনের অবস্থা কেমন হয়, আপনারও জানা আছে দেখচি। দেখুন স্যার ফ্রান্সিস, আপনি এখন আমাকে একটু একলা থাকতে দিলে বিশেষ বাধিত হবো। আমি অসুস্থ বোধ করচি, মাথা ঘুরচে আমার—আপনি দয়া ক'রে—

আর বলতে পারলো না থেলমা। সোফায় বসে ছিল সে, সেখানেই এলিয়ে পড়লো। অজ্ঞান হ'যে গেল থেলমা।

লেনী তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ভেজানো দরজায় ছিটকিনি এটে দিয়ে সোফার পাশে হাটু গেড়ে বসলেন। সুন্দরী থেলমা অসহায় হ'য়ে শিশুর মতো ঘুমুচ্চে যেন। আয়ত আঁখিদুটি ক্লান্তিতে মুদে আছে বুঝি! সুউচ্চ, সুঠাম বক্ষযুগল মৃদু ওঠা-নামা করচে, শ্বাস বইচে অতি ধীরে ধীরে। সরু কোমরটি অপরূপভঙ্গীতে বংকিম, মাংসল উরুর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তার পাতলা পোষাকের আড়ালে।

থেলমার জ্ঞান ফেরাবার জন্যে লেনী কোন চেষ্টাই করলো না। বরং নির্লজ্জ লেনীর আচরণে দেখা গেল জঘন্য প্রবৃত্তি। লেনী দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো থেলমার সরু কোমর—টেনে নিলো নিজের বুকের মধ্যে তারপর? লিখতে আমাদেরও ঘৃণা হয়—নির্লজ্জ চুম্বন করলো থেলমাকে। একবার নয়, দুবার নয়—বারবার।

এমন সময় থেলমার যেন জ্ঞান হ'লো। ভাবলো, বুঝি ফিলিপের আলিঙ্গনবদ্ধ সে। কিন্তু চোখ খুলে দেখে—লেনী। তাড়াতাড়ি তাকে ঠেলে দিতে গেল। ছাড়ুন, ছাড়ুন আমাকে। একী হচ্চে!

পাষাণী, দয়া করো।—লেনীর কণ্ঠে আবেগ।

আমাকে ছাড়ুন শীগগীর।—থেলমা নিজেকে লেনীর কবলমুক্ত করবার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না।

লেনী নিজের বুকের মধ্যে থেলমাকে চেপে ধ'রে বললো : থেলমা, সোনা, দয়া করো, আমি তোমার জন্যে পাগল।—ব'লেই আবার চেপে ধরলো তার ঠোঁট থেলমার ফ্যাকাসে গালে।

থেলমা চীৎকার ক'রে উঠলে,—যেন যন্ত্রণায়। লেনী হয়তো ভাবে বিভোর ছিলেন, সেই সুযোগে থেলমা হঠাৎ কামড়ে দিলো লেনীর হাত। যন্ত্রণায় লেনী হাত ছেড়ে দিতেই এক হেঁচকাটানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল পাষণ্ডটার কামনার কবল থেকে। হাঁফাতে হাঁফাতে বললো : লজ্জা করে না পরস্ত্রীর গায়ে হাত দিতে ?

থর থর কাঁপতে লাগলো থেলমা। সোনালী চুলগুলো এলো [illegible] ছড়িয়ে পড়েচে চাঁদের মত মুখখানিতে। চোখ দু'টি ভীত বিহ্বল!

লেনী বললো : লেডি এরিংটন, থেলমা—তোমার রূপমুগ্ধ আমি। তোমার চরণে আমার স্থান দাও রাণি, মিটুক আমার সৌন্দর্যের পিপাসা।

থেলমা ততক্ষণে অনেকটা সাহস ফিরে পেয়েচে। বললো : নির্লজ্জ, বিশ্বাসঘাতক,—চমৎকার! শয়তান, বেরোও এখান থেকে। নইলে আমি ঘন্টি বাজাবো।—থেলমা ঘন্টির কাছে এগিয়ে গেল।

বৃথা চেষ্টা করচো থেলমা—লেনী বললো : দরজায় ছিটকিনি দেওয়া। তোমার ডাকে ঘরে ঢুকতে পারবে না কেউ!

দরজা বন্ধ! ভয় পেলো থেলমা। এসে দাঁড়ালো বড় ভেনাস-এর ছবির কাছে, দেওয়াল ঘেঁসে।

হ্যাঁ বন্ধ। এসো থেলমা, বুকে এসো। কোনো ভয় নেই। জানো তুমি যখন অজ্ঞান হয়েছিলে আমি তোমার নরম গালে চুমু দিয়েচি অনেকবার—অন্ততঃ পঞ্চাশবার। তবু তবু যেন তৃষ্ণা মেটেনি আমার। তবে এইটুকু ভেবেই আমি সুখী হবো যে, আমার সে চুম্বন তুমি কোনদিনই তোমার ঐ লাল গাল থেকে মুছে ফেলতে পারবে না; পারবে না ভুলে যেতে যে, একদিন আমার এই ঠোঁট দুটি পেয়েছিল তোমার গাল

ছোঁবার সৌভাগ্য। এমন কি—যদি মনে করি, এখন এখনও আবার আমি সেই সুখভোগ করতে পারি—

বলেই লেনী এগিয়ে গেল থেলমাকে ধরতে। থেলমা প্রস্তুত ছিল; কাছে আসতেই যত জোরে পারে ঠাস্ ক'রে এক চড বসালো তার গালে।

আচমকা চড় খেয়ে থেমে গেল লেনী। গালে হাত বুলাতে লাগল। থেলমা সেই সুযোগে—'ভেনাস'-এর ছবির পেছনে একটা বোতাম টিপলো, দেওয়ালে একটু ফাঁক হ'তেই—ভিতরে থেলমা ঢুকে গেল। দেওয়াল বন্ধ হ'য়ে গেল।

একি ব্যাপার! লেনী অবাক হ'য়ে গেল। এমনটা যে হবে ভাবে নি। গালের জ্বালার সঙ্গে তার গায়ের জ্বালা দেখা দিল। এঃ, খুব পালিয়েচে তো! এই ছিল, এই নেই? তাড়াতাড়ি দেওয়ালটার কাছে গিয়ে ছবির পেছনে অনেক খোঁজা খুঁজি করলো গোপন বোতামটি পাবার জন্যে—কিন্তু হতাশ হ'তে হ'লো তাকে। ভাবলো, পাখী যখন এ যাত্রায় পালিয়েছেই, তখন আর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা বোকামি। তাড়াতাড়ি ঘরের ছিটকিনি খুলে দিয়ে ঘন্টি ধ'রে টানলো।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত হ'লো মরিস: ডেকেচেন আমাকে?

হ্যাঁ, একটা গাড়ি ডেকে দাও।

চ'লে গেল মরিস। লেনীও ঘর থেকে বেরিয়ে এলো হলে। টুপি আর ওভারকোটটা নিয়ে সদরে এসে দাঁড়ালো। সামনেই একটা গাড়ি পাওয়া গেছলো, মরিস সেটা ডাকতেই লেনী তার হাতে একটা শিলিং গুঁজে দিয়ে খটখট ক'রে গাড়িতে গিয়ে বসলো।

মরিস সেলাম দিল। পোষাকে-ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলো চমৎকার গাম্ভীর্য বজায় রেখে। গাড়ি ছেড়ে দিল।

গাড়ি গিয়ে দাঁড়ালো ক্রমওয়েল রোডে একটা বাড়িতে।

লেনী তাড়াতাড়ি নামলো। দরজা বন্ধ। ঘন্টি দিলো। দরজা খুলে দিল এক তরুণী পরিচারিকা।

মিঃ স্নোলে গ্রাবস্ আছেন?

আছেন। ভিতরে পার্টিতে ব্যস্ত।

ঠিক আছে, এই কার্ডখানা তাঁকে দাও, বলো অপেক্ষা করচেন তিনি।

আসুন ভিতরে।

লেনী ভিতরে যেতেই দরজা বন্ধ ক'রে দিল পরিচারিকা।

বসবার ঘরের আর্সিটায় নিজের ছায়া পড়তে লেনী দেখলো, গালটা লাল হ'য়ে গেছে। উঃ, তেজ আছে মেয়েটার! যাক দেখচি। টেবিলে কাগজ পেন্সিল ছিল। খস্ খস্ ক'রে কী যেন লিখতে লাগলো লেনী।

একটু পরেই মিঃ গ্রাবস এসে হাজির। গোলগাল চেহারা। মুখখানা হাসি হাসি: আরে, আপনি? আসুন না উপরে পার্টিতে? অনেক মেয়েরা এসেচে

আজ একটু তাড়া আছে। কিছু মনে করবেন না।—লেনী বললো: আমি এসেছিলাম, আপনার 'সর্প' পত্রিকার জন্যে একটি চমৎকার খবর নিয়ে। এই নিন কাগজ—এতেই সব লেখা।

মিঃ গ্রাবস্ কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে প'ড়ে বললেন: সত্যিই একটা ছাপাবার মত খবর। তবে খবরটা ঠিক তো?

বাজে খবর দিই আমি কখনো?

না, না, তা নয়। মানে জিগ্যেস ক'রে নিলাম। এসব বিষয়ে আপনার খবর পাকা, তা আমাদের ভালোই জানা আছে।

আচ্ছা, তবে চলি। তবে হ্যাঁ, এই খবরটা ছাপা হ'লে ঐ সংখ্যার একশ'খানা কপি আমাকে দিতে হবে কিন্তু।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।—লেনীর পিঠ চাপড়ে দিলেন মিঃ গ্রাবস্।

কিন্তু ছাপাতে ভয় পাবেন না তো?

ভয়? এ শর্মা সত্যি কথা ছাপাতে ভয় পায় না। সেজন্যে জেলে যেতে হয় সেও স্বীকার।

গুড্।

চলুন আপনাকে এগিয়ে দিই।

দরকার নেই। গাড়ি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, আমি চলি। আপনি যান আপনার পার্টিতে।

লেনী চলে গেল। তার গায়ের জ্বালা জল হ'য়ে গেল। কিন্তু গালের জ্বালা? গালে হাত বুলালো লেনী: উঃ এখনো জ্বলচে যেন।

গাল জ্বলচে থেলমারও।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করচে থেলমা অশান্তপায়ে। পাজী, শয়তান। থর থর কাঁপচে তার দেহলতা। নিজেকে অপবিত্র মনে হচ্চে যেন। শয়তানের ছোঁয়া লেগেচে তার গায়ে। শয়তানটা কোথায়? চলে গেছে তো! ঘণ্টি দিল থেলমা।

এলো ব্রিটা। থেলমা বললো: স্যার লেনক্স চ'লে গেছেন?

হ্যাঁ!

মরিসকে বলো, আর যেন তাঁকে এ বাড়িতে ঢুকতে না দেয়!

আচ্ছা।—আর কিছু জিগ্যেস করলো না ব্রিটা। দরকার কি? ফ্রোকেন রাগ করবে।

কিন্তু থেলমা বললো: লণ্ডন আমার ভাল লাগচে না ব্রিটা। বিশ্রী, বিশ্রী। আচ্ছা, যাও এখন, শোও গিয়ে। আমিও শুই।

ব্রিটা চলে গেল। বুঝলো ফ্রোকেন তার দুঃখ পেয়েচে কোন কারণে। কিন্তু জিগ্যেস করে লাভ নেই।

থেলমা শুলো। কিন্তু চোখে ঘুম নেই। ঘুমের কি দোষ? এ অবস্থায় ঘুম আসে কখনো—অন্ততঃ স্বাভাবিক মানুষের চোখে? ওঁকে

বলবো সব? বললে, লেনীকে আচ্ছা শিক্ষা দেবেন—এটা ঠিকই। কিন্তু উনিও তো পাবেন মনে কষ্ট। ভেঙে পড়বেন উনি। কিন্তু শয়তানটার শাস্তি পাওয়াও তো উচিৎ। নইলে অন্যায় হবে। সাত-পাঁচ ভাবতে লাগলো থেলমা। ভাবতে ভাবতে মাথাটা ধরে উঠলো যেন।

এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। ঐ যে উনি আসচেন আর সঙ্গে বোধ হয় নেভিল। হ্যাঁ দু'জনের কথা কানে এলো তার। চাপা গলায় কথা হচ্চে:

আমার মনে হয় থেলমা একদিন জানতে পারবে সবই, কাজেই আগে থেকেই বলা ভাল।

না, না, তা করবেন না। এসব ব্যাপার তাঁর কানে তোলা ঠিক হবে না।

থেলমা সব শুনলো নিজের কানে।

চোখ বুজে প'ড়ে রইলো সে। মাথা ঘুরচে তার।

পরদিন সকাল।

ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেছে লণ্ডন নগরী। রাস্তার আলোগুলো তখনও জ্বলচে। ম্লান। পথে বরফ। হিম-কাতর নগরী যেন শীতে কুঁকড়ে আছে।

লর্ড এরিংটন ঘুম থেকে উঠেচেন। মাথাটা ধ'রে আছে তাঁর। তার উপর ঐ ম্লান আবহাওয়া দেখে মেজাজটা তাঁর আরো বিগড়ে গেল। তবু এসে বসলেন চায়ের টেবিলে। এলো থেলমাও।

এমন সময় এক টেলিগ্রাম আসায় মেজাজটা গেল রীতিমত খিঁচড়ে।

ধ্যেৎতেরি!—থেলমাকে বললেন: এই ভাখো, পার্লামেণ্টের নির্বাচনের ব্যাপারে আমাকে নাকি যেতে হবে মিডল্যাণ্ড সহরগুলোয়। হয়তো রাত্রে ফেরাই যাবে না। তুমি কি করবে বলো তো? ক্লারার ওখানে গিয়ে থাকবে রাত্রে?

না।—থেলমা বললো: বাড়িতেই আমি থাকতে পারবো, কোন অসুবিধে হবে না।

এরিংটন বললেন: ভাবচি, এসব রাজনীতি ফিতি ছেড়ে দেবো। আমি না থাকলেও দেশ ঠিকই চলবে।

ও কথা বলচো কেন?—থেলমা বললো: আমার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না। আমিও চাই, তোমার উন্নতি হোক।

অতএব লর্ড এরিংটন নিশ্চিন্ত হ'য়েই তাঁর সেক্রেটারীকে নিয়ে রওনা হ'লেন বেলা দশটা নাগাদ। থেলমা বাড়ির কাজকর্ম যা যাকে বলে দেবার ব'লে দিয়ে বেরুলো মিসেস লরিমারের সঙ্গে দেখা করতে। ইচ্ছে, তাঁর সঙ্গে একবার লেনীর বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। থেলমার মনে ভায়লেট ভেরে-র ব্যাপারটা যতই আঁকড়ে বসতে চাইছিল—সে যেন ততই শক্ত হচ্ছিল মনে মনে। ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছিল মনের বিষাদ!

লেডি উনশ্লের মাথায় ঘুরছিল তখন অন্য মতলব। তিনি লেনীর কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম পেয়েচেন একটু আগেই। কিন্তু দেখা গেল সেটা তিনি দুমড়ে মুচড়ে ফেলে দিলেন বাজে কাগজের ঝুড়িতে। অবশ্য, সেটা তাঁর সুযোগ্যা পরিচারিকা লুইসা এক ফাঁকে সরিয়ে ফেললো এবং রেখে দিলো নিজের কাছে সময়মত প'ড়ে কোন গুপ্ত সংবাদ বার করবার আশায়। লেডি উনশ্লে আদেশ দিলেন ব্রুহাম গাড়িখানা বার করতে এবং মনিব্যাগের মধ্যে তাড়াতাড়ি ক'রে গুঁজলেন একতাড়া নোট। লুইসাকে বললেন মনিব্যাগটা তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে ভরতে। তিনি ব্যস্ত হ'লেন সাজ সজ্জা করতে। লুইসা সুযোগ ছাড়লো না। ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে মনিব্যাগ ভরবার সময় মনিব্যাগটি অদ্ভুত কৌশলে খুলে কয়েকখানা নোট্ সরিয়ে ফেললো।

লেডি উনস্লে গাড়িতে উঠে বললেন ব্রিগস্‌কে : ব্রিলিয়াণ্ট থিয়েটার!

. কোথায়?—ব্রিগস্‌ আবার জানতে চাইলো।

চ'টে গেলেন লেডি : কালা নাকি? চালাও ব্রিলিয়াণ্ট থিয়েটার!

যে আজ্ঞে!

গাড়ি চললো ব্রিলিয়াণ্ট থিয়েটারে দিকে।

ব্রিলিয়াণ্ট থিয়েটারের তখন অভিনয়ের মহড়া চলচে।

থিয়েটারের হলঘরের সঙ্গে সাজঘরের কোন মিল নেই। বরং উল্টো। চারিদিকে সীন-সিনারীর দড়া-দড়ি, আলোক সম্পাতের ব্যবস্থা, [illegible]টি ও তার। এখানে ওখানে সিগ্রেটের শেষটুকু, মদের বোতলের ছিপি, লেবুর খোসা, আরো কত কি? এখানে একখানা কাঠ উঁচু হ'য়ে, কিংবা ওখানে একটা দড়ি ঝুলে। সাবধানে ঘোরা ফেরা না করলেই হোঁচট খাবার ভয়—গলায় দড়ি বেধে যাবার আশংকা।

অভিনেত্রী হিসাবে ভায়োলেট ভেরে-কে পাবার পর থেকে ব্রিলিয়াণ্ট থিয়েটারের কপাল ফিরে গেছে। লাস্যময়ীর অমন মন মাতনো নাচ যার গানে লণ্ডনবাসীরা যাকে বলে তর্‌-র্‌! অতএব ভায়োলেট হচ্ছেন কর্তৃপক্ষদের মাথার মণি! আর ভায়োলেটও বোঝে তা'। তাই তাদের উপর যতটা পারে আব্দার আর হুকুম যেখানে যেটা চলে চালিয়ে নেয়। আর নেবেই বা না কেন? যুবকরা যার একটু কটাক্ষের জন্যে লালায়িত, চটুকরা যার পায়ে সবস্ব ঢালতে উদগ্রীব, লর্ডরা যার দরজার গোড়ায় সাক্ষাৎ প্রার্থী—তার আচরণে সব কিছুই শোভা পায়।

যে দৃশ্যে মহড়া দিচ্চে ভায়োলেট, সেটি একটি উদ্যানের দৃশ্য। একটি গাছ খাড়া করা হয়েচে রঙ্গমঞ্চে। ভায়োলেট তারই একটা ডালে ব'সে আছে পা ঝুলিয়ে, হেলান দিয়ে। পোষাক তার যথারীতি অতি স্বল্প নগ্ন পা দু'খানা নাচাচ্ছে আপন মনে। আড় চোখে দেখচে এদিক-ওদিক

আর হাসচে একে ওকে দেখে। হাসি। যার দিকে চেয়ে হাসচে ভায়োলেট, সে যেন বর্ত্তে যাচ্চে। তা' সে থিয়েটারের ম্যানেজারই হোক, আর সামান্য বেহালা বাজিয়ে বুড়োটাই হোক। ভায়োলেটের হাসি বাসি হয় না কখনো।

বুড়ো বেহালা বাজিয়েকে ডাকলো ভায়লেট: শোনো, শোনো টমি, এদিকে এসো।

ভায়োলেট ডাকচে! বুড়ো তো গলে গেল। একগাল হেসে তাড়াতাড়ি ছুটে এলো তার কাছে, ভাবটা: দেবি, হুকুম করো।

ভায়োলেট বললো: যাও, আমার জন্যে একটু মদ আনো। তাড়াতাড়ি।

বুড়ো ছুটলো থিয়েটারের হোটেলে মদ আনতে।

এই সময় রঙ্গমঞ্চে ঢুকলো একজন লালমুখো মোটা ভদ্রলোক। তার পেছনে একদল মেয়ে—ব্যালে গার্ল। অর্দ্ধনগ্ন পোষাকে সেজেচে সবাই।

কৈ, দাঁড়াও সব সারি দিয়ে। হয়েচে? হ্যাঁ, এইবার। এক-দুই-তিন্!—মোটা ভদ্রলোক গাছের ডালের তলায় দাঁড়িয়ে নাচ শেখাতে শেখাতে হঠাৎ বুঝি খেয়াল হ'লো, বললো: মিস ভায়োলেট কোথায়? তাঁকে দেখচি নে তো!

এই যে আমি!—ব'লেই ভায়োলেট গাছের ডাল থেকে নেমে সোজা ঝুলকো ভদ্রলোকের কাঁধে। দুই উরু দিয়ে তার গলা জরিয়ে ধরলো। দুহাতে তার চুলের মুঠি ধরে মাথাটা চেপে ধরলো নিজের বুকে।

ডান্সিং মাষ্টার তো প্রথমে হকচকিয়েই গেছলো। কিন্তু যখন দেখলো আকাশের চাঁদ একেবারে তার কাঁধে, তখন তার বুকখানা ফুলে উঠলো বোধহয় দশহাত। কাঁধে তো ভাল, ভায়োলেট যদি জুতো শুদ্ধ পায়ে মাথায় দাঁড়িয়ে খটখটিয়ে ট্যাপডান্স করতো তা হ'লেও বোধহয় মাথার যন্ত্রণা ভুলে দাঁত বার ক'রে হাসতো ঐ ডান্সিংমাষ্টার। তা, অতটা না হোক,

খানিকটা জিমনাষ্টিক দেখালো ভায়োলেট। অদ্ভুত কণ্ঠালিঙ্গন ছেড়ে ভায়লেট হঠাৎ তার দু'কাঁধে দু'পা দিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো। বললো: মাণিক আমার ফেলো না যেন, ম'রে যাবো।

না, গো না, ভয় নেই।

এতক্ষণ ভায়োলেটের ঐ কাণ্ড দেখে ব্যালে-মেয়েরা হেসে লুটিয়ে পড়ছিল, আশে পাশের পুরুষরা ডান্সিংমাষ্টারের সৌভাগ্য দেখে জ্বলে মরছিল হিংসেয়, অবশ্য মুখে তাদের হাসি ছিল ঠিকই।

ভায়োলেট বললো: সোনা, কাল তোমায় চমৎকার একজোড়া স্যুট কিনে দেব। পরলে, তোমার বৌ পর্যন্ত তোমাকে চিনতে পারবে না।... কী গো, লাগচে না তো?

না, না।

না বাবা, নেমে পড়ি। একে কাঁধে বৌ, তার উপরে আমাকে সইতে পারবে কেন?—ব'লেই ঝপ্ ক'রে নেমে পড়লো কাঁধ থেকে। বুড়ো বেহালা বাজিয়েকে মদ আনতে দেখে তার হাত থেকে মদের মগ্ কেড়ে নিয়ে ঢক ঢক ক'রে পান করতে লাগলো ভায়োলেট—মাছ যেমন হাঁ ক'রে ক'রে জল গেলে, তেমনি।

আঃ!—ভায়োলেট একটা আরামের নিঃশ্বাস ছাড়লো: গলাটা ভিজলো কুক্ষণে। ওঃ যেন মরুভূমি হ'য়ে গেছলো।

ডান্সিংমাষ্টার ভয়ে ভয়ে বললো: মদটা পরে খেলে হ'তো না—নাচের পরে?

ওঃ, ভারি আমার মদ্দরে!—ভায়োলেট বললো: এ মাদী মদের জালা জানো না। ওসব উপদেশ তোমার ঠাকুমা দিদ্‌মাকে দিয়ো। নাও, চালাও—নাচ্! ভাবচো পা টলবে?—দেখো, এ ষ্টেজ টলবে, নাচ দেখে তোমরা টলবে, তবু আমি টলবো না।

টমী দেখলো, এখুনি ভায়লেট নাচ শুরু করবে, কাজেই তাড়াতাড়ি বললো : মিস ভায়োলেট, আপনাকে একটা কথা বলবার আছে ?

কী ? ব'লে ফেলো।

একটি মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

মহিলা ?—ভায়োলেট অবাক হ'লো : আবার মহিলা ফহিলা এখানে কেন বাবা! আমার সঙ্গে সব মহলরাই আসে দেখা করতে জানি। যাও, বলোগে, তিনি রিহার্সেলে ব্যস্ত, একটু বসতে হবে।

টমী চলে গেল। ভায়োলেট শুরু করলো নাচ।

পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঘুরে ফিরে নানান ভঙ্গীতে নাচতে লাগলো সে। ঘন ঘন হাততালি পড়তে লাগলো চারদিক থেকে। পুরুষরা সবাই যেন ভাবে গদগদ। ব্যালে-মেয়েরা অবাক হ'য়ে দেখতে লাগলো, আর ভাবতে লাগলো : আহা, অমন যদি নাচতে পারতাম !

টমী ততক্ষণে সেই মহিলাকে বসিয়ে রঙ্গমঞ্চে ফিরে এসেচে। ভায়লেট নাচ শেষ ক'রে তাকে বললো : মহিলাটীকে মিনিট দশেক পরে আমার সাজঘরে নিয়ে এসো !

দশ মিনিটের মধ্যেই মিস্ ভায়োলেট ভেরে নিজের ঐ নাচের-পোষাক খুলে ফেলে কালো ভেলভেটের গাউন পরলো। তার গলার হাতা স্পেনীয় লেস্ লাগানো। পার্ল পাউডারে ভায়োলেটের মুখ ফ্যাকাসে। গায়ে উগ্র সুগন্ধী। ভায়োলেট একটা ইজিচেয়ারে শরীর এলিয়ে শুয়ে একটা বই খুলে পড়বার ভান করছিল। সেই সময় ঘরে ঢুকলেন লেডি উনশ্লে।

ভায়োলেট ঘাড় বেঁকিয়ে ঈষৎ হেসে বললো : আপনাকে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'লো ব'লে দুঃখিত !—মনে মনে বললো : বাবা, এযে দেখতে বড় ঘরের গিন্নী ! এখানে কেন ?

লেডি উনগ্লে বললেন : না না, তাতে কি হয়েচে। আপনি নিশ্চয়ই কাজে ব্যস্ত ছিলেন।— তিনিও মনে মনে বললেন : হ্যাঁ সুন্দরী বটে। পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতই রূপ আছে মেয়েটার।—এর আগে ভায়োলেটকে তিনি দূর থেকেই দেখচেন। আজ কাছে এসেও তাঁর ধারণা বদলালো না মোটেই।

লেডি উনগ্লের নিজের কার্ডখানা ভায়োলেটের হাতে দিয়ে বললেন : এই আমার কার্ড। অবশ্য আপনার মত বিখ্যাত নই আমি।…। এখানে বসতে পারি কি ?

বসুন !

পাশের একটা চেয়ারে বসলেন লেডি উনগ্লে। যেচে বসতে হ'লো নিজেকেই। ভায়োলেটের কাছে লেডি উনগ্লের মান নেই, কাজেই কিছু মনে করা ভুল। বুদ্ধিমতী ক্লারা তাই অভিমান করলেন না। গরজ তাঁর। এখানে মান-অভিমানের পালা গাইবার জায়গা নেই। বিশেষ ক'রে মেয়েদের কাছে মেয়েদের ও পালা অচল।

লেডি উনগ্লে বললেন : যদি কিছু মনে না করেন, একটা প্রশ্ন করতে পারি ? আপনি লর্ড ফিলিপ ক্রস এরিংটন নামে কোন ভদ্রলোককে চেনেন ?

ভায়োলেট হাসলো। কটাক্ষ হেনে বললো : চিনি।

তিনি আপনার কাছে আসেন ?

প্রায়ই।

আমি এসব প্রশ্ন করচি ব'লে মনে কিছু করবেন না।—লেডি বললেন।

কিন্তু ভায়োলেট ঝাঁঝিয়ে উঠলো : আবার কেঠো ভদ্রতা শুরু করলেন ? করে যান না প্রশ্ন যা ইচ্ছে আপনার। অবশ্য আমিও উত্তর দেবো আমার ইচ্ছেমত।

লেডি উনশ্লে এবার অপমানে লাল হ'য়ে উঠলেন। তবু বাইরে প্রকাশ করলেন না কিছু। শুধু বললেন: স্যার ফ্রাসিস লেনক্স আমাকে সেদিন বলছিলেন—

ভায়োলেট ব'লে উঠলো: লেনীকে চেনেন নাকি!

হঁ্যা।

আরে, সে তো আমারও বন্ধু, প্রাণের বন্ধু। আপনারও বুঝি! বেশ, বেশ!

আবার লাল হ'য়ে উঠলেন লেডি উনশ্লে। উঃ কী অসভ্য মেয়েটা। কিন্তু উপায় নেই। কিল চুরি করতেই হবে।

ভায়লেট বললো: লেনী ছোঁড়াটা বেশ। কখনো গায়ে মেখে থাকে, কখনো বা পায়ে জড়িয়ে থাকে।—ভালকথা, আপনি লর্ড এরিংটনের বিষয়ে কী জানতে চান?

মানে, তাঁর এখানে আসবার কারণ কি?

তিনি আমার এক ব্যাপারে নাক গলাতে আসেন প্রায়ই।

কী ব্যাপারে জানতে পারি?

আজ্ঞে না। তবে জেনে রাখুন, ঐসব আদর্শবাদী লোকগুলোকে আমি দুচোক্ষে দেখতে পারিনে।

লেডি উনশ্লে হতাশার স্বরে বললেন: আপনি তাহলে তাঁকে পছন্দ করেন না?

মোটেই না।—ব'লেই হঠাৎ সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে পাশের ড্রয়ারটা থেকে টেনে বের করলো একখানা চিঠি: এই দেখুন না, সেদিন আমাকে একখানা চিঠি লিখেচে যা-তা অনুনয় ক'রে।

লেডি উনশ্লে ব্যগ্রহাতে চিঠিখানা নিলেন, পড়লেন। হঁ্যা, এরিংটনের হাতের লেখা। বড় বড় সোজা সোজা অক্ষরগুলো।

চিঠিখানা আমি পেতে পারি মিস ভেরে?

ভায়োলেট হাসলো : কেন চিঠি দেখিয়ে তাকে ঠাট্টা করবেন বুঝি ?

রুন তাই। সত্যি আপনার ব্যাপারে নাক গলানো লর্ড এরিংটনের পক্ষে অন্যায়। যদি চিঠিখানা দেন তো—

কী হ'লো থেমে গেলেন কেন ? বলে ফেলুন, বলে ফেলুন !

মানে তাহ'লে কিছু—

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই ! কিছু দেবেন, এই তো ! এতে আর আপত্তির কি ! বার করুন কিছু !

লেডি উনশ্লে কয়েকখানা নোট তাঁর মনিব্যাগ থেকে বার ক'রে ভায়োলেটের হাতে দিলেন। ভায়োলেটের মুখে হাসি। বললো : বাঃ চমৎকার। এরকম চিঠির বদলে টাকা পাওয়া যায় যদি, তবে আপনাকে আরো চিঠি দিতে পারি। অনেকের কাছ থেকে পাওয়া অমন চিঠি আমার বাক্সে কাগজের ঝুড়িতে বহুৎ আছে। নেবেন ?

না, অন্যের চিঠি দরকার নেই আমার। এই চিঠির জন্যে ধন্যবাদ আপনাকে। আচ্ছা, উঠি এবার।

উঠবেন ?—ভায়লেট জড়িয়ে জড়িয়ে বললো : আচ্ছা উঠুন তা' হলে। গুডবাই।

লেডি উনশ্লে বুঝলেন, মেয়েটা মদ খেয়েছে। আর তার কাছে বেশিক্ষণ ব'সে থাকা ঠিক হবে না। আর কাজ যা হবার হ'য়ে গেছে। ক্লারা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

ভায়োলেট হাসলো মনে মনে : লেডি নির্ঘাত এসেছিল কোন বদ মতলবে। করুক গে যা ইচ্ছে। আমার কি ? এরিংটন যদি বিপদে পড়ে, আমার ব'য়ে গেছে। লোকটা যেমন আমার ব্যাপারে নাক গলাতে যায়, তেমনি উচিৎ শাস্তি হবে তার।—ভায়োলেট নোটগুলো গুনে দেখলো : কুড়ি পাউণ্ড ! বা খাসা ব্যাপার তো ! এক টুকরো চিঠির জন্যে কুড়ি পাউণ্ড। কার মুখ দেখে উঠেছিলাম আজ !—ভাবতে লাগলো ভায়োলেট।

এমন সময় দরজায় শব্দ হ'লো : টুক্‌টুক্ !

কে ? ভেতরে এসো।

টমী ঢুকলো ভিতরে।

কী চাই ?—ভায়োলেট জিগ্যেস করলো।

টমী বললো : বৌয়ের অসুখ—যদি, যদি মানে—কয়েকটা টাকা পেতাম—

আর বলতে হ'লো না। ভায়লেট তেড়ে ফুড়ে উঠে দাঁড়ালো। হাতের মুঠির মধ্যে টাকা। বললো : টাকা ? টাকা কোথায় পাবো ? আর তোমার বৌয়ের অসুখ, তা আমি কী করবো ? টাকা যদি পকেটে না থাকে—তার বিয়ে করতে সাধ যায় কোন লজ্জায় ? যাও, ভাগো। হিঁয়াসে—টাকা ফাকা হবে না এখানে। ফের চাইলে—ম্যানেজারকে ডাকবো। বলবো, ব্রিলিয়াণ্ট থিয়েটারে ভিক্ষুকদের উৎপাত হয়েচে।

টমী দেখলো বেগতিক। তাড়াতাড়ি চলে গেল সেখান থেকে।

গাড়িতে বসে লেডি উনপ্লে ভাবছিলেন : ফিলিপের সঙ্গে ভায়োলেটের কোন অবৈধ সম্পর্ক নেই সত্যিই, তবে চিঠিখানা কাজে লাগানো যেতে পারে। চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগলেন তিনি :

"তোমায় আবার অনুনয় করচি, আমার কথা শোনো। এতে তোমার সম্মান বাড়বে ছাড়া কমবে না। টাকা ? টাকার ভাবনাও তোমার থাকবে না। অন্ততঃ আমি তোমাকে কথা দিচ্চি। ওভাবে জীবন কাটিয়ে লাভ কি বলো ? যে তোমায় একদিন ভালবেসেছিল, আজো ভালবাসে এবং তোমাকে না পেয়ে জীবন ব্যর্থ বলে মনে

করে তাকে তুমি এমনি নিষ্ঠুর, ভালবাসতে পারো না? আর একবার ভাবো। আমি তোমার অপেক্ষায় রইলাম।

ইতি—ব্রুস্ এরিংটন

লেডি উনগ্লে ভাবতে লাগলেন: চিঠিখানা যখন এমনভাবে লেখা, তখন স্বীকার করতেই হবে ফিলিপ ভায়লেটের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্চে আর ঐ মেয়েটা তাঁকে আমল দিচ্চে না। কিন্তু কেন? ব্যাপার কি? ফিলিপ তো ভায়োলেটের অযোগ্য নয়। যাক্, চিঠিখানাকে দেখাতে হবে থেলমাকে। এই চিঠিই প্রমাণ করবে, ফিলিপ ভায়োলেটকে ভালবাসে। আর, এইটুকু জানতে পারলেই থেলমার অবস্থা কাহিল!

লেডি উনগ্লের নরম ঠোটে ফুটে উঠলো কঠিন ক্রূর হাসি!

মিসেস লরিমার একটা সোফায় ব'সে মোজা বুনছিলেন। তাঁর ছেলের জন্যে কিছু করতে পারলে বুড়ির প্রাণে আনন্দে আর ধরে না। পাশের সোফায় থেলমা। থেলমা লেনীর ব্যাপার অকপটে সব বলেচে খুলে—এমন কি সে তাকে অজ্ঞান অবস্থায় অপমান করেচে, সেকথাও বাদ দেয় নি। তবে ফিলিপ আর ভায়োলেটের বিষয়ে যে কথা সে লেনীর মুখে শুনেচে, তা বলেনি মিসেস লরিমারকে।

মিসেস লরিমার সব শুনে বললেন: ফিলিপ এলে ব'লে দিয়ো সব। বলা উচিৎ। বদমাইসটাকে টিট্ করবে'খন ফিলিপ। লক্ষ্মীছাড়াটার শাস্তি পাওয়া উচিৎ। অবশ্য, তুমিও তাকে চড় মেরে ভালই করেচো।

থেলমা ম্লান মুখে বললো: সত্যি, আমার জন্যেই ওঁকে এক গোলমালে পড়তে হবে। আমার লজ্জাই করচে।

এ কথা বলচো কেন থেলমা?

সত্যি মিসেস লরিমার, আমার মনে হয় সেই গল্পের কথা। ঐ যে রাজা বিয়ে করলেন এক ভিখারিণীকে। ওঁর এত যে ঐশ্বর্য, ওসবের কোন মূল্যই যেন আমার কাছে নেই। গরীবের ঘর থেকে এসেচি, অথচ এত ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও যেন প্রাণে আনন্দ পাইনে। মন ভ'রে ওঠে শুধু—যখন উনি থাকেন আমার কাছে। উনি কাছে থাকলে আমি যেন আর কিছু চাইনে—বোধহয় গাছতলাতেও বাস করতে পারি মনের আনন্দে। তবে আমার মনে হয় কি জানেন?

কি?

মনে হয়, আমি বোধহয় আমার স্বামীকে সুখী করতে পারিনি। তিনি বোধহয় আমার মধ্যে আর কোন বিশেষত্ব খুঁজে পান না।

মিসেস লরিমার বললেন: এসব তোমার ভুল ধারণা থেলমা।

কিন্তু, ক্লারা তো বলে, পুরুষেরা প্রায়ই স্ত্রীদের উপর বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে পড়ে আনন্দ খোঁজে অন্যত্র।—বললো থেলমা।

মিসেস লরিমার বললেন: ও, তুমি বুঝি ঐ ক্লারার কথা শুনে ঐ সব ভাবচো। ওর কথা ছেড়ে দাও। ও বড় ঘরের ব'য়ে যাওয়া বৌ। ওদের হাল চালই আলাদা। ওরা জীবনে কোনদিন সুখ পায় না। সুখের পেছনে ঘুরে বেড়ায়—যেমন ঘুরে বেড়ায় আলেয়ার পেছনে মানুষ। তোমার প্রেম পবিত্র, তোমার শিক্ষার মধ্যে কোথাও ফাঁক নেই। তোমার স্বামীর মত স্বামী হয় না কারোর। সেও তোমায় ভালবেসে নিশ্চিন্ত। তুমি বলচো এরিমধ্যে ফিলিপের ভালবাসা শিথিল হ'য়ে গেছে? না, না। জানো আমরা স্বামী-স্ত্রীতে পঁচিশ বছর একসঙ্গে ঘর করেচি, প্রাণ দিয়ে ভালবেসেচি পরস্পরকে। যেদিন উনি গেলেন, আজো মনে আছে, তাঁর হাতখানা ধরা ছিল আমার হাতের মধ্যে। তবু ধ'রে রাখতে পারলাম না তাঁকে। ইচ্ছে হচ্ছিল, আমিও চ'লে যাই তাঁর সঙ্গে—কিন্তু পারলাম না—ঐ ছেলেটার মুখ চেয়ে, জর্জের কী হবে তা'লে!

মিসেস লরিমারের তুগাল বেয়ে তু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লে বললেন তিনি : থেলমা, জেনে রেখো, এই বিবাহিত জীবন বড় পবিত্র। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ভালবাসা—তার চেয়ে মধুর কিছু নেই এ পৃথিবীতে। আর তু'দিন পরে তুমি মা হ'তে চলেচো, তোমার দায়িত্ব অনেক।

থেলমা একমনে কথাগুলো শুনছিল। মনটা তার হালকা হ'য়ে গেল। আরো খানিকক্ষণ গল্প করবার পর উঠলো সে বাড়ি যাবার জন্যে।

বাড়ি ফেরবার পথে গাড়ির কচোয়ানকে যেতে বললো চার্চষ্ট্রীটে কার্মেলাইট গির্জায়। সেখানে গিয়ে বেদীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো সে। প্রার্থনা করলো : হে ঈশ্বর। যদি স্বামীর কাছে কিছু অন্যায় ক'রে থাকি, আমায় ক্ষমা করো। তাঁর যোগ্য ক'রে তোলো আমায়, হে প্রভু।

বাড়ি এসে থেলমা শুনলো মরিসের কাছে যে, লেডি উনশ্লে বসে আছেন তার জন্যে অনেকক্ষণ ধ'রে। থেলমা তাড়াতাড়ি গেল তার বসবার ঘরে : আরে ক্লারা, তুমি একলাটি ব'সে। কী ব্যাপার!

ক্লারা বললেন গম্ভীর হ'য়ে : পোযাক ছাড়ো বলচি।

ক্লারার মুখ গম্ভীর দেখে ভয় পেয়ে গেল থেলমা। কী গো, কী খবর?

খবর?—ক্লারা বললেন : খবর ভাল নয়। খবরটা না পেলেই ভাল ছিল। কিন্তু পেলাম যখন তখন না ব'লেও তো পারিনে তোমায়। তাই ব'সে আছি তোমার জন্যে।

কী বলোতো?—ভয়ে ফ্যাকাসে হ'য়ে গেছে থেলমা : তবে হ্যাঁ, তুমি ফিলিপ আর ভায়োলেটের কথা বলতে এসে থাকো, তবে তুঃখিত, তোমার ওসব কথা আমি শুনতে রাজী নই। উনি যদি ভায়োলেটের কাছে গিয়েই থাকেন, তাতে এ বোঝায় না যে, উনি তার প্রণয়াসক্ত। অন্যকোনো

কাজের জন্যেও তো যেতে পারেন উনি। কেন, বো লাভলেসও তো যান সেখানে।

তিনি সেখানে যান, তাঁর নাটকের ব্যাপারে। তা ছাড়া তিনি বিয়ে করেন নি—কাজেই তিনি যেখানে ইচ্ছে যেতে পারেন, যা খুশি করতে পারেন। তাঁর সাজে, কিন্তু তোমার স্বামীর সব কিছু করা সাজে না। যাক্, আমি তোমার বন্ধু হিসেবেই এসেছিলাম তোমাকে জানাতে যে তোমার প্রেম আজ অপমানিত। এই দেখো, তার প্রমাণ—

ক্লারা চিঠিখানা বার ক'রে দিলেন থেলমার হাতে।

আমি ও চিঠি পড়বো কেন ?—থেলমা বললো।

পড়বে না চিঠি ?—ক্লারা বললেন : জানতে চাও না, আজ এক সামান্যা অভিনেত্রীর কাছে তুমি অপমানিত। তার প্রেমের কাছে তোমার প্রেম পরাজিত। এ অন্যায়ের কোন প্রতিকারই করবে না তুমি ?

না।—থেলমা বললো ! আমার প্রেম সব অন্যায়কে ক্ষমা করবে।—থেলমা হাতের চিঠিখানার ভাঁজ খুললো আস্তে আস্তে। পড়লো চিঠিখানা। মাথাটা ঝিমঝিম ক'রে উঠলো, চোখের চারিদিকে যেন অন্ধকার। পড়লো : যে তোমায় একদিন ভালবেসেছিল, আজো ভালবাসে এবং তোমাকে না পেয়ে জীবন ব্যর্থ ব'লে মনে করে—তাকে তুমি এমনি নিষ্ঠুর, ভালবাসতে পারো না ?

হ্যাঁ, স্বামীর হাতের লেখা। উনিই লিখেছেন ভায়োলেটকে। কানটা যেন সাঁ সাঁ করতে লাগলো।

ক্লারা বললেন : কি, কী তোমার মনে হয় ?

কিছু না।

কিছু নয় ?

না।—থেলমা বললো : এ চিঠি যদি সত্য হয়, তবে দোষ দেবো কাকে ? দোষ আমারই। আমিই ওঁকে সুখী করতে পারিনি, তাই তিনি

অন্যত্র গেছেন সুখের খোঁজে। আমিই যখন তাঁর সুখের পথের কাঁটা—তখন আমিই তাঁকে দোষ দেবো কোন মুখে?—থেলমা বড় বড় চোখ দু'টি তুলে ধরলো ক্লারার দিকে। জিগ্যেস করলো: এ চিঠি তোমায় কে দিলো?

ঐ—ঐ ভায়োলেট ভেরে।—বললেন ক্লারা।

কেন?

কেন? মানে, মানে আমি জানতে চেয়েছিলাম তার কাছে লর্ড এরিংটনের খবর, তাই।—আমতা আমতা ক'রে বললেন ক্লারা। আর একটু বাড়িয়ে বললেন: অবশ্য, ভায়লেট তোমার কোন ক্ষতি করতে চায় না।

অর্থাৎ স্ত্রীলোকটি দয়া করেচে আমাকে?—ম্লান হাসলো থেলমা। ভাবলো সে: একজন অভিনেত্রী, আমার স্বামীকে নিয়েচে কেড়ে আমার কাছ থেকে, আবার অনুগ্রহ দেখাচ্চে আমাকেই। চমৎকার!

ক্লারা।—হঠাৎ থেলমা বললো।

কী বলচো?—ভয় পেলেন যেন যেন ক্লারা।

আজ মনে হচ্চে, তোমার সঙ্গে দেখা না হওয়াই ছিল মঙ্গল। ভেবেছিলাম, তুমি আমার বন্ধু। আজ দেখচি, তোমায় ভুল বুঝেচি আমি। বন্ধু যদি হ'তে—তবে এত ছুটোছুটি করতে না খারাপ খবরটুকু আমার কানে পৌঁছে দিতে। আমার সুখস্বপ্ন ভেঙে দেবার জন্যে এতক্ষণ ব'সে থাকতে না তুমি। স্বামীর উপর আমার সন্দেহ জাগাবার জন্যে তুমি কত না চেষ্টাই করেচো, ক্লারা। আমি যদি না-ই জানতাম আমার স্বামীর এই আচরণ, তাতে কার কতটুকু ক্ষতি হ'তো ক্লারা? অন্ততঃ আমি তো স্বামীকে ভালবেসে শেষ নিঃশ্বাসটুকু ফেলতে পারতাম। তুমি সে সুখটুকু থেকেও আমাকে বঞ্চিত করলে!—প্লীজ, এখন তুমি যাও, আমাকে একটু একলা থাকতে দাও, একলা ভাবতে দাও।

থেলমা!—ক্লারা ডাকলেন। উত্তর দিলো না থেলমা।

তুমি আমার উপর অন্যায় রাগ করচো। ক্লারা বললেন: আমি ভাল ভেবেই তোমাকে বলতে এসেছিলাম।—তুমি ভুল বুঝলে আমাকে। তোমার জন্যে আমি দুঃখিত থেলমা।

তবু থেলমা চুপ করে রইলো।

ক্লারা দরজার কাছে গেল। থেলমা অন্যদিকে ফিরে বসেছিল। ফাঁকা চোখে চেয়ে আছে ঘর গরম করা অগ্নি কুণ্ডটার দিকে। কোলের উপর হাত দু'খানা রাখা। নিষ্ঠুর চিঠিখানা প'ড়ে পায়ের কাছে।

ক্লারা নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

থেলমা ঐভাবে ব'সে থাকলো অনেকক্ষণ।

তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো সে। কোঁকড়ানো সোনালী চুলের গোছা ঝুলে প'ড়েছিল সামনে, সরিয়ে দিলো সেগুলো পিঠের দিকে। চিঠিখানার উপর নজর পড়লো তার। উঠিয়ে নিলো হাতে ক'রে। নির্মম চিঠিখানা সযত্নে ভাঁজ ক'রে রাখলো নিজের কাছে।

থেলমার মনে দুটি চিন্তা দেখা দিল। এক হচ্চে, স্বামী তার অসুখী এবং দ্বিতীয় চিন্তা হ'লো, স্বামী তার জন্যেই অসুখী। সেই তাঁর সুখের পথে কাঁটা! অতএব ভাবলো সে, তার উচিৎ স্বামীর সুখের পথ থেকে স'রে দাঁড়ানো!

বুঝি এধরণের ধারণা মনে আনা ভুল। বিশেষ ক'রে আজকালকার দিনে এরকম ধারণা কোন স্ত্রীরা-ই করে না। বরং এসব ক্ষেত্রে তাঁরা স্বামীর সঙ্গে একচোট বোঝা পড়া করে নেয়। কান্নাকাটি, মান অভিমান, এমন কি মারামারি করতেও ছাড়ে না অনেকে। স্বামীদের বশে রাখবার ঐসবই হচ্চে আধুনিকতম উপায়। কিন্তু কি করবো, আমাদের থেলমা ঐ ধরণের স্ত্রী নয়। বোকা সে? হ'তে পারে। ভীতু সে? তাও হ'তে পারে। স্বামী অন্ত প্রাণ তার? মিথ্যে নয় সে কথা। কাজেই

থেলমা বেছে নিল তার নিজের মন যা চাইলো। মন তার ভেঙে গেছে। তারু ধারণা, নীড় ভেঙে গেছে তার। স্বামীর ভালবাসা যে হারিয়েচে, সে সব হারিয়েচে, তার আর কিছু নেই নিজের বলতে এই পৃথিবীতে—থেলমার মত্ তাই। হতভাগিনী থেলমার চোখ ফেটে যেন কান্না আসতে লাগলো। কণ্ঠনালী যেন রুদ্ধ হ'য়ে আসতে লাগলো, টন টন্ করতে লাগলো এক অব্যক্ত বেদনায়।

স্বামী কাল আসবেন। কাজেই তার আগেই সব ব্যবস্থা করতে হবে। লম্বা আর্শিটায় নিজের ছায়া পড়লো। বাইরের পোষাক ছাড়া হয়নি তার। ভালোই হয়েচে। এই পোষাকেই হবে'খন। কটা বাজলো? ঘড়িটা দেখলো: সাতটা। থেলমা ঘরের কোণে টেবিলটার পাশে গিয়ে বসলো। কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখলো তার বাবাকে, গুলাফ গুল্ডমারকে। ছোট্ট চিঠি। তারপর আর একখানা চিঠি—ফিলিপকে। দু'কলম লিখেই থামে, আবার লেখে। দু'গাল বেয়ে ঝ'রে পড়চে অশ্রুধারা: ভিজে গেল নাকি চিঠি? তাড়াতাড়ি মুছে নিলো অশ্রুচিহ্ন! তাড়াতাড়ি শেষ করলো চিঠি।

চিঠিখানা খামে পু'রে থেলমা ডাকলো ব্রিটাকে। ব্রিটা এলো। তার বাবার নামের চিঠিখানা ব্রিটার হাতে দিয়ে বললো: যাওতো চিঠিখানা ডাকবাক্সে ফেলে এসো, জরুরী।

ব্রিটা জিগ্যেস করলো: এখনো পোষাক ছাড়োনি যে? আবার বেরুবে নাকি?

হ্যাঁ, কাজ আছে। বাইরেই খাবো আমি। তোমরা খেয়ে নিয়ো।

ফ্রোকেন!—ব্রিটা বললো: আজ লুইসা আমাকে তার ওখানে খেতে বলেছিল। যাবো?

হেসে বললো থেলমা: বেশ তো, যেয়ো।

ফ্রোকেন!—ব্রিটা কি জিগ্যেস করতে চায়।

কি ?

আজ তোমার শরীর খারাপ নাকি? কেমন শুকনো শুকনো লাগচে।

হ্যাঁ, মাথাটা ধরেচে। বাইরে গেলেই সেরে যাবে বোধহয়। যাও, তুমি আর দেরী ক'রো না। বাবার এই চিঠিখানা খুব জরুরী।

ব্রিটা আর দাঁড়ালো না। চ'লে গেল চিঠি ফেলতে।

ফিলিপের চিঠিখানা হাতে নিয়ে থেলমা গিয়ে দাঁড়ালো ইজিচেয়ারটার পাশে। ঐ চেয়ারটায় ফিলিপ ব'সতো প্রায়ই। পাশেই রয়েচে ছোট্ট টেবিলটা। তার উপরে কবিতাব বই একখানা। ফিলিপ বাইরে যাবার আগে ঐ বইখানাই পড়ছিল। বইটার মধ্যে চিঠিখানা রাখবার জন্যে বইখানা খুললো। খুলতেই চোখে পড়লো একটি কবিতা :

ভাঙা সেতারের মতো ভেঙে গেছি আমি
প'ড়ে আছি পৃথিবীর কোণে :
আগুনে দগ্ধ হ'লেও ক্ষতি নেই, ক্ষতি নেই—
ক্ষতি মোর যা হবার, হ'য়েচে তো হায়—
এখন বৃথা-ই প'ড়ে থাকা এ সংসারে ;
মিথ্যার মোহজালে জড়িয়ে কী লাভ—
কিসের আশায় ?
ভালবাসার বাসি-মালা ঝুলিয়ে নিজের গলে,
নতুন প্রেমের আশায় হায়, আর কি থাকা চলে ?

কবিতাটি থেলমাকে আবার কাঁদালো। না, না, প্রেমের বাসি মালা গলায় প'রে নতুন ক'রে প্রেমের আশা করা ভুল। ভুল। থেলমা চিঠিখানা সযত্নে ঐ কবিতার পাতার ফাঁকে রেখে বইখানা বন্ধ ক'রে রাখলো। ফিলিপ যাতে দেখতে পান, তাই চিঠিখানার খানিকটা বার ক'রে

রাখলো। তবু যদি না দেখতে পান, তাই নিজের গলার সোনার হারটা খুলে রেখে দিলো বইখানার উপর। হারের লকেটের একদিকে ছিল 'ফিলিপ' আর একদিকে 'থেলমা' লেখা। আর কী হবে ঐ হারের। শুধু হার নয়, সব কিছুই সে ছেড়ে যাচ্চে। প্রেমের খেলায় হার হয়েছে তার। হাতের আঙুলে রইলো শুধু তার বিয়ের আংটিটা আর পথ খরচের জন্য কিছু টাকা। থেলমা ইজিচেয়ারটার আরো কাছে এসে দাঁড়ালো। ঐখানটায় ফিলিপ মাথা রেখে শুতেন ইজিচেয়ারটায়। থেলমা সেই জায়গাটায় চুম্বন করলো। স্বামীর চুলের গন্ধ যেন রয়েচে এখনো। একবার হাত বুলোলো চেয়ারটায়। আর না, আর না। ওগো, ক্ষমা করো।

কী? চলে যাচ্চো থেলমা? একটু দাঁড়াও। তোমার স্বামীর ছবিখানা নেবে না সঙ্গে? ঠিক তো। থেলমা ঘুরে দাঁড়ালো। তাক থেকে তুলে নিলো বাঁধানো ছবিখানা। ভরলো নিজের ছোট্ট ব্যাগটিতে। আর দাঁড়ালো না সে। নিজেই সদর দরজা খুলে নামলো পথে। সামনে দিয়ে যাচ্ছিল একখানা খালি গাড়ি। তাকে ডেকে চ'ড়ে বসলো। বললো: চালাও চ্যারিংক্রশ ষ্টেশন।

চ্যারিংক্রশ রেল ষ্টেশন।

লোকের ভীড়। ব্যস্ততা। মানুষের আসা যাওয়া। শেষ নেই। শেষ নেই। চারিদিকে আলো। কুলীদের চীৎকার। যাত্রীদের ব্যগ্রতা। কারোর দিকে কারোর চেয়ে দেখবার সময় নেই। নিজেকে নিয়ে নিজেই ব্যস্ত।

থেলমার দিকে কেউই লক্ষ্য করলো না। ভালোই। একে তো আড়ষ্ট হ'য়ে আছে, তার উপর কেউ যদি লক্ষ্য করে তাকে তবে ধরে

ফেলবে সহজেই যে, মহিলাটি একলা চলতে জানে না। এদিক-ওদিক চেয়ে টিকিট ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো থেলমা। কিন্তু নিজের হাতে টিকেট কাটতে কেমন যেন বাধ-বাধ লাগতে লাগলো তার। এমন সময় দেখে একটি প্রৌঢ়া, একটি শিশুকে কোলে নিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ঘরের জানালায় দাঁড়ালেন। থেলমা আর দেরী করলো না। তাড়াতাড়ি গিয়ে প্রৌঢ়ার পেছনে গিয়ে দাড়ালো। প্রৌঢ়াব টিকিট কাটা হ'তেই থেলমা টাকা সমেত তার হাতখানা জানলার ফোকরের মধ্যে গলিয়ে দিয়ে বললো: একখানা 'হল্' দিন!

'হল' যাবার টিকিট একখানা পাওয়া গেল। থেলমা আর দেরি না ক'রে ছুটলো ঐ প্রৌঢ়ার পেছনে। ঐ প্রৌঢ়াই যেন ওর পথ প্রদর্শিকা। মহিলাটি ছেলে কোলে নিয়ে যে কামরায় উঠলেন, থেলমাও উঠলো সেই কামরায়। বসলো তাঁর সামনের বেঞ্চে। মহিলাটি আশ্চর্য হ'য়ে থেলমাকে দেখতে লাগলেন। অমন সুন্দরী, আর বয়সও কম—একলা এই রাত্রে, এই ঠাণ্ডায় কোথায় যাচ্ছে? অথচ বড ঘরের ঘরণী বলেই তো মনে হয়!

একটু পরেই ট্রেন চলতে শুরু হ'লো।

জিগ্যেস করলেন মহিলা: অনেক দূরে যাচ্ছেন নাকি?

হ্যাঁ। 'হল'-এ।

এই শীতের রাত্রে বেরুনো বড কষ্টকর। না?

হুঁ!—থেলমা বললো: বিশেষ ক'রে আপনার সঙ্গের শিশুটির আরো কষ্ট হবে।

মহিলাটি শিশুটিকে কোলে চেপে ধরলেন: না, না। এ গরম রুটির মত গরম হ'য়ে আছে। বরং আপনিই কষ্ট পাচ্ছেন শীতে। আমার এই শালটা নেবেন?

মহিলাটিকে খুশি করবার জন্যেই শালটা হাতে নিয়ে থেলমা বললো: অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে।

ভদ্রমহিলা বললেন : এতে ধন্যবাদ দেবার কি আছে? আচ্ছা, আপনি কি বিবাহিতা?

হ্যাঁ।—থেলমা বললো।

আপনার স্বামী তা' হ'লে 'হল'-এ আপনাকে নিতে আসবেন?

না।—থেলমা বললো : তিনি লণ্ডনে আছেন। আমি যাচ্ছি আমার বাবার কাছে।

একটু পরেই মহিলাটি শিশুটিকে বুকের মধ্যে নিয়ে সামনের বেঞ্চে শুয়ে ঘুমুতে লাগলেন। কিন্তু থেলমার চোখে ঘুম নেই। সে বেঞ্চে শুয়ে চোখ বুজে রইল। একটু পরেই উঠে বসলো—চেয়ে রইলো আঁধারের পানে, মন চ'লে গেল সুদূর নরওয়েব আলটেনফোর্ড গ্রামে। মনে জেগে উঠলো ফিলিপের সঙ্গে তার প্রথম দিনের সাক্ষাতের স্মৃতি। মনে পড়লো তার সিগার্ডের কথা। বেচারী সিগার্ড। মানসপটে দেখা দিল 'উলেলাই',—ফোর্ড নদী, তাদের বাড়ি, উলরিকা, লেভিসা, ডাইসওয়ার্থি! কিন্তু তাদেরই ফাঁকে ফাঁকে দেখা দিচ্ছে ফিলিপের মুখখানি। ফিলিপ! স্বামী। জীবন-দেবতা। হায়রে, আজ সব হারিয়ে বসে আছে থেলমা।

ট্রেন চলচে একঘেয়ে শব্দ ক'রে। মাঝে মাঝে রাত্রের নিস্তব্ধ আঁধারকে সচকিত ক'রে দিয়ে বেজে উঠচে ইঞ্জিনের গলা-ভাঙা শব্দ : হুইসল্। ছোট ছোট ষ্টেসনে, ট্রেন না থামায়—সেখানকার মিটি মিটি আলোগুলো স'রে যাচ্ছে সাঁ সাঁ ক'রে বিপরীত দিকে। ট্রেন নয় তো—একটা বিরাট দৈত্য যেন এগিয়ে চলেচে আপন মনে হুংকার দিয়ে। শুধু গর্জন আর গর্জন! অসহ্য! ভয়ংকর! থেলমার মনের মধ্যে যে অব্যক্ত বেদনা গুমরে মরচে, তারই বহিঃপ্রকাশ ঐ ট্রেনের গর্জন নাকি? হয় তো বা। ট্রেনটা থামলে বোধহয় শান্তি পেতো থেলমা।

থেলমা ভাবতে লাগলো : আচ্ছা, ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়লে কেমন হয়? ঐ তো দরজাটা, ঐ তো তার হাতল। হাতলটা ঘুরালেই দরজাটা

খোলা যাবে—তার পরেই একটা লাফ ! কেউ কাঁদবে না। চমৎকার, নয় কি ? কী ? ভয় করে ? ভয়! কিসের ভয় ? বাঁচতে চাও ? কেন ? কার জন্যে ? কিসের আশায় ?

থেলমা গাড়ির মধ্যে চেয়ে দেখলো। মহিলাটি খুব নাক ডাকাচ্ছেন। শিশুটি তার কোলের মধ্যে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্চে। নরম, মোমের মত শিশু। সংসারের মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, অন্যায়ের কোন ছোঁয়াচই লাগে নি ওর। তাই বুঝি সে পরম নিশ্চিন্ত।

থেলমা উঠে দাঁড়ালো হঠাৎ। সোজা এগিয়ে গেল কামরার দরজার কাছে। হাতলের উপর রাখলো হাত। আবার চেয়ে দেখলো শিশুটির দিকে। একি ! ঘুম ভেঙে গেছে শিশুটির। একদৃষ্টে সে চেয়ে আছে থেলমার দিকে। হাতল থেকে হাত নামালো থেলমা। তবু চেয়ে আছে শিশুটি। মহিলাটি তেমনিই নাক ডাকাচ্ছেন। থেলমা এগিয়ে এলো শিশুটির কাছে। তার নরম কচি হাতখানা ধরলো তার নিজের হাতে। ফুলের পাপড়ির মত নরম, মোলায়েম হাত। আঙুলগুলি যেন ফুলের কুঁড়ি ! ছোট্ট মুঠি দিয়ে ধরলো চেপে থেলমার একটা আঙুল। রেশমের বাঁধন। পলকা-কিন্তু বজ্র-বাঁধনের শক্তি রাখে।...ট্রেনের একঘেয়ে শব্দ আর যেন ভয়ানক নয়, মারাত্মক নয়। থেলমার চোখ দু'টো ভ'রে উঠলো জলে। ফোটা হ'য়ে গড়িয়ে পড়লো তার দু'গাল বেয়ে। শিশুটিকে সন্তর্পণে তুলে নিলো নিজের বুকে। শিশুটি হেসে উঠলো—মিষ্ট হাসি ! তাকে কোলে ক'রে দোলাতে লাগলো থেলমা। ক্রমে চোখ বুজে এলো তার। ঘুম। ঘুমিয়ে পড়লো সে। জানলো না সে—তার ঐ ক্ষণিকের জাগরণ বাঁচিয়ে দিল একটা জীবনকে। তার একটু ছোঁয়া—ঘুরিয়ে দিল থেলমার জীবন-নদীর ধারাকে।

থেলমা কাঁদলো, ভালই হ'লো। বুকটা তার হালকা হলো। বিশ্বাস এলো ঈশ্বরের উপর। ক্ষমা চাইলো তাঁর কাছে। হে ঈশ্বর, আমায় ঠিক পথে নিয়ে চলো।

একটু পরেই মহিলাটির ঘুম ভেঙে গেল। দেখলেন, তাঁর কোলের শিশু থেলমার কোলে। তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন তিনি: ও কাঁদছিল বুঝি, তাই কোলে নিয়েচেন? সত্যি আপনার খুব কষ্ট হ'লো।

কষ্ট হবে কেন?- থেলমা হাসলো: আমরা দুটিতে বেশ সময় কাটিয়েচি। তবে এইবার বোধহয় আমাকে বিদায় নিতে হবে। 'হল'-এ আসবার সময় হ'লো প্রায়।—শিশুটিকে ফিরিয়ে দিলো মহিলাটির কোলে।

খানিক পরে ট্রেন এলো 'হল'-এ। পূবের আকাশ তখন ফিকে হ'য়ে এসেচে।

'হল'-এ নেমে থেলমা উঠলো এক হোটেলে। হোটেলওয়ালা স্ক্যান্ডিনেভিয়ার লোক। কথায় কথায় বেরুলো—নরওয়ের আল্টেনফোর্ড গ্রামের গুল্ডমার পরিবারের সঙ্গে ভদ্রলোক অনেক দিন থেকে পরিচিত। শুধু তাই নয়, থেলমাকেও দেখেচে ছোট বেলায়। দেশীয় ভাষায় কথা বলতে শুনে থেলমা তো মহাখুশি। নিজেও আলাপ শুরু করলো তার মাতৃভাষায়।

কিন্তু ফ্রাইডফ আশ্চর্য হ'লেন, যখন শুনলেন—থেলমা দেশে যেতে চায় আজকালের মধ্যেই। বললেন: ভুলে গেছ নাকি আমাদের দেশে এখন সূর্যের ঘুমোবার সময়। সব সময় এখন অন্ধকার। শীতে নদী প্রায় জমে বরফ। তাছাড়া যাত্রী জাহাজও তো এখন যাচ্চে না দিন পনেরোর মধ্যে।

কিন্তু আমার যেতেই হবে যে!—থেলমার কণ্ঠে ব্যাকুলতা: বাবার সঙ্গে দেখা করা বিশেষ দরকার।

তা তো বুঝলাম!—ফ্রাইডফ ভাবিত হ'লেন: একলা তুমি—যাবেই বা কি করে? অবশ্য, একটা মাছের জাহাজ যাচ্চে ঐ দিকেই কাল। কাপ্তেনের স্ত্রীও যাচ্চেন ঐ সঙ্গে - কিন্তু, কিন্তু—তুমি তো পারবে না তাতে যেতে। খুব কষ্ট হবে, অনেক অসুবিধে।

তা হোক!—থেলমা বললো: আমার বিশেষ অনুরোধ আপনি কাপ্তেনের সঙ্গে ঠিক করে ফেলুন—আমি ঐ জাহাজেই যাবো। আমার কষ্ট হবে না।

বেশ। দেখি কথা বলে।—ফ্রাইডফ বললেন।

ব্যবস্থাও ক'রে দিলেন তিনি। থেলমার দেওয়া টাকা গুঁজে দিলেন কাপ্তেনের হাতের মধ্যে। আর টাকা দিলে কী না হয়? হ'য়ে গেল থেলমার যাবার ব্যবস্থা।

ক্যাপ্তেনের স্ত্রীকে অবশ্য সঙ্গীরূপে পেলো থেলমা—কিন্তু মাছের জাহাজে সুখসুবিধে নেই একটুও। চারদিকে দড়িদড়া। জলে স্যাঁৎ-সেতে হয়ে আছে মেঝের তক্তাগুলো। সর্বত্র অপরিষ্কার। জাহাজের লোকগুলোও নোংরা। আর সব চাইতে অসহ্য মাছের দুর্গন্ধ। সারা জাহাজের হাওয়াটা ভারি হ'য়ে আছে মাছের আঁস্‌টে গন্ধে।

কিন্তু ওসব ভেবে লাভ নেই। যেতেই হবে যখন তখন দাঁতে দাঁত চেপে সব অসুবিধে সহ্য করা ছাড়া উপায় কি?

জাহাজ ছাড়লো ভোর সাতটায়। চারিদিক তখন কুয়াশায় ঢাকা। 'ব্লাক-পলি'র ডেকের উপর দাঁড়িয়ে থেলমা। তাকে বিদায় দেবার জন্যে সঙ্গে এসেছেন ফ্রাইডফ। হাত নেড়ে বিদায় দেবার সম্ভাষণ জানাচ্চেন তিনি। থেলমাও।

জাহাজ ক্রমে স'রে যেতে লাগলো তীর থেকে। থেলমা মাটি ছেড়ে ভাসলো জলে।

লর্ড এরিংটন তাঁর সেক্রেটারী নেভিলকে নিয়ে বাড়ি ঢুকতেই সামনে দেখলেন মরিসকে। ভয়ে বিবর্ণ, চোখ দু'টো বিস্ফারিত, থর থর ক'রে কাঁপচে।

ব্যাপার কি? কি হয়েছে? —এরিংটন জিগ্যেস করলেন।

আজ্ঞে—থেমে গেল মরিস।

আজ্ঞে কি? বলো শিগ গীর।

মিলেডি মিলেডি কাল থেকে—

কাল থেকে—কী হয়েচে—অসুস্থ?

না না—নিখোঁজ।

নিখোঁজ?

হঁ্যা! কাল রাত্রে তিনি বেরিয়েছিলেন—তারপর আর ফেরেন নি। অনেক, অনেক খোঁজ করা হয়েচে—তবু, তবু—। —মরিসের চোখে জল দেখা দিল: ব্রিটা লেডি উনশের বাড়িতে, মিসেস লরিমারের বাড়িতে, আরো যেখানে যেখানে তিনি যেতে পারেন খোঁজ করেচে, পায়নি।

সব শুনে নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হ'য়ে আসচে এরিংটনের। বললেন: ব্রিটা কোথায়?

ব্রিটা আবার গেচে লেডি উনশের ওখানে। তার ধারণা ওখান থেকেই এইসব ব্যাপার ঘটেচে কিছু। তবে তার কথা ঠিক বোঝা গেল না।

এরিংটনের মাথা ঘুরতে লাগলো যেন। এই কাল দেখে গেছেন থেলমাকে, আর আজ উবে গেল কর্পূরের মতো? কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি তো! হঠাৎ কী খেয়াল হ'লো ছুটে গেলেন সোজা উপরের ঘরে—তাঁর বসবার ঘরে। যদি থেলমা কিছু লিখে গিয়ে থাকে! বসবার ঘরে এসে হাঁক-পাঁক করে খুঁজতে লাগলেন চারিদিক। টেবিল, তাক, ঘরের মেজে চারিদিকে ফেলতে লাগলেন তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি। হঠাৎ নজর পড়লো তাঁর ইজিচেয়ারের পাশে রাখা কবিতার বইটার উপরে। থেলমার গলার সোণার হার ছড়া রয়েচে প'ড়ে। খুলে রেখে গেছে অভিমানিনী। হাত দিয়ে হারছড়া তুলে ধরতেই নজরে পড়লো বই থেকে বার করা চিঠিটার উপর। তাড়াতাড়ি চিঠিটাকে টেনে নিয়ে শুরু করলেন পড়া। দু'খানা চিঠি ছিল

থামে। একখানা ভায়োলেটকে লেখা তাঁরই হাতের চিঠি। তাঁর কাঁপতে লাগলো হাত, কাঁপতে লাগলো বুক।

প্রিয়তম,

এই সঙ্গে যে চিঠিখানা রয়েচে—সেখানা তোমার, আমার এক বন্ধু আমাকে দিয়ে গেছে। অন্যকে লেখা তোমার চিঠি আমার পড়া উচিৎ হয়নি সেজন্যে মার্জনা ক'রো। তবে চিঠিখানা প'ড়ে আমার ধারণা হয়েচে এই হতভাগিনী থেলমা আজ তোমার প্রেম-বঞ্চিতা। সেজন্যে তোমাকে দোষ দিইনে প্রিয়তম, দোষ আমারই। আমি তোমায় সুখী করতে পারিনি, তাইতো তুমি গেছ অন্যত্র সুখের সন্ধানে। সত্যি, এই আধুনিক সভ্যজগতের সঙ্গে আমি আমাকে খাপ খাইয়ে নিতে পারিনি, বিশেষ ক'রে এই লণ্ডন সমাজের সঙ্গে। তাই তুমি যাতে পারো এই সভ্যসমাজে নিষ্কণ্টক হ'য়ে বিচরণ করতে—তাই, ওগো স্বামী, তোমায় মুক্তি দিলাম আমি। আমি ফিরে যাচ্চি আল্টেন ফোর্ডে। সেখানেই থাকবো, যতদিন না তুমি আবার আমায় ফিরে পেতে চাও। আল্টেন ফোর্ডে যাবার আর একটা কারণ যাতে তুমি দরকার হ'লে বলতে পারো—আমি বাবার কাছে গেছি। ব্রিটাকে দেখো। তাকে আমি কিছুই ব'লে গেলাম না। বিদায়, প্রিয়তম। সব ব্যাপার জানবার পর—আর থাকা উচিৎ হবে না ভেবেই এই উপায় অবলম্বন করলাম। তবে জেনে রেখো—তুমি যাকেই ভালবাসো না কেন, যতজনকেই ভালবাসো না কেন—তোমার উপর আমার ভালবাসা আমার আমরণকাল পর্যন্ত থাকবে অক্ষয় হ'য়ে।

ইতি

তোমার চিরানুগতা স্ত্রী

থেলমা

লর্ড এরিংটনের মাথা ঘুরতে লাগলো। পা টলতে লাগলো। তাড়াতাড়ি ব'সে পড়লেন ইজিচেয়ারে। মাথায় হাত দিয়ে ব'সে থাকলেন : একী কাণ্ড ! একী ভুল ধারণা থেলমার। না বুঝে হঠাৎ একী কাণ্ড করলো সে।—তাঁর বুঝতে বাকি রইলো না—ভায়োলেটের কাছে লেখা তাঁর চিঠিখানাই যত নষ্টের গোড়া। ভায়োলেটের কাছে লেখা চিঠি ! হায়, হায় ! কিসের থেকে যে কী হয়, বোঝা দায়।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ঘর ছেড়ে ছুটে গেলেন নীচে নেভিলের ঘরে। নেভিল, থেলমার ব্যাপার শুনে অবাক হ'য়ে গেছলো। সেও ভাবছিল, হঠাৎ লেডি এরিংটন গেলেন কোথায় ? কেনই বা গেলেন।

এমন সময় লর্ড এরিংটন ঢুকলেন তার ঘরে প্রায় ঝড়ের মত। চিঠিদু'খানা তার হাতে গুঁজে দিয়ে রেগে বললেন : এই ছাখো, ছাখো একবার কাণ্ড। তোমার দোষেই আজ এই সব কাণ্ড!

আমার দোষে ?—নেভিল অবাক।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার দোষে। তোমার ঐ পাজি বৌটা ভায়োলেট-ভেরের জন্যেই এই সব কাণ্ড।

নেভিল ভয়ে কাঁপতে লাগলো। মুখ শুকিয়ে গেল তার। বললো : দয়া ক'রে আপনি সব খুলে বলুন, আমি কিছুই বুঝতে পারচিনে !

এরিংটন বললেন : আর খুলে বলবো কি ? তখনই বলেছিলাম না, তোমার ঐ ষ্টেজের ধেইনাচুনে বৌয়ের খবর সব খুলে বলা যাক থেলমাকে—তুমি বললে, না দরকার নেই। তোমার কথা শোনা তখন ভুল হ'য়েছিল আমার।—ঐ যে, ঐ যে সেই চিঠিখানা যা আমি তোমারই কথা মত, তোমারই ভালোর জন্যে লিখেছিলাম তোমার ঐ ভায়োলেটকে। ঐ চিঠি দেখে থেলমার ধারণা হয়েচে আমারই প্রেমপত্তর ওটা। দেখচো, কোথাকার জল কোথায় এসে গড়িয়েচে ! ওঃ এখন উপায় ?

এরিংটন পাশেই একটা চেয়ারে ব'সে পড়লেন।

নেভিল ভেবে দেখলো, সত্যিই তারই জন্যে তার কর্তার আজ এই অবস্থা! ব্রিলিয়াণ্ট থিয়েটারে তার পালিয়ে যাওয়া স্ত্রীকে ঐভাবে নির্লজ্জ-পোষাকে নাচতে দেখে নেভিল কী করবে ভেবে পায়নি প্রথমে। পরে লর্ড এরিংটনকে বাইরে ডেকে নিয়ে সব বলেছিল সে—সাহায্য চেয়েছিল তাঁর। লর্ড সাহায্য ক'রেচেন তাকে যথা সাধ্য। ভায়োলেটের সঙ্গে তিনি দেখা ক'রে তাকে সব বোঝাবার চেষ্টা করেচেন। বেচারী নেভিলের অবস্থা দেখে শেষে তার অনুরোধেই ভায়োলেটকে তিনি চিঠি দিয়েছিলেন, যাতে সে এসে তার স্বামীর সঙ্গে দেখা করে এবং আবার ফিরে আসে সংসার জীবনে। সেই চিঠিই আজ মারাত্মক হ'য়ে দাঁড়ালো এরিংটনের জীবনে। একজনের ঘর বাঁধবার চেষ্টা করতে গিয়ে—নিজের ঘর ভেঙেই বসলেন তিনি। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস আর কাকে বলে!

নেভিল বললো: আপনি কিছু ভাববেন না। উনি নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন আবার। তিনি ভুল বুঝতে পারবেন নিশ্চয়ই।

হঠাৎ এরিংটন উঠে দাঁড়ালেন: চুপচাপ ভেবে লাভ নেই। আমি নরওয়েতে যাবো। পার্লামেণ্টের নির্বাচনে আমার কোন দরকার নেই।

কিন্তু নরওয়েতে কি তিনি গেচেন—বিশেষ ক'রে এই সময়ে?

এমন সময় সেই ঘরে ঢুকলো ব্রিটা। বিষাদের প্রতিমূর্তি যেন। চোখ দুটো ফুলে গেছে কেঁদে কেঁদে—চুলগুলো এলো মেলো। মুখ চোখ ক্যাকাসে।

কিছু খবর পেলে?—এরিংটন জিগ্যেস করলেন।

না।—এরিংটনকে দেখে ব্রিটা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো: ক্রোকেন কোথায় যে গেলেন, কেন যে গেলেন! ঐ লেডি—যদি কিছু মনে না করেন—ঐ লেডি উনশ্লের জন্যে এইসব হয়েচে।

কেন ?—জিগ্যেস করলেন এরিংটন।

লেডি উনশ্লে বরাবর ফ্রোকেনকে হিংসে ক'রে আসচেন। তাছাড়া ঐ লেডি আর স্যার ফ্রান্সিস লেনক্স প্রায়ই ফ্রোকেনের বিষয়ে যা তা সব আলোচনা করতেন। ঐ লেডি নাকি আপনাকেও—হ্যাঁ খুলেই বলি, আপনাকেও ভালবাসতেন, আবার ঐ স্যার লেনক্সকেও ভালবাসেন। অথচ ওঁর স্বামী আছেন বেঁচে। আর আপনি নাকি থিয়েটারের একজন স্ত্রীলোকের কাছে যান। এ কিন্তু মিথ্যে কথা। এসব আমি ওঁদের লুইসা আর ব্রিগসের কাছে শুনেচি। আর, আরো শুনেচি, ঐ লেডি নাকি একখানা চিঠি ঐ থিয়েটারের স্ত্রীলোকটির কাছ থেকে এনে আমাদের ফ্রোকেনকে দিয়েচেন।

বুঝচি। এতক্ষণে সব বুঝলাম।—এরিংটন বললেন: আমি এর ব্যবস্থা করচি। ওঃ নেহাৎ ঐ লেডি উনশ্লে স্ত্রীলোক—নইলে ওকে গুলি ক'রে মারতাম। আর না, আর দেরি নয়।

এরিংটন ঘর ছেড়ে বাইরে গেলেন। তাঁর দৃঢ় পদক্ষেপের শব্দ শোনা যেতে লাগলো।

নেভিল বললো: উনি কি করবেন কে জানে। আচ্ছা, ব্রিটা, তুমি এত সব জানলে কি করে?

সব ঐ ঝি চাকরদের মুখে। তারা ওবাড়ির সব খবর রাখে ঐ চাবির গর্তের মধ্য দিয়ে। ব্রিগস বলে, ওটাও তার একটা দরকারি কাজ। আর লুইসার কাজ হচ্চে, তার লেডির সব চিঠি খুলে খুলে পড়া। তার কারণ হচ্চে, সে নাকি জানতে চায়, সে কেমন লেডির অধীনে কাজ করচে। লুইসা বলেচে, আর সে ও বাড়িতে কাজ করবে না। অমন লেডির অধীনে কাজ করাও পাপ। তবে আমি ঐ থিয়েটারের স্ত্রীলোকটির ব্যাপার ভাল ক'রে বুঝলাম না।

ব্রিটা—ঐ স্ত্রীলোকটিই আমার স্ত্রী।

আঁ্যা! তোমার স্ত্রী?

হ্যাঁ। তারই জন্যে আজ এই সব কাণ্ড।—নেভিল সব কথা খুলে বললো ব্রিটাকে।

লর্ড এরিংটন রাগে গর গর করছিলেন।

তিনি সোজা হাজির হলেন উনশ্লে-হাউসে। ব্রিগস্ যথারীতি দরজা খুলে দিলো। লক্ষ্য করলো সে লর্ড এরিংটনের চোখমুখের অবস্থা। বুঝে নিলো সব। আর আগেই তো পেয়েচে ব্রিটার মুখে লেডি এরিংটনের গৃহত্যাগের খবর।

লর্ড উনশ্লে কোথায়?—প্রশ্ন করলেন এরিংটন।

লাইব্রেরি ঘরে।— উত্তর দিলো ব্রিগস্।

এরিংটন আর দাঁড়ালেন না। ব্রিগসের সঙ্গে চললেন লর্ড উনশ্লের লাইব্রেরি ঘরে। ব্রিগস্ চ'লে গেল নিজের কাজে।

লর্ড উনশ্লে যথারীতি তাঁর ছেলে আর্ণেষ্টকে পড়াচ্ছিলেন। লর্ড এরিংটনকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন: আমি আপনাকে চিঠি লিখবো ঠিক করেছিলাম! যাক্, আপনি এসে গেলেন, ভালই হ'লো।—আর্ণেষ্টকে বললেন: যাও পালাও এখন, তোমার ছুটি। পরে তোমাকে ডাকবো।

আর্ণেষ্ট বই পত্তর বন্ধ ক'রে কয়েক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তারপর সব খুলে বলুন তো, ব্যাপারটা কি?—উনশ্লে বললেন: শুনলাম, আপনার স্ত্রী নাকি আপনাকে ছেড়ে গেছেন?

ছেড়ে গেছেন!—রাগে ফুলতে লাগলেন এরিংটন: বলুন বরং আমার বাড়ি থেকে লেডি এরিংটন বিতাড়িত হ'য়েচেন। আমার বিরুদ্ধে তাঁর মনে সন্দেহ জাগানো হয়েচে—তবেই তিনি চ'লে গেছেন!

তাই নাকি ?—উনশ্লে বললেন। সারা মুখখানিতে অদ্ভুত হাসি : ভালো ক'রে খুলে বলুন। লেডি উনশ্লে এর মধ্যে আছেন ? তিনি যদি থাকেন, আমি আশ্চর্য হবো না।

এরিংটন কথাটা শুনে অবাক হ'য়ে গেলেন। এতদিন তাঁর ধারণা ছিল উনশ্লে সংসার-উদাসীন, আত্ম-কেন্দ্রীক, অতি সাধারণ ভাল মানুষটি। লাইব্রেরির বই হচ্চে তাঁর সঙ্গী—আর ছেলে আর্নেষ্টকে শিক্ষা দেওয়া হচ্চে তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। স্ত্রীর আচার ব্যবহার হয়তো তাঁর তাঁর জানা নেই ; আর জানা থাকলেও চোখ বুজে থাকতেই ভাল বাসেন তিনি। কিন্তু আজ লড উনশ্লের আচরণ, কথাবার্তা যেন অন্যরকম—তাঁর চারিত্রিক পরিবর্তনের প্রমাণ বহন করচে।

উনশ্লে দেখলেন, এরিংটন খোলাখুলি সব বলতে ইতস্ততঃ করচেন, কাজেই তাঁর কাঁধের উপর হাত রেখে বললেন তিনি : আমি আবার বলচি, লেডি উনশ্লের যে কোন আচরণ আর আমাকে অবাক করে না। সত্যি কথা বলতে কি, তিনি বর্তমানে নামে মাত্র আমার স্ত্রী। তাঁকে সে সম্মান দিচ্চি—কেবল ঐ আর্নেষ্টের মুখ চেয়ে।—একটু থেমে বললেন : আমি চাইনে, ছেলে জানুক তার মার প্রকৃতি। ছেলে তার মাকে ঘৃণা করবে—এ আমি ভাবতেও পারিনে। তাই, তাই লেডি উনশ্লে আজো লেডি উনশ্লে হ'য়ে আছেন। —সত্যি এরিংটন, বলুন আপনি, যদি উনি আপনার কোন ক্ষতি ক'রে থাকেন—আমি প্রাণপণে চেষ্টা করবো তার যথাসাধ্য প্রতিকার করতে।

তখন এরিংটন এক এক ক'রে সব বললেন। নেভিলের স্ত্রী ভায়োলেট ভেরে-র সঙ্গে তাঁর নামকে জড়িয়ে কীভাবে থেলমার মনে আঁচড় টানা হয়েচে বিশ্বাসঘাতকতার। বললেন : লেডি উনশ্লের এই সব ব্যাপার একটু আগে আমাদের ব্রিটার কাছে শুনলাম। জানিনে, কতটা সত্যি এ খবর ; তবে অবিশ্বাস করবার—

বাধা দিলেন উনশ্লে। উঠে দাঁড়ালেন তিনি : আসুন আমার সঙ্গে।

এরিংটনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ঘর থেকে বেরুলেন, পার হলেন হলঘর। লেডি উনশ্লের ঘরে গিয়ে ধাক্কা দিলেন। ভিতর থেকে শোনা গেল: আসতো পারো।

সোফাতে ব'সে বই পড়ছিলেন ক্লারা। স্বামীর সঙ্গে এরিংটনকে ঘরে ঢুকতে দেখে হতবাক হ'য়ে গেলেন তিনি। ভয়ে মুখখানা ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল। তবু পাকা অভিনেত্রীর মত মুখে হাসি টেনে এনে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন দু'জনকেই।

ক্লারা!—উনশ্লের গলার স্বর কঠোর।

বলো।—সহজ করে উত্তর দিলো ক্লারা।

তোমাকে লর্ড এরিংটনের বিষয়ে কয়েকটা প্রশ্ন করবার আছে। তার উত্তর চাই সহজ সরল ভাষায়। তুমি ব্রিলিয়েণ্ট থিয়েটারের ভায়োলেট ভেরে-র কাছ থেকে কোন চিঠি এনেছিলে কি না? আর সে চিঠি তুমি নিজে গিয়ে লেডি এরিংটনের হাতে গিয়ে দিয়েছিলে কি না? এই যে এই চিঠি।

এরিংটনের কাছ থেকে পাওয়া চিঠিখানা তিনি দেখালেন ক্লারাকে। ক্লারা দেখলেন চিঠিখানা—কিন্তু স্রেফ অস্বীকার করলেন: তুমি কি বলচো, আমি কিছুই বুঝচি নে।

সব জানা সত্ত্বেও— আরো বলতে যাচ্ছিলেন এরিংটন, কিন্তু বাধা দিলেন ক্লারা: এ ধরণের কথাবার্তায় আমি অভ্যস্ত নই জানবেন। আমি ভায়োলেট ভেরে-র ব্যাপার কিছুই জানিনে। অবশ্য— বাঁকানো হাসি হেসে বললেন ক্লারা: অবশ্য স্যার ফ্রান্সিস লেনক্সের কাছে শুনেচি আপনার সঙ্গে তাব অন্তরঙ্গতার কথা।

ফ্রান্সিস লেনক্স!—এরিংটন বললেন: যাক্ একটা পুরুষমানুষকে পাওয়া গেল এই ব্যাপারে। মিথ্যাবাদীকে উচিৎ শিক্ষা দিতে হবে।

মিথ্যাবাদী তিনি! আর আপনি?

উনশ্লে বললেন : ক্লারা !

বলো।

কাল সকালে তুমি ভায়োলেট ভেরে-র কাছে গেছলে কেন ?

তার নতুন বইয়ের জন্যে একটা বক্সের টিকিট আনতে।

কোথায় সে টিকিট ?

আমার এক বান্ধবীর কাছে! কিন্তু এত প্রশ্ন কেন, জানতে পারি ?

এরিংটন বললেন : তা হ'লে থেলমার এই চলে যাওয়ার জন্যে আপনি দায়ী নন ?

থেলমা চলে গেছে ?—ক্লারা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। পরে হেসে বললেন : যাবেই তো ! কার সঙ্গে গেল ? বোধহয় আপনার বন্ধু মিঃ লরিমারের সঙ্গে ?

ক্লারা। চুপ করো।—গর্জে উঠলেন উনশ্লে।

ক্লারা বললেন : কেন উত্তেজিত হচ্ছো তুমি ? লর্ড এরিংটন আর ভায়োলেটের ব্যাপার আমি যা শুনেছি স্যার লেনক্সের কাছে,আমি বন্ধুত্বের খাতিরেই তা বলেছি থেলমাকে। অবশ্য, থেলমা সেজন্যে মোটেই দুঃখিত নয় জানি। কারণ মিঃ লরিমারের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে সে।

উঃ, এত সাহস আপনার—

হ্যাঁ। সত্যিকথা বলতে কোনো বাধা নেই।—স্বামীকে বললো ক্লারা : প্লীজ, তোমার বন্ধুটিকে নিয়ে এখন যাও; আমায় বাইরে যেতে হবে। কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে।

কিন্তু লর্ড উনশ্লে নড়লেন না। লর্ড এরিংটন একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন ক্লারার দিকে; কিন্তু সর্পিনী ক্লারা শুরু করেছে বিষোদগার করতে। নারীর প্রতিহিংসা ! ভীষণ, ভয়ংকর !

এরিংটন বললেন : আপনার ধারণা কিন্তু ভুল। ভায়োলেট ভেরে-র সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই। সে আমার সেক্রেটারী নেভিলের স্ত্রী।

তাকে আবার ফিরিয়ে আনবার জন্মে, আমি চেষ্টা করেছিলাম মাত্র। স্তার লেনক্স সব জানেন! কারণ আমি জানি, ভায়োলেট ভেরে-র সঙ্গে তাঁর গত পাঁচ বছর ধ'রে ঘনিষ্ঠতা।

আমি বিশ্বাস করিনে!

বেশ, জিগ্যেস করবেন ব্রিলিয়েণ্ট থিয়েটারের ম্যানজারকে।—উনশ্লেকে বললেন এরিংটন: আর আমার এখানে থেকে লাভ নেই। উনি কিছু বলবেন বলে মনে হয় না।

একটু অপেক্ষা করুন।—উনশ্লে বললেন ধীর স্থির ভাবে: লেডি উনশ্লে হয়তো কিছু বলতে অস্বীকার করতে পারেন কিন্তু আমি অস্বীকার করচি না। ওঁর হ'য়ে আমি আপনাকে সব বলতে চাই।—ব'লেই স্ত্রীর দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে একবার দেখে নিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন একটু: শুনুন। লেডি উনশ্লে ভায়োলেট ভের-র কাছ থেকে টাকা দিয়ে এই চিঠি কিনেচেন এবং নিজে হাতে গিয়ে দিয়ে এসেচেন আপনার স্ত্রীকে।

শুনে ক্লারার মুখ চোখ লাল হ'য়ে গেল। তাড়াতাড়ি বাধা দিতে গিয়ে বাধা পেলো স্বামীর কাছে: থামো ক্লারা। তোমার আমার মধ্যে যে সহানুভূতিটুকু বর্তমান তাতে আমার উচিৎ তোমার না-বলতে-পারার লজ্জা থেকে তোমাকে মুক্তি দেওয়া।...শুনুন আপনি। লেডি উনশ্লে বলচেন, তিনি স্তার ফ্রান্সিস লেনক্সের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছিলেন এবং সেটি কাজে লাগিয়েছিলেন আপনার স্ত্রীর মনের শান্তি নষ্ট করবার জন্মে। এটা নেহাৎই বদমতলবেই তিনি করেছিলেন, করেছিলেন হিংসার বশবর্তী হ'য়ে। সত্যি, সত্যকথাকে সহজ সরল করে বলবার মত আনন্দ আর কিছুতেই নেই।—লর্ড উনশ্লের আশ্চর্য বচনভঙ্গী শোনবার মত, দৃঢ় আচরণ দেখবার মত। স্ত্রীর ফ্যাকাসে মুখের দিকে আর একবার ক্ষণিকের জন্মে চেয়ে বললেন আবার: আমি যা বললাম, লেডি উনশ্লে

তাতেই মত্ দিচ্চেন। তিনি চুপ ক'রে আছেন ব'লে আশাকরি মার্জনা করবেন তাঁকে।

হাসলেন উনশ্লে। তাক্ষ্ণ তলোয়ারে আলোর রেখা প'ড়ে ঝকমকিয়ে উঠলো যেন।

স্পাই!—ঠোঁট চেপে বললো ক্লারা। ঘাঘরা ঘুরিয়ে চ'লে গেল সে পাশের ড্রেসিংরুমে। দুজন পুরুষ রইলেন সামনাসামনি দাঁড়িয়ে।

উনশ্লে, এতটা আমি আশা করিনি।

আমিও না। —উনশ্লে বললেন: আমার সব চাইতে বড় দুঃখ, আপনার স্ত্রীর অবস্থার কথা ভেবে। তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ এসব খবর পেলাম মাত্র আজ সকালে—মানে অনেক দেরীতে। আমি আমার স্ত্রীর জন্যে আপনার কাছে ক্ষমা চাইচি।

ওকথা বলবেন না উনশ্লে। আজ বুঝেচি, কত বড় দুঃখ আপনি নীরবে সহ্য করে চলেচেন।

দুঃখ? —উনশ্লে ম্লান হাসলেন: এমন অনেকে আছেন, যাঁরা আমার চাইতেও দুঃখী। —দুজনে ঘর থেকে বেরুলেন: আপনি লেনস্কের সঙ্গে দেখা করবেন নিশ্চয়ই।

নিশ্চয়ই। তাকে শিক্ষা দিতে হবে ভাল ক'রে।

আমি খুশি হবো তাতে। —উনশ্লে বললেন: আজ আর্ণেষ্ট আছে তাই। নইলে ওকে গুলি ক'রে মারতাম। জানি, অনেকেই ভাবেন, কেন আমি তা করিনি। কিন্তু ঐ, ঐ বেচারি আর্ণেষ্টের জন্যে। সে জানতে পারবে—ঐ হত্যার কারণ কি। তারপর তার ঘৃণ্য মায়ের জন্যে মনটা—না, না, ভাবতেও পারিনে। বিবাহ বিচ্ছেদ বা চাবকানি বা হত্যা—যাই বলুন কেলেঙ্কারি ছড়াবেই। তাই আমি আর্ণেষ্টের মুখ চেয়ে চুপ করে আছি। কিন্তু আপনি—নির্মল, পবিত্র আপনার স্ত্রী কেনা জানে—আপনার কোন ভয় নেই, নেই। এই

পৃথিবীতে অশান্তির জন্যে কত না। নারীকেই একদিন জবাবদিহী দিতে হবে জানিনে।

এরিংটন চুপ ক'রে ছিলেন। উনশ্লের প্রতি সহানুভূতি, শ্রদ্ধা তাঁকে নির্বাক ক'রে দিয়েচে। আধুনিক সমাজের এই একজন শহীদ পুত্রের প্রতি কর্তব্যের অনুরোধে তিলে তিলে দগ্ধ হ'চ্চেন। জলে পু'ড়ে খাঁক হ'য়ে যাচ্চে তাঁর অন্তরাত্মা—কিন্তু চীৎকার ক'রে কাঁদবারও যেন অধিকার নেই তাঁর। এই দৃঢ় চিত্ততাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম না জানিয়ে উপায় নেই।

যাক্, অনেক কিছুই বললাম, মনে কিছু করবেন না।

এরিংটন শুধু বললেন: আপনার সহানুভূতি পেয়ে আজ আমি ধন্য।

দু'জনে করমর্দন করলেন। বিদায় নিলেন এরিংটন।

লর্ড উনশ্লে সোজা গিয়ে ঢুকলেন ক্লারার ড্রেসিংরুমে। দেখলেন, একখানা সোফায় মাথা রেখে মাটিতে ব'সে আছে সে।

ক্লারা!

চমকে উঠে দাঁড়ালো ক্লারা: তুমি? এখানে?

আশ্চর্য লাগচে? লাগবারই কথা। স্বামী ঢুকেচে স্ত্রীর ঘরে? —আশ্চর্যের বৈকি! তোমাকে আমি কিছু বলতে চাই।

আরো কি বলতে চাও?

বসো, বলচি। অল্পতেই সারবো আমি; বেশি বলবার উৎসাহ নেই আমার।

ক্লারা সোফায় বসলো। হাত দুখানা নিজের কোলের উপর রাখলো অসহায় ভাবে।

উনশ্লে বললেন: তুমি একটু আগে আমাকে বললে, স্পাই। যখন তোমাকে আমি বিয়ে করি—তোমার হাতে আমি সঁপে দিয়েছিলাম আমার নাম, মান, জীবন। কিন্তু আজ তুমি তিনটেই নষ্ট করেচো।

বিশ্বাসঘাতকতা করেচো তুমি—তবু আমি কিছু বলিনি। এরিংটন পরিবারের শান্তি নষ্ট করেচো—সে খবর পেয়েচি আমি তোমারই পরিচারিকা লুইসা বেণোর কাছে—আজ সকালে। আজ সকালে তোমার কাছে তার কাজে ইস্তাফা দেবার পর সে সব বলেচে আমাকে। একটি সবলপ্রাণা মেয়ের প্রতি তোমার বর্বরোচিত আচরণ,তোমার নিষ্ঠুরতা, তোমার বিশ্বাসঘাতকতা—কিছুই আমার আর জানতে বাকি নেই।

তুমি ঝি-চাকরের কথায় বিশ্বাস করো?

তুমি লেনক্সের কথায় বিশ্বাস করো কেন? একটা চাকরের চাইতে সে কোন অংশে বেশি নির্ভরযোগ্য নয়। —উনশ্লে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন: তোমার পরিচারিকা প্রত্যেকটি কথা যেভাবে বলেচে—কয়েকটি ক্ষেত্রে এমন সব প্রমাণ দেখিয়েচে—যে অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই। এমন কি, এরিংটন ম্যানরে—তোমার সঙ্গে লেনক্সের কথাবার্তাও যা হয়েছিল বলেচে আমাকে। ....স্পাই! স্পাই তুমি পুষেচো তোমার আশেপাশে, আর লেনক্স তোমার মন্ত্রদাতা, তোমার পরম বিশ্বাসভাজন। তার প্রীতিও তুমি ভায়োলেটের সঙ্গে ভাগাভাগি ক'রে নিচ্চো আশা করি।

কী বলচো তুমি!—দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকলো ক্লারা।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মুখ ঢাকো ক্লারা।—উনশ্লে বললেন: ও মুখে আর কোন মাধুর্য নেই, ও চোখে আর কোন স্বর্গীয় সুষমা নেই। নারীত্বের ঘৃণ্য প্রকাশ আজ তোমার মধ্যে। ক্লারা, ভেবেছিলে আমার চোখ নেই, আমি অন্ধ। তোমার অন্যায় আচরণ আমার কাছে অবোধ্য। কিন্তু আজ বলি তোমাকে—তুমি যদি আমার এই হৃদয়খানাকে তোমার দুই নিষ্ঠুর হাতের নিষ্পেষণে নিংড়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরাতে—তবু, তবু বুঝি সে যন্ত্রণাও ছিল ভালো। কিন্তু আর নয়, আর নয়। এবার শেষ করতে হবে—

বিবাহবিচ্ছেদ চাও নাকি?—ক্লারা বললো: বেশ, তাই হোক।

বিবাহবিচ্ছেদ ?—হাসলেন উনশ্লে : সে তো অতি সহজেই হ'তে পারে। সাক্ষী সাবুদ তো বাড়িতেই পাওয়া যাবে। কাজেই কেস জিততে আমার পক্ষে শক্ত হবে না। আর হবেও চমৎকার। কাগজে খবর রটবে, সমাজে কথা রটবে। তোমার বান্ধবীরা হাসবে তোমায় দেখে—কেউবা কাসবে তোমায় দেখে। আর বুড়ো বয়সে ছেলে যখন জানবে তোমার কীর্তি, ঘৃণায় মুখ ফেরাবে—তখন হবে আরো চমৎকার !

নিষ্ঠুর তুমি। এমন যদি করবেই, আমায় বিয়ে করলে কেন ?

কেন ? কারণ তখন তোমাকে ভালবাসতাম ক্লারা। প্রাণের চাইতেও তোমাকে ভালবাসতাম। বিয়ের পর ক'টা দিন তোমার সাহচর্যে পেয়েছি আমি স্বর্গীয় আনন্দ, জানিনে তুমি পেয়েছিলে কিনা। কিন্তু আজ, আজ সে সব স্বপ্ন—অলীক স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। আমাদের সুখের সংসারে দেখা দিল যে পুরুষ, কেড়ে নিলো তোমার মন—তাকে দেবো আমি আমরণকাল অভিশাপ। পাষণ্ডটা এবিংটনের স্ত্রীকেও হস্তগত করবার চেষ্টা করেছিল—পারেনি। সতী নারীর কাছে তার পাপ কামনা পরাজিত হয়েছে। কিন্তু তোমাকে সে—

ওঃ, আর আমি শুনতে পারছিনে।—ক্লারা দু'হাত দিয়ে নিজের দুকান চাপলো : যদি চাও, বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা করো, এই মুহূর্তেই করো - আর সহ্য হয় না আমার।

বিবাহবিচ্ছেদ ! এত সহজে মুক্তি ?—বললেন উনশ্লে : পারলে তোমায় হত্যা করতাম !

হত্যা ? আমাকে হত্যা করতে ?—ভয়ে সাদা হ'য়ে গেল ক্লারা।

হ্যাঁ, হত্যা।—আবার বললেন উনশ্লে : ফরাসী বা ইতালীয়রা এসব ক্ষেত্রে যা ক'রে থাকে—তাই করতে পারতাম যদি। কিন্তু হায়, আমি ইংরেজ—অতি সভ্য, ঘরের পাপ বাইরে প্রকাশ করতে লজ্জা পাই—তাই, তাই বেঁচে গেলে তুমি। কিন্তু শোনো ক্লারা—

কি ?

আমি তোমাকে পরিত্যাগ করচি।—উনশ্লে বললেন : আর্ণেষ্টকে নিয়ে আমি চ'লে যাবো তোমার কাছ থেকে দূরে। যা ইচ্ছে ক'রো তুমি—জানতে আসবো না আমি। আমি কোথায় যাবো, জানাবো তোমাকে—দরকার হ'লে খবর দিয়া আসবো। বাঁচাবো তোমাকে লজ্জা থেকে, বিপদ থেকে। আর আর্ণেষ্টও জানতে পারবে না তার মায়ের কীর্তি—ছেলের সামনে মাতৃত্বের বলিদান থেকে পাবে মুক্তি। তুমি তার মা, কাজেই তার কাছে তুমি যাতে সম্মান পাও—সেদিকে থাকবে আমার তীক্ষ্ণদৃষ্টি। আমায় বিশ্বাস করতে পারো।

ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় হত্যা করো!—ক্লারা উনশ্লের পায়ের পরে লুটিয়ে পড়লো : আমায় ত্যাগ ক'রে যেয়ো না। বরং ঘৃণা করো, অভিশাপ দাও, আঘাত করো—যা ইচ্ছে করো; কিন্তু আমাকে ছেড়ে যেয়ো না।—উঠে দাঁড়িয়ে স্বামীকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলো ক্লারা : আমায় বাঁচাও, বাঁচতে দাও। দয়া করো, ওগো, দয়া করো।

অশ্রুধারা ঝরতে লাগলো তার দু'গাল বেয়ে। উনশ্লে অতি ধীরে ছাড়িয়ে দিলেন স্ত্রীর হাত দু'খানা : তোমাকে ছেড়ে চ'লে যাওয়া ছাড়া আর আমি অন্য কোন উপায় দেখিনে ক্লারা।

কিন্তু আমাকে আর একবারের সুযোগ দাও, আমাকে ভাল হবার পথে এগিয়ে দাও। আমি খারাপ, কিন্তু অসুখীও আমি কম নই। যেদিন থেকে আমি তোমার উপর অন্যায় করেচি—সুখ, আনন্দ সেদিন থেকেই ছেড়ে গেছে আমাকে। তোমার ভালবাসা পাবার—না, না, দয়া পাবার আর কি আমার কোন আশাই নেই? ওগো, আজ আমার বলতে কি—

আর বলতে পারলো না ক্লারা।

উনশ্লে বললেন: তোমার মনের জোর কতখানি তা তুমি নিজেই জানো না। তবু তোমার কথার উপর নির্ভর ক'রেই অপেক্ষা করবো। লক্ষ্য করবো তোমার আচরণ, অভিপ্রায়। পরস্পরের মধ্যে প্রেম আমরা হারিয়েছি। ম'রে গেছে প্রেম। এখন তার মৃতদেহটাকে আগলে বসে থাকা ছাড়া আর আমাদের কিছু করবার নেই, কিছু নেই।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। ধীরে সরিয়ে দিলেন ক্লারাকে।

ক্লারা স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে করুণ স্বরে বললো: একটা চুমু আশা করতে পারি?

না। এখনো নয়।—আর দাঁড়ালেন না উনশ্লে। চলে গেলেন ঘর ছেড়ে।

দৃঢ় পদক্ষেপের ধ্বনি ক্রমেই গেল মিলিয়ে।

দরজাটা ফাঁক, ক্লারা এক দৃষ্টে দেখলো তার স্বামীর চ'লে যাওয়া। কঠিন পুরুষ। নির্মম। চমৎকার!

হঠাৎ আর্নেষ্ট সামনের ঘর থেকে বেরিয়ে ঢুকতে যাচ্ছিল লাইব্রেরি ঘরে। ক্লারা ডাকলো তাকে: শোনো আর্নেষ্ট।

মার কাছে এলো আর্নেষ্ট। সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলে। চোখে মুখে খুশির আনন্দ। আহা এমন ছেলে, অথচ তার দিকে নজর দেবারও সময় পায়নি ক্লারা। নিজেকে নিয়েই নিজে ছিল ব্যস্ত এতদিন। ক্লারা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। আদরে গলে গেল যেন সে।

কোথায় যাচ্ছিলে খোকন?

বাবার কাছে। পার্কে বেড়াতে যাবো একসঙ্গে।

ফিরে আমার কাছে আসবে? আমি থাকবো বাড়িতে।

আসবো মা।

লক্ষ্মী সোনা আমার। এসো, বেড়িয়ে এসো।

আর্ণেষ্ট ছুটে যাচ্ছিল, আবার তাকে ডাকলো ক্লারা : শোনো শোনো!

ফিরে কাছে এসে দাঁড়ালো আর্ণেষ্ট। ক্লারা বললো : আমাকে, আমাকে একটা চুমু দেবে খোকন?

দেবো মা।—সাদরে মার গলা জড়িয়ে ধ'রে চুমু দিলো আর্ণেষ্ট।

তোমার বাবাকে বলো, তুমি আমাকে চুমু দিয়েচো। বলবে তো?

বলবো মা।

ভুলে যেয়ো না কিন্তু।

না মা।

লর্ড এরিংটন, উনশ্লে-হাউস থেকে সোজা চলে যাচ্ছিলেন লেনীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। খানিকপথ যাবার পর খেয়াল হ'লো তাঁর, খালি হাতে যাচ্চেন তিনি। কাজেই ফিরলেন বাড়ির দিকে—চাবুকখানা নিতে হবে। সামনে দিয়ে একখানা গাড়ি যাচ্ছিল, তাকে ডেকে, তাতে ক'রেই গেলেন বাড়ি।

বাড়ির কাছে এসে দেখেন, মরিসার তাঁর বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘন্টি বাজাচ্চেন।

আরে, মরিমার! কবে ফিরলে প্যারী থেকে?—আনন্দে চীৎকার করলেন এরিংটন!

কালরাত্রে। তারপর খবর সব ভাল তো?—মরিমার জিগ্যেস করলেন।

আর ভালো! চলো ভেতরে বলচি সব।—মরিস দরজা খুলে দিতেই দু'জনে ঢুকলেন। এরিংটন একে একে সব বললেন তাঁর বন্ধুকে। বলতে ভুললেন না ক্লারার কথা :

থেলমা নাকি তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্চে!

শুনে হাসলেন লরিমার। বললেন: বেশ মজাব কথা বলেচেন তো!—মনে মনে বললেন: সে সৌভাগ্য আমি করে আসিনি ফিলিপ, তুমি ক'রে এসেচো।

এরিংটন বললেন: বাড়ী ফিরলাম চাবুকটা নিতে; লেনীকে সায়েস্তা করতে হবে।

ভাল ক'রে করা দরকার।—লারমার বললেন: পাজীটা তোমার স্ত্রীকে অপমান করেচে। মার কাছে শুনলাম।—সব বললেন লরিমার।

বলো কি? তাই নাকি।—রাগে ফুঁসতে লাগলেন ফিলিপ। ওঠো, আর দেরি নয়।

চাবুকটা হাতে নিয়ে বেরুতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় ব্রিটা এসে দাঁড়ালো। বললো: আপনি আণ্টেনঘোড়ে যাবেন বললেন আমি কিন্তু যাবো আপনার সঙ্গে।

বেশ তো! তুমি জিনিষপত্র বেঁধে নিয়ে সোজা ষ্টেসনে যেয়ে। আমি লেনীকে সায়েস্তা ক'রে ঐ পথে সোজা যাবো ষ্টেসনে। ওখানেই দেখা হবে।

বাড়ি ফিরবে না?—লরিমার জিগ্যেস করলেন।

বাড়ি? বাড়ি তো আমার কাছে এখন অরণ্যের মত। চলো ভাই। আর দেরি নয়।

পথে একটা খালি গাড়ি পেয়ে চড়ে বসলেন। কিন্তু গাড়িটা খানিকটা যাবার পর ভীড়ে আটকে গেল। দেরি করবার মত মনের অবস্থা নেই ফিলিপের। নেমে পড়লেন তিনি লরিমারকে নিয়ে। গাড়ি ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে জোরে হাঁটতে লাগলেন লেনীর বাড়ির দিকে।

লেনীর বাড়ির দরজার কাছাকাছি শোনা গেল গোলমাল। ব্যাপার কি? দু'জনে দাঁড়ালেন। দেখেন একদল লোক তাঁদেরই দিকে আসচে। কয়েকজন লোক একটা ষ্ট্রেচার আনচে ব'য়ে।

স'রে যান, স'রে যান রাস্তা দিন। কয়েকজন চেঁচিয়ে লোক সরাতে লাগলো সামনে থেকে। স'রে দাঁড়ালেন এরিংটন আর লরিমার। ষ্ট্রেচারে এক আহত লোককে বহন ক'রে তারা সামনে দিয়ে লেনীর বাড়ির দরজায় ঢুকবার সময় সবিস্ময়ে এরিংটন আর লরিমার দেখলেন আহত লোকটি—আর কেউ নয়, লেনী! কী কাণ্ড! মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, রক্তে ভেজা। গালে রয়েচে রক্তের দাগ। গায়ে চাদর, তাতেও রক্তের দাগ। তাঁরা জিগ্যেস ক'রে জানলেন: ষ্টেসনে একখানা চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে পা ফস্কে প'ড়ে যায় ট্রেনের আর প্লাটফরমের মাঝখানে। তাতে দেহের সবটাই প্রায়, ফেৎলে, মুচড়ে একসা হ'য়ে গেছে, হাড়গোড় গেছে ভেঙে। জীবনের কোন আশা নেই। অজ্ঞান হ'য়ে আছে এখন। বাঁচবে তো নাই-ই। কাজেই পকেটে ভিজিটিং কার্ড দেখে লোকজন তাকে নিয়ে আসচে বাড়িতে।

আশ্চর্য! এরিংটন আর লরিমার এসেছিলেন লেনীকে উচিৎ শিক্ষা দিতে। তাকে শাস্তি দেবার জন্যে এরিংটনের হাতে রয়েচে চাবুক—কিন্তু তার আগেই ভগবানই দিলেন ওর শাস্তি। ভগবানের মার দুনিয়ার বার। এই দুনিয়া থেকেই বুঝি তাকে বার ক'রে দিতে চান।

ষ্ট্রেচার ব'য়ে নিয়ে লোকগুলি উপরে লেনীর ফ্লাটে গেল। ঢুকলো লেনীর ঘরে। বিছানায় একখানা যৌন বিষয়ক পত্রিকা প'ড়েছিল, সেখানা সরিয়ে দিয়ে—শুইয়ে দেওয়া হ'লো লেনীকে। মন্ত্রমুগ্ধের মত এরিংটন আর লরিমারও এলেন লেনীর ঘরে। দাঁড়ালেন লেনীর কাছে।

একটু পরে মনে হ'লো লেনীর জ্ঞান হ'লো। একবার চোখ মেলে চাইলো। চোখ পড়লো তার—এরিংটন আর লরিমারের উপর। ঘটলো মুখ বিকৃতি—ভয়ে, বিস্ময়ে। বুঝিবা যন্ত্রণায়। কথা বলবার চেষ্টা করলো, পারলো না। হাত নাড়বার চেষ্টা করলো, পারলো না। একজন

চাদরখানা উঠালো একটু। হাত ছু'খানা ভেঙে দুমড়ে আছে। হাঁটু মোড়া। ঠোঁট কেটে গেছে। একটা চোখে কালচে দাগ।

মুখ দিয়ে গেঁজলা উঠতে লাগলো লেনীর। গোঁ-গোঁ শব্দ করতে লাগলো সে। একজন ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন কাছে। যতটা সম্ভব পর্যাবেক্ষণ করলেন তাকে। পরে মাথা নেড়ে বললেন: না:, কোন আশাই নেই।

সত্যিই, কোন আশাই আর রইলো না। লেনীর গলার মধ্যে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ শুরু হ'লো। মরণের লক্ষণ। মরণ তার মারাত্মক হাত দিয়ে চেপে ধরেচে বুঝি লেনীর গলা। চোখ ছু'টো বেরিয়ে আসতে চাইলো বুঝি! একটা অব্যক্ত বেদনায় ছটফট করতে লাগলো সে। কয়েকবার অস্ফুট কি যেন বলতে গেল। বোঝা গেল না। ক্ষমা চাচ্ছিল নাকি? কে জানে! তারপর? একবার মাথাটা ঝেঁকে উঠলো, তার পরেই একপাশে ঢলে পড়লো বালিশের উপরে। পাপী ম'রে বাঁচলো।

এরিংটন আর লরিমার নিঃশব্দে নেমে এলেন সিঁড়ি বেয়ে। সঙ্গে নামছিলেন আর এক ভদ্রলোক। বাড়ীওলা। ঐ বাড়ীতেই থাকেন। বললেন তাঁদের: স্যার লেনক্স মারা গেলেন ক্ষতি নেই। কিন্তু বেচারির বৌটি হ'লো বিধবা।

বৌ?—ছু'জনে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন ভদ্রলোকের মুখের দিকে।

হ্যাঁ। বড় ভাল মেয়ে। একবার এসেছিল, কিন্তু কুকুরের মত তাড়িয়ে দেয় তাকে। কত চিঠি লিখেচে। কোন উত্তর দেয় নি।

কোথায় থাকেন তিনি?

জার্মানীতে, তার এক মাসির কাছে। হাতে মোজা বুনে বিক্রী ক'রে পেট চালায়। একটি মেয়েও আছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

দু'জনে বললেন শুধু : পাষণ্ড কোথাকার!

ট্রেনের এখনও অনেক দেরি। বাড়ি যেতেও আর ইচ্ছে নেই। কাজেই দু'জনে ঢুকলেন এক রেঁস্তোরায়। হাতে চাবুকটা তখনো রয়েচে। রাস্তায় ফেলে লাভ নেই। হাতলটা রূপো দিয়ে বাঁধানো। তাতে এরিংটনের নাম লেখা।

তাঁরা একটা টেবিলে সবে বসেচেন, দেখেন, সাহিত্যিক বো লাভলেস ঢুকচেন। তাঁকে ডেকে বসালেন তাঁদের সামনের চেয়ারে।

তারপর কি ব্যাপার? সঙ্গে চাবুক কেন?—বো জিগ্যেস করলেন।

এরিংটন সব খুলে বললেন তাঁকে। শুনে বো তো তাজ্জব ব'নে গেলেন। অমন মেয়ে থেলমা, তারও শত্রু থাকতে পারে? না, সংসারের উপর ঘেন্না ধ'রে গেল। ছিঃ ছিঃ! তবে ভগবান আছেন, তাই বদমায়েসের শাস্তি তিনিই দিলেন। কিন্তু চাবুকটা কাজে লাগলো না।

এখন চাবুকটা রাখি কোথায় তাই ভাবচি।—এরিংটন বললেন। চাবুকটা আমাকে দেবেন?

আপনি কি করবেন?

দরকার মতো কাজে লাগাবো। অনেক কাজে লাগবে।

নিন তবে।—এরিংটন বো-কে চাবুকটা দিলেন।

এমন সময় একজন ভদ্রলোক ঐ রেঁস্তোরায় ঢুকলেন। বো-কে দেখে মৃদু হেসে অভিবাদন জানালেন। বো-ও জানালেন।

বো বললেন : চেনেন ওঁকে?

না।

উনি হচ্চেন বিখ্যাত সমালোচক 'হুইপার'।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। আজ আমি যে নাম ক'রেচি, তা ওঁরই কৃপায়। ওঁর নির্ভীক সমালোচনা পাঠক সমাজে আমাকে পরিচিত ক'রে দিয়েচে। সমালোচকের দায়িত্ব অনেক। অনেকে ধামাধরা হ'য়ে সমালোচনা করে—মানে স্বার্থের জন্য খারাপকে ভাল বলতেও লজ্জা বোধ করে না। তাদের আমি দেখতে পারিনে। 'পাঞ্চ' পত্রিকা আজ বিখ্যাত কেন ? তার নির্ভীক সমালোচনার জন্যে। শঠ মিত্রের পাল্লায় পড়ার চাইতে প্রকৃত শত্রুর হাতে পড়া ঢের ভাল।

খাওয়া দাওয়া সেরে তিন জনে বেরুলেন। বো বিদায় নিয়ে নিজের কাজে গেলেন। এরিংটন আর লরিমার এগুলেন ষ্টেসনের দিকে। কিছুদূর গিয়ে দেখা হ'য়ে গেল তাঁদের পুরোন বন্ধু ম্যাকফারলেনের সঙ্গে। সেই নরওয়ে থেকে ফেরবার পর এই দেখা। সকলেই খুব খুশি। থেলমার কথা জিগ্যেস করলেন ম্যাকফার্লেন। এরিংটন বললেন: ভাল আছে। দেশে গেছে বেড়াতে। অর্থাৎ স্রেফ চেপে গেলেন সব ব্যাপারটা। কী লাভ ব'লে ? কী লাভ রটিয়ে ? বন্ধু অনেক থাকতে পারে—কিন্তু প্রাণের বন্ধু ছাড়া সবাইকে কি সব কথা বলা যায় ?

ম্যাকফার্লেনের কাছে অনেক খবর পাওয়া গেল। তিনি নাকি হঠাৎ মাসির সম্পত্তির মালিক হয়েচেন। এসেচেন তাই স্কটল্যাণ্ড থেকে ইংলণ্ডে বেড়াতে। আছেন লণ্ডনে ইষ্টএণ্ডে। মানে, গরীব পাড়ায়। ইচ্ছে ক'রেই আছেন সেখানে। জানতে চান, তাদের অবস্থার কথা। তাছাড়া আছেন ভালই। সবাই সেখানে খাতির করে খুব।

আরো একটা খবর পাওয়া গেল। ডাইসওয়ার্থির খবর। সেই বসকবের প্রাত্রীপ্রবর। সে নাকি শেষপর্যন্ত দেশেই ফিরে এসেছিল। পাদ্রীর পোষাক পরলে কী হবে, স্বভাব যায় না মরলেও। গ্রামে এক পরস্ত্রীর সঙ্গে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে এমনিই গভীরভাবে প্রেমচর্চায় মত্ত

ছিল যে—স্বামীটি কখন যে এসে সব দেখে ফেলেছিল, তা' দু'জনেরই খেয়াল ছিল না। তারপর যা হ'য়ে থাকে, প্রহারেণ ধনঞ্জয়। মার্ মার্। কোনরকমে প্রাণটা নিয়ে পালিয়েছিল। তাও কি ছাই পালানো যায় সহজে। যা হোঁৎকা চেহারা! সেই থেকে আর তাকে দেখা যায়নি।

আরো অনেক আলাপ আলোচনার পর ম্যাকফার্লেন বিদায় নিলেন। এরিংটন আর লরিমার চললেন ষ্টেসনের দিকে।

ষ্টেসনে এসে দেখেন, ব্রিটা জিনিষ পত্তর নিয়ে ষ্টেসনে রেডি। ট্রেনের আর বেশি দেরি নেই। দু'খানা টিকিট কিনলেন এরিংটন। লরিমার প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে রইলেন গাড়ি না ছাড়া পর্যন্ত।

ট্রেন ছাড়লো।

লরিমার বললেন: থেলমাকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ো।

জানাবো।—এরিংটন বললেন: বিদায় লরিমার।

বিদায়!

সম্পাদক অফিসে আছেন?

হ্যাঁ, আছেন।

তাঁকে আমার এই কার্ডখানা দাও।

'সর্প' পত্রিকার অফিসের বয় বো-লাভলেসের নামের কার্ডখানা নিয়ে গেল। বো ওয়েটিংরুমে গিয়ে বসলেন। তার হাতে সেই এরিংটনের দেওয়া চাবুক। বগলে একখানা পত্রিকা। সেদিনকার 'সর্প' পত্রিকা।

একটু পরেই বয় এসে ডেকে নিয়ে গেল বো-কে। সম্পাদক মিঃ গ্রাবস্ ব'সে ছিলেন চেয়ারে। বো-কে দেখে উঠে দাঁড়ালেন: আপনি এসেচেন! কী সৌভাগ্য আমার!

আজ্ঞে না। বড় দুর্ভাগ্য আপনার।—বো বললেন।

তার মানে ?

তারমানে এই যে।—সপ কাগজখানা গ্রাবসের চোখের সামনে মেলে ধরলেন : এসব কী ব্যাপার ?

কী ব্যাপার ?—গ্রাবস বললেন।

এই যে লিখেচেন—বো পড়তে লাগলেন : লর্ড ক্রস এরিংটন একটি নরউইজান চাষীর মেয়েকে বিবাহ করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু প্রকাশ যে লেডি এরিংটন শীঘ্রই তাঁহার স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করিবেন। কারণ লর্ড এরিংটন সম্প্রতি ব্রিলিয়াণ্ট থিয়েটারের এক অসামান্যা সুন্দরী অভিনেত্রীর প্রেমে মত্ত হইয়া আছেন। লেডির দুর্ভাগ্যের জন্যে আমরা দুঃখিত এবং আশাকরি তিনি শীঘ্রই তাঁহার এই বিশ্বাসঘাতক স্বামীর হাত হইতে মুক্তি পাইবেন।—এ খবর কে দিয়েচে আপনাকে ?

বিশ্বস্তসূত্রে পেয়েচি।

নাম জানতে চাই তার।

নাম জেনে লাভ নেই। তিনি এখন আপনার নাগালের বাইরে। স্যার লেনক্স!

অর্থাৎ আমার হাত থেকে বেঁচে গেল সে।—বো বললেন : শুনুন, আপনার এই কাগজেই আপনাকে এই খবরের প্রতিবাদ করতে হবে। ক্ষমা চাইতে হবে এই অন্যায় সংবাদ প্রকাশের জন্যে।

কে বললো অন্যায় ?—রাগ দেখালেন গ্রাবস।

আমি বলচি অন্যায়। ভুল সংবাদ এটা। এঁদের সব খবর আমি জানি। আমার বিশেষ পরিচিত এঁরা।

হ'তে পারে পরিচিত আপনার। কিন্তু খবর সত্যি !

না। মিথ্যে। ক্ষমা চাইবেন কিনা বলুন।

—.

ব্যস্। আর কথা নয়। শপাং ক'রে চাবুকের এক ঘা গ্রাবসের মুখে। গ্রাবস্ লাফিয়ে উঠলেন। কিন্তু বো চালালেন চাবুকের পর চাবুক। দরজা ভেজানো। দরজার দিকে যাতে না এগুতে পারে সম্পাদক, তাই বো আগে থেকেই দরজা আগলে দাঁড়িয়েছিলেন।

গ্রাবস্ চীৎকার করতে লাগলেন: আমাকে মেরে ফেললো, বাঁচাও। কে আছ, এসো শীগ্গীর।

চোপ্রাও!—আরো দু'চার ঘা চাবুক মারতেই গ্রাবস্ টেবিল আর চেয়ারের মাঝখানে ব'সে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করলো।

এমন সময় দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ হ'লো। বো বললেন: কে?

বাইরে নারীকণ্ঠ শোনা গেল: আমি, মিস ভেরে।

ভেরে? ভায়োলেট ভেরে? বো চেয়ার-টেবিলের ফাঁকে গ্রাবসকে সুকৌশলে কষাঘাত করতে করতে বললো: ভিতরে এসো।

মিস ভায়োলেট ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিল আবার। বো-য়ের কাণ্ড দেখে হেসে বললো: আপনি দেখছি আগেই কাজ শুরু ক'রে দিয়েচেন। ভেবেছিলাম হাতের সুখটা আমি করবো।

করুন না?—বললেন বো।

আর না, আর না। বাঁচাও।—কাতর অনুরোধ করতে লাগলেন গ্রাবস্।

দাঁড়াও বাঁচাচ্ছি।—ভায়োলেট বললো: কাগজটা কোথায়? খবরটুকু দরকার।

এই যে!—বো এগিয়ে দিলেন হাতে 'সর্প' পত্রিকাখানা।

ভায়োলেট কাগজ থেকে খবরের জায়গাটুকু ছিঁড়ে নিয়ে মুচড়ে গোল ক'রে নিয়ে গ্রাবসের কাছে ব'সে বললেন: এসো তো প্রাণ, গিলে ফেল এই পুরিয়াটা। মিথ্যে খবর যেমন উগরেছো, তেমনি গিলে ফেলে দিতে হবে তোমাকেই।

বো হেসে উঠলেন: বাঃ চমৎকার তোমার আইডিয়া। ঠিক-তাই হোক।

ভায়োলেট বললো: ব্রিলিয়াণ্ট থিয়েটারের আসামান্যা সুন্দরী অভিনেত্রী কোন দিনই লর্ড এরিংটনের সঙ্গে প্রেম করেনি—বরং তুমিই আমার পায়ে কিছুদিন গড়াগড়ি দিয়েছিলে—মনে আছে নিশ্চয়ই। নাও এখন চিবিয়ে গিলে ফেলো তো চাঁদ। জল দেবো?—ব'লেই কাগজের পুরিয়াটা গ্রাবসের মুখে ঠুসে দিলো।

গ্রাবস্ থু থু ক'রে ফেলে দিয়ে বললো: আমাকে ক্ষমা করো। আমি খবরটা বিশ্বাস ক'রেই লিখেছিলাম।

তোমার কাগজে তা'হলে ভুলটি স্বীকার ক'রে মাপ চাইবে তো?
— ভায়োলেট জিজ্ঞেস করলো।

হ্যাঁ!—চাবুকের কেটে যাওয়া জায়গাগুলোয় হাত বুলোতে লাগলো গ্রাবস্।

মনে থাকে যেন। এসো ভায়োলেট যাই!—বো ভালোমানুষের মত ভায়োলেটকে নিয়ে সম্পাদকের ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

লেনীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সুদূর জার্মানীর এক গ্রামে একটি নারী ফেললো শুধু অশ্রুধারা। লেনীর হতভাগিনী স্ত্রী। আর কেউ নয়। তার কোন প্রণয়িনীও নয়।

ক্লারাও খবরটা পেল। তখন সে ব্রেকফাস্টের জন্যে টেবিল গুছোচ্ছিল, লর্ড উনস্লো কাগজখানা হাতে ক'রে এনে প'ড়ে শোনালেন লেনীর মৃত্যু সংবাদ। মাঝে মাঝে লক্ষ্য করতে লাগলেন ক্লারার মুখের অবস্থা। ক্লারার মুখ ফ্যাকাসে।

উঃ, কী ভয়ংকর মৃত্যু!—মন্তব্য করলেন উনস্লো: তোমাকে এত তাড়াতাড়ি খবরটা বোধহয় না দিলেও পারতাম। ধাক্কা সামলানো কষ্ট হবে তোমার পক্ষে।

না।—ক্লারা বললো: লেনীর মৃত্যুতে আমার দুঃখ করবার কিছু নেই। বরং, বরং আমি সুখী।

সুখী?

হ্যাঁ।

ক্লারা! তুমি কি বদলে গেলে?

ওগো, অনেক অন্যায় করেছি আমি অনেক কষ্ট দিয়েছি তোমাকে।—স্বামীর পায়ের কাছে ব'সে পড়লো ক্লারা!

উনস্লে তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিতে গেলেন, পারলেন না।

ক্লারা স্বামীর পা জড়িয়ে ধ'রে বললো: ওগো, আমার যথেষ্ট শিক্ষা হ'য়েছে, আর না। আমাকে আর আঘাত ক'রো না। আমি তোমার পায়ের কাছে প'ড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। অবশ্য, তোমার ক্ষমা পাবার যোগ্য আমি নই। ক্ষমা না করতে পারো, দয়া—দয়া করো আমায়।

লর্ড উনশ্লে স্ত্রীর হাত দুখানি ধ'রে সাদরে উঠালেন। তার গায়ে মাথায় সস্নেহে বুলিয়ে দিলেন হাত। কাছে টেনে নিলেন তাকে বুকে টেনে নিলেন। বললেন: আজ থেকে তোমায় আবার টেনে নিলাম আমার এই বুকে।

অনুতপ্ত ক্লারা স্বামীর বুকে মুখ লুকোলো। তার চোখে অশ্রুধারা। আনন্দাশ্রু।

হতভাগিনী ফিরে পেলো স্বামী, পুত্র, সংসার। আবার হ'লো সৌভাগ্যবতী।

কিন্তু থেলমা?

সৌভাগ্যবতী থেলমা এখন হতভাগিনী। স্বামী-সংসার ছেড়ে দিয়ে

চলে গেছে সে, যেখান থেকে এসেছিল এই ছল-চাতুরীর দেশে। বন্য হরিণী এসেছিল দু'দিনের জন্যে নকল সভ্যতার রং বাহারের মাঝে, মানুষের মুখোস আঁটা হিংস্র পশুর মাঝে। তাদের আক্রমণে ক্ষত বিক্ষত হ'লো সে।

কিন্তু এমনি করেই কি তার দিন যাবে? সব পেয়েও সব-হারানো থেলমা ফিরে পাবে না তার হারানো সুখ, মনের শান্তি?

কে জানে?

দীর্ঘ ছায়ার
দেশ

আল্‌টেন ফোর্ডে রাত্রি। দীর্ঘ রাত্রি। শীতের রাত্রি।

'পাহাড়গুলো জমাট বরফ মাথায় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে রাত্রির অন্ধকারে। পাইন গাছগুলোয় নেই পাতা। ডালে নেই পাখীর বাসা। উত্তরে হাওয়া সোঁ সোঁ ক'রে ব'য়ে চলেচে গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে।

সূর্য ঘুমুচ্চেন। কোথায় ঘুমুচ্চেন আলোর রাজা? সোনার বর্ম পরা, বর্শা ধরা রাজা কোথায় পেলেন জিরুবার জায়গা? আর এত ঘুম? মন্ত্র-ঘুম নাকি?

মধ্যরাত্রির অন্ধকার। ঘড়িতে কিন্তু বেলা চারটে মাত্র।

টেলভিগ গ্রামে লোভিসার ভাঙা ঘরের সামনে বরফ জমা পথের 'পরে দাঁড়িয়ে আছে একখানা স্লেজ, বল্গা হরিণ জোড়া। মাথায় তাদের শিং, গলায় ঘণ্টি বাঁধা। লাগাম ধ'রে ব'সে আছে চামড়ার পোষাক পরা এক ল্যাপ-ছেলে।

লোভিসার ঘরে এসেচেন ওলাফ গুল্ডমার। লোভিসা মৃত্যুশয্যায়। উলরিকাকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েচে লোভিসা। তাই না এসে পারেন নি ওলাফ।

মাথার তলায় আর একটা বালিশ দিয়ে লোভিসার মাথাটা উঁচু ক'রে দিল উলরিকা। প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় লোভিসার মুখে-চোখে ফুটে উঠেচে মৃত্যুর বিভীষিকা।

ওলাফ!—লোভিসা ক্ষীণকণ্ঠে বললো: আজ তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।

বলো।

মৃত্যুর আগে সে কথা না বললে আমি বোধহয় মরতেও পারবো না। —হাঁফাতে লাগলো লোভিসা: জানো ওলাফ, আমি তোমাকে ভালোবাসতাম। কিন্তু তুমি বিয়ে করলে আর একজনকে—থেলমার

মাকে। তাই, তাই আমি সহ্য করতে পারলাম না। আমি—।—থামলে লোভিসা।

বলো, থামলে যে!—ওলাফ উৎকণ্ঠিত।

তাই আমি—হ্যাঁ, আমিই তোমার স্ত্রীকে হত্যা করেচি!

হত্যা করেছিলে তাকে?

হ্যাঁ। তুমি তা কোনদিনই জানতে পারতে না জানি—কিন্তু, আজ মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে বলে যেতে চাই আমাব কুকর্মের কাহিনী—স্বীকার করতে চাই আমার পাপ।

উঠে দাঁড়ালেন ওলাফ: ভেবেচো, ঐ পাপেব কথা ব'লে পাপের বোঝা হাল্কা করবে রাক্ষসী? ভুল। ভুল। বলো, তাকে কী ক'রে হত্যা করেছিলে? আশ্চর্য, আমি বুঝতেই পারিনি।

পারবে কি ক'রে বুঝতে? আমি তাকে আমার এই পাপ হাত দিয়ে তো ছুঁইনি।—লোভিসা বললো: তোমাব স্ত্রী পাহাড়ে বেড়াতে এসে যে পাথর খানায় প্রায়ই বসতো—সেটা আমি নড়িয়ে নড়িয়ে ঢিলে ক'রে রেখেছিলাম। সে খানায় সে বসতে গিয়ে প'ড়ে গেল নীচেয়। তবু ভাগ্য ভালো—তোমার কচি মেয়েটা থেলমা প'ড়ে মরেনি তার মার সঙ্গে। তখন সে তার মার কোলে ছিল না।

ওঃ! রাক্ষসী! তোর নরকেও স্থান হবে না।—ওলাফ বললেন।

জানিনে, কোথায় আমার স্থান হবে। কিন্তু এই কথাটুকু বলে যেতে পারায় অন্ততঃ এখন, এখন অনেকটা শান্তি পেলাম ওলাফ প্রিয়তম!··· উলরিকা, আমাকে ধর্, ভালো ক'রে ধর্! উঃ! কী অন্ধকার! ঘরে আলো নেই?

আছে।—উলরিকা বললো।

তবু তবু এত অন্ধকার! না, আমার চোখে অন্ধকার। কিন্তু সাদা সাদা ওরা কারা? আবছা আবছা। ঘুরচে আমার সামনে। উলরিকা, ওরা কেন?

কারা

ওই যে ওরা। আমাকে চেপে ধর্ উলরিকা।—লোভিসা অস্থির হ'য়ে উঠলো। চোখ দুটো তার ঘোলাটে, লক্ষ্যহারা।

লোভিসার মাথাটা চেপে ধরলো উলরিকা নিজের বুকের মধ্যে। কিন্তু পারলো না। মাথাটা হেলে পড়লো একটু পরেই। সব শেষ।

বনের মধ্যে দিয়ে স্লেজ চলেচে। বরফ জমা পথে পিছলে চলেচে স্লেজ। বল্গা হরিণদের গলার ঘণ্টি থেকে শব্দ হ'চ্চে ঝুন্ ঝুন ঝুন ঝুন। তাদের খুরের আওয়াজ হচ্চে খুট খুট খুট খুট। ল্যাপ ছেলেটা রাশ টেনে ধ'রে আছে। স্লেজে চুপ করে ব'সে আছেন ওলাফ।

বাড়ি ফিরচেন ওলাফ। ভাবচেন মনে মনেঃ লোভিসার ডাকে বুঝি না এলেই হ'তো। অন্ততঃ শুনতে হ'তো না তাঁর স্ত্রীর ঐ হত্যা-কাহিনী। স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েচে ব'লেই সান্ত্বনা ছিল তাঁর মনে। কিন্তু একজনের অদৃশ্য হাত ছিল এই মৃত্যুর মধ্যে—তা তিনি ভাবতেও পারেননি কোন দিন।

হঠাৎ উঠলো ঝড়। বরফের ঝড়ো হাওয়া মুখে এসে লাগলো। মেঘ উঠলো ডেকে। বিদ্যুৎ দেখা দিল আকাশ চিরে চিরে।

কর্তা, ঝড় এলো যে।—পেছন থেকে ল্যাপ ছেলেটা বললো।

দেখচি তো তাই। সাবধানে চালা।

আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তা!

আর এই বনটুকু পার হ'লেই তো বাড়ি।

আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তা।

এমন সময় হঠাৎ বিদ্যুৎ উঠলো চমকে, কড় কড় কড়াৎ ক'রে জোরে মেঘ ডেকে উঠলো। ভয় পেয়ে গেল হরিণগুলো। থমকে দাঁড়ালো একবার। তারপর প্রাণপণে ছুটতে লাগলো তারা। সাঁ সাঁ ক'রে

ছুটতে লাগলো স্লেজ। সোঁ সোঁ ক'রে বইতে লাগলো উত্তরে হাওয়া, বরফ হাওয়া। ল্যাপ ছেলেটা রাশ টেনে রাখতে পারলো না। চেষ্টা করলেন ওলাফ, পারলেন না। চীৎকার করতে লাগলেন ওলাফ—কোন ফল হ'লো না। তীরের মত ছুটতে লাগলো স্লেজ। হঠাৎ মনে হ'লো—অদূরে পথটা নীচু—হ্যাঁ নীচুই তো! সর্বনাশ। দেখতে দেখতে সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়লো হরিণগুলো, স্লেজটা গেল উল্টে। ওলাফ ছিটকে পড়লেন দূরে, ল্যাপ ছেলেটাও। দুজনেই অজ্ঞান।

ওলাফের জ্ঞান হ'তে দেখলেন, তাঁর বাড়ির খাটে শুয়ে তিনি। পাশে দাঁড়িয়ে ভেল্ডিমার, তাঁর অনুচর। সারা অঙ্গ ছ'ড়ে গেছে। মাথায় ফেটি বাঁধা, সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ।

চোখ মেলে চাইলেন ওলাফ: ছেলেটা কোথায়?

নেই।—ভেল্ডিমার বললো।

বেচারী।—ওলাফ বললেন: আমি মরলাম না কেন? আমাকে বাঁচালে কেমন ক'রে?

ভেল্ডিমার বললেন: সারারাত্রেও যখন ফিরলেন না আপনি, তখন খোঁজ করতে গিয়ে দেখি স্লেজ উল্টে প'ড়ে আছে। একটা বল্গা হরিণ নেই, বোধহয় বেঁচে গেছে, আরগুলো ম'রে প'ড়ে আছে। ল্যাপ-ছেলেটাও। আপনি অজ্ঞান হ'য়ে আছেন। কোন রকমে স্লেজে চাপিয়ে টেনে এনেচি বাড়িতে।

বন্ধুর কাজ করেচো বটে, কিন্তু না বাঁচালেই পারতে ভেল্ডিমার। বাঁচবার আর ইচ্ছে আমার নেই। লোভিসার মুখে যা শুনলাম, আশ্চর্য!

কি?

সেই নাকি আমার স্ত্রীকে হত্যা করেচে। যে পাথরটায় বসতো সে প্রায়ই, সেটা নাকি নড়িয়ে রেখেছিল ঐ রাক্ষসী।

কী কাণ্ড!

নারীর প্রতিশোধ, ভেল্ডিমার—একে ব'লে নারীর প্রতিশোধ। তবে থেলমা বেঁচে গেছলো ঈশ্বরের ইচ্ছায়। ভেল্ডিমার, কাগজ কলমটা দাও তো, থেলমাকে একখানা চিঠি লিখি। হয়তো আর তার সঙ্গে দেখা হবে না।

আশ্চর্য, তার আগের দিনই এসে গেছে থেলমার চিঠি খামে মোড়া। চিঠিখানা প'ড়ে আছে ঐ ঘরেই তাকের উপর। ভেল্ডিমার জানেও। কিন্তু ওটা যে থেলমার কাছ থেকে আসা চিঠি জানতো না। আর ঐ বিপদের সময় চিঠির কথাও সে বলতে ভুলে গেল।

ওলাফ কাঁপা হাতে ধ'রে ধ'রে চিঠি একখানা লিখলেন। পরে ভেল্ডিমারের হাতে দিয়ে বললেন: আমি যখন থাকবো না এই পৃথিবীতে, তুমি পাঠিয়ে দিও এই চিঠি থেলমা মায় কাছে। লিখে দিও, এই পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে তোমার বাবা আশীর্বাদ ক'রে গেছেন তোমাদের দুজনকে।—আর একটা কথা ভেল্ডিমার—

বলুন কর্তা!

আমার মনে হচ্চে, আমার দিন ঘনিয়ে এসেচে।—ওলাফ বললেন: দেহ হয়েচে চূর্ণ, মন গিয়েচে ভেঙে, এ অবস্থায় বেঁচে থাকাও বিড়ম্বনা! শক্তিধর পুরুষের পক্ষে শক্তিহীন হ'য়ে বেঁচে থাকা মানেই মৃত্যু! তুমি আমার একটা কথা রাখবে?

নিশ্চয়ই কর্তা।—ভেল্ডিমার বললো: আপনার কাছেই আমার যা কিছু শিক্ষা! আপনার কথা আমার কাছে আদেশ ব'লেই জানবেন।

ম্লান হেসে বললেন ওলাফ: আমার কি ইচ্ছা জানো?

বলুন!

আমার অগ্নি-সমাধি ক'রো!

অবাক হ'য়ে গেল ভেল্ডিমার : তার মানে ?

আমার ইচ্ছে অগ্নিকেই আমার দেহ করবো সমর্পণ ! এমনি একটা আদেশই আমি পেয়েছি কাল অর্দ্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় ।

ভেল্ডিমার কাঁপা গলায় বললো : কিন্তু এ কাজ আমাকে দিয়ে কেন কর্তা ?

ওলাফ আবার হাসলেন : তুমি ছাড়া আমার কে আর বন্ধু আছে বলো ? আমার ইচ্ছে কি পূর্ণ করবে না বন্ধু ?

ভেল্ডিমার চুপ ক'রে রইলো ।

আমার শেষ ইচ্ছা বন্ধু !—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ওলাফ ভেল্ডিমারের দিকে : বলো ?

মুখ ফিরিয়ে ভেল্ডিমার বললো : বেশ, তাই হোক্ ।—ব'লেই চুপ করে রইলো । তার চোখে দেখা দিল জল । ওলাফের চোখ এড়ালো না ।

বললেন : তুমি কাঁদাচো ? তোমার চোখে জল ? আমি চ'লে যাবো ব'লে ? বোকা । আমি যাবো ঈশ্বরের কাছে, তাতে কাঁদবার কী আছে ? এক বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়ি যাওয়া । এতে দুঃখ পাবার কিছু নেই, কিছু নেই—ভেল্ডিমার !

পরদিন ।

সারাদিন কোন রকমে কেটে গেল । ওলাফ শান্ত হ'য়েই শুয়েছিলেন । তবে মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে কী যেন বলছিলেন আপন মনে । ভেল্ডিমার কাছেই ছিল । মাঝে মাঝে খাওয়াবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ওলাফ খেলেন না কিছুই । ডাক্তারে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছিল তাঁর সারা অঙ্গে, মাথায় ফেটি বাঁধা । যন্ত্রণা তিনি মুখ বজেই সহ্য করছিলেন—মশু দিয়ে প্রকাশ করেননি একবারও ।

কিন্তু বিকেলের দিকে চঞ্চল হয়ে উঠলেন ওলাফ। বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাইতে লাগলেন এদিক ওদিক। চোখ দুটো বিস্ফারিত—লাল, যেন আগুনের গোলা দু'টো।

ভেল্ডিমার চিন্তিত হ'য়ে পড়লো, ভয় পেয়ে গেল। বললো: কর্তার কি কষ্ট হচ্ছে?

উঁঃ!—শুধু বললেন ওলাফ।

ডাক্তার ডাকবো?

না।—হঠাৎ কণ্ঠস্বর দৃঢ় হ'লো ওলাফের: ভেল্ডিমার!

বলুন—

বলুন!

আমাকে সমুদ্রে নিয়ে চলো। এঘরে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসচে:

এই অবস্থায় সমুদ্রে!

হ্যাঁ।—উঠে দাঁড়াতে গেলেন ওলাফ। কিন্তু মাথা ঘুরে প'ড়ে যাচ্ছিলেন তিনি, তাড়াতাড়ি ধরলো ভেল্ডিমার তার বলিষ্ঠ বাহুর মধ্যে।

জ্ঞান নেই, অজ্ঞান। কর্তার আজ্ঞা, সমুদ্রে নিয়ে যেতেই হবে। ভেল্ডিমার বৃদ্ধকে তুলে নিল কাঁধে। বেরুলো বাড়ি থেকে। এগিয়ে গেলো ফোর্ড নদীর দিকে। ঘাটে বাঁধা কর্তার নৌকো ভ্যালকিরি। সাবধানে নৌকোয় উঠলো ভেল্ডিমার। ওলাফকে শুইয়ে দিলো নৌকোর পাটাতনের উপর। বলিষ্ঠ বৃদ্ধ। অচৈতন্য। শুভ্র কেশরাশি কাঁধের উপর। শুভ্র শ্মশ্রুরাশিতে পুরুষালি মুখখানি ঢাকা। চারিদিকের বরফের শুভ্রতা। ভেল্ডিমার তাঁর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে কাঁদতে লাগলো।

খানিক পরে জ্ঞান হ'লো ওলাফের। নিজের মনেই যেন বলতে লাগলেন: এসেচি, হে সমুদ্র, এসেচি তোমার কোলে। কৈ, চালাও, তরণী। দেরি কেন? হাওয়া তো বইচে।—হাতে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে বললেন: ভেল্ডিমার, এইবার, এইবার তোমার কথা রাখো।

কি কথা কর্তা ?

সেই অগ্নি-সমাধির কথা। ভ্যালকিরিতে ধরাও আগুন !

আগুন !

হ্যা. অগ্নির কাছে দেহ সমর্পণ করবো আমি। আমার শেষ ইচ্ছা। কথা রাখো ভেল্ডিমার।

এত তাড়াতাড়ি ?

হঁ্যা। আর দেরি নয়।

অগত্যা ভেল্ডমার আস্তে আস্তে নেমে গেল তরণীর নীচের ডেকে। খানিক পরেই অপরাধীর মত নত মস্তকে উঠে এলো উপরে। একটু পরেই উপরে উঠতে লাগলো ধোঁয়া—কালো ধোঁয়া। ভেল্ডিমারের চোখেও যেন সব ধোঁয়া !

একটু পরেই আগুনের লেলিহান শিখা নৌকোর পাটাতন ভেদ ক'রে দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠলো। সন্ধ্যার লাল আলোকের সঙ্গে মিশলো আগুনের লাল শিখা।

ভেল্ডিমার, নেমে যাও নৌকো থেকে।—আদেশ করলেন ওলাফ : খুলে দাও নৌকো।

না, না, আমিও যাবো আপনার শেষ যাত্রায়।

তা হয় না ভেল্ডিমার। বাধা দিও না, যেতে দাও। খুলে দাও দড়ি।

ভেল্ডিমার নেমে এলো নৌকা থেকে ! চোখ ফেটে জল বেরুচ্চে তার। কর্তা। কর্তা। এ তোমার কী খেয়াল ? কিন্তু উপায় নেই। আদেশ মানতেই হবে। খুলে দিতে হবে দড়ি।

তবু একবার অনুনয় করলো : কর্তা !

আর কোনো কথা নয়। বিদায় ভেল্ডিমার। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো ভেল্ডিমার। চোখ দিয়ে ঝরতে লাগলো অবিরত অশ্রুধারা।

হাওয়ার মুখে ভেল্ডিমার খুলে দিল দড়ি।

জ্বলন্ত নৌকো স'রে গেল তীর থেকে। স'রে গেল দূরে, আরো দূরে। আর যেন দেখা যায় না। ঘুরে দাঁড়ালো ভেল্ডিমার।

ফোর্ডের মাঝদরিয়ায় জ্বলচে নৌকো। ওলাফের সাধের ভ্যালকিরি। বুক জ্বলচে ওলাফের। বুক জ্বলচে ওলাফের নৌকোর। ওলাফকে বুকে নিয়ে নৌকো জ্বলচে। অগ্নি সমাধি। তারপরেই জলের তলে সলিল সমাধি। শান্তি।

হে ঈশ্বর, তোমারই জয় হোক!—উঠে দাঁড়াতে গেলেন ওলাফ। পা কেঁপে উঠলো। কেঁপে উঠলো জ্বলন্ত নৌকো। আগুন এসে ধরলো ওলাফের সারা অঙ্গ। নৌকোর মাস্তুলখানা ভেঙে পড়লো সশব্দে।

তীরে দাঁড়ানো ভেল্ডিমার এবার ঘুরে দাঁড়ালো।

দেখলো, ভ্যালকিরি জ্বলচে। জ্বলচে ওলাফ।

কর্তা গো—ব'লে কেঁদে ব'সে পড়লো ভেল্ডিমার।

ভেল্ডিমার ফিরে গেল ওলাফের বাড়ির দিকে।

ওলাফের বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখে একখানা স্লেজ দাড়িয়ে। কে এলো? স্লেজের ল্যাপ-ছোকরাকে জিগ্যেস ক'রে জানলো, কর্তার মেয়ে এসেচেন বিদেশ থেকে!

থেলমা?—ছুটে গেল ভেল্ডিমার ভিতরে।

হ্যাঁ। থেলমাই বটে। খালি বাড়ি। থেলমা আশা ক'রেছিল, বাবা বেরিয়ে এসে তাকে বুকে তুলে নেবে। কিন্তু বাবাকে সামনে না পেয়ে তন্ন তন্ন ক'রে এঘর ওঘর খুঁজতে লাগলো, কোথাও পেলোও না দেখা। তবে বাড়ি যখন খোলা, নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও আছেন। হয়তো বাগানে। ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে যাচ্ছিল থেলমা—সামনে পড়লো ভেল্ডিমার। রুক্ষ কেশ, চোখ দু'টো লাল।

বাবা কোথায় ?

চুপ ক'রে রইলো ভেল্ডিমার।

বাবা কোথায় বলো।

ভেল্ডিমার দূরে ফোর্ড নদীতে জ্বলন্ত নৌকাখানা দেখিয়ে বললো : ঐ যে, ওখানে।

তার মানে!

ভ্যালিকির পুড়চে, পুড়চেন কর্তা।

কী বলচো তুমি ?

হ্যাঁ,কর্তার ইচ্ছে। আর আমার কম্মো।—ভেল্ডিমার সব খুলে বললো।

পথক্লান্ত থেলমা ভেঙে পড়লো যেন। একটুর জন্যে বাবার সঙ্গে দেখা হ'লো না। বিছানায় লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদতে লাগলো সে : এখানে এসেছিলাম একটু শান্তির জন্যে। ভগবান, সেটুকুও দিলে না তুমি। তোমার কাছে এত কি দোষ করেচি ভগবান!

থেলমার কান্না দেখে ভেল্ডিমারের চোখের জল গেল শুকিয়ে, দেখলো, বেগতিক ব্যাপার। তাড়াতাড়ি ছুটে গেল উলরিকার কাছে। সব বললো তাকে। ডেকে আনলো তাকে থেলমার কাছে। মেয়েদের দুঃখ—মেয়েরাই বুঝবে'খন ভাল ক'রে। এসময় থেলমার কাছে উলরিকা থাকা ছাড়া আর কারোর কথা মনেও পড়লো না তার। উলরিকা! থেলমাকে সেও জ্বালায়নি কম। তবে সে উলরিকা আর নেই। পাদ্রীপ্রবরের কাছে কাজ করবার সময় উলরিকা ছিল রাহুগ্রস্ত। এখন সিগার্ডকে হারিয়ে বদলে গেছে সে। বোঝে, পরের অমঙ্গল করতে গেলে নিজের অমঙ্গল হয় আগে।

ছুটে এলো উলরিকা। বুকে তুলে নিল থেলমাকে। সান্ত্বনা দিল তাকে। বললো সব কথা। শুনলো অনেক কথা। জানলো, থেলমা সন্তানসম্ভবা।

অতএব সাবধানে রাখলো তাকে। যত্ন করতে লাগলো তাকে। ভুলিয়ে ভালিয়ে কিছু খাওয়ালো তাকে। মায়ের স্নেহে তাকে ঘিরে রাখলো উলরিকা।

জামাই কেমন আছেন ?—একদিন জিগ্যেস করলো. উলরিকা।

ভালো।—বললো থেলমা।

আসবেন না এখানে ?

জানিনে।—কথাটা চাপা দিলো থেলমা।

ভেল্ডিমার তাক থেকে বার ক'রে দিয়েচে থেলমার হাতে থেলমারই চিঠি। ওলাফের চিঠিখানিও দিয়েচে থেলমাকে। থেলমা পড়েচে. সে চিঠি। বাবার আশীর্বাদ। মাথায় ঠেকিয়েচে সে চিঠি। সে চিঠি বুকে নিয়ে কেঁদেচে সে। শেষ বিদায় নেবার সময়ও বাবা ভোলেনি তাকে। বাবা। বাবা গো।

কাঁদতে থাকে থেলমা।

কয়েকদিন পরে পেটে বেদনা বোধ করলো থেলমা।

রাত্রি তখন। কাছে শুয়ে উলরিকা। পাশের ঘরে ভেল্ডিমার। থেলমার ডাকে উঠলো তারা। উলরিকা বললো ভেল্ডিমারকে ডাক্তার ডাকতে। ছুটলো ভেল্ডিমার স্লেজ নিয়ে। কিন্তু শোনা গেল, ডাক্তার গেছেন রোগী দেখতে সহরে, কাল ফিরবেন। ফিরে এলো ভেল্ডিমার।

ততক্ষণে থেলমা প্রসব করেচে এক মরা ছেলে। লর্ড এরিংটনের উত্তরাধিকারী প্রাণহীন শিশু ভূমিষ্ঠ হ'লো এক আধ অন্ধকার ঘরে—উলরিকার অনভ্যস্ত হাতে। টানাটানা চোখ দু'টি চিরনিদ্রায় মুদে আছে। কোঁকড়ানো চুলে মাথা ভরা। যাকে তুমি নিয়ে নাও, তাকে অত সাজিয়ে পাঠাও কেন ঈশ্বর! লোভ দেখাও নাকি ?

ভেল্ডিমার ছোট্ট কফিন তৈরী করলো। ছোট্ট শিশুটিকে তাতে শুইয়ে দিলো। বাগানে গর্ত ক'রে কফিনটা রেখে মাটি চাপা দিল ভেল্ডিমার। স্বর্গীয় শিশু এলো ধরায়—এ পৃথিবীর দেখলো না কিছুই।

সমাধিস্থ হ'য়ে রইলো মাটির বুকে হয়তো মাটি কেনা ছিল তার, তাই এই মাটিতে আসা।

থেলমা কাঁদলো না। দাঁতে দাঁত চেপে রইলো। বুক ভ'রতো তার, কোল ভ'রতো তার—কিন্তু ভরলো না কিছুই। সব হারাতে বসলো নাকি থেলমা। স্বামী নেই কাছে, বাবা গেছে ছেড়ে, ছেলে এসেও গেল চ'লে।

জামাইকে খবর দেবো?—উলরিকা জিগ্যেস করলো।

দরকার নেই।—থেলমা বললো।

একবার খবরটা জানানো দরকার তো?

লাভ নেই। আসবেন না তিনি।

আসবেন না?

না।

চুপ ক'রে গেল উলরিকা।

এমন সময় একখানা স্লেজের শব্দ শোনা গেল বাইরে। জানালা দিয়ে তাকালো উলরিকা। কী আশ্চর্য, স্লেজে ব'সে এরিংটন, আর ল্যাপ ছোকরার পাশে ব'সে সেটা চালাচ্চে ব্রিটা।

থেলমা, জামাই আসচেন। ব্রিটাও।

থেলমার প্রাণ নেচে উঠলো। প্রসবের পর দুর্বল, তাই বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলো না।

বাইরে ছুটে গেল উলরিকা। একটু পরেই ছুটে এলো ঘরে ব্রিটা: ফ্রোকেন, দিদি, এসেচি আমরা।—থেলমাকে জড়িয়ে ধরলো সে।

পেছনে তার ঢুকলেন এরিংটন। মুখে হাসি। হাসলো থেলমাও। স'রে দাঁড়ালো ব্রিটা। থেলমার কাছে গেলেন এরিংটন। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ব্রিটা।

থেলমা।—খাটের পাশে বসে জড়িয়ে ধরলেন তাকে ঃ আমি এসেচি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার।

স্বামীর কাঁধে মাথা রাখলো থেলমা। চোখে জল।

ব্রিটা রান্নাঘরে ব'সে উলরিকার সঙ্গে গল্প করছিল। তার দিদিমার মৃত্যুর খবর পেলো, আরো অনেক নতুন খবর জানলো তার কাছে। তবে তার দিদিমা যে থেলমার মাকে হত্যা করেচে সে কথা চেপে গেল উলরিকা। কী হবে ব'লে? বেচারী মনে কষ্ট পাবে। বরং উলরিকা ব্রিটার কাছে ইংলণ্ডের গল্প শুনতে চাইলো। ব্রিটা হাত-পা নেড়ে নানা গল্প বলতে লাগলো তাকে। শেষে বললো ঃ মাগো, ওসব দেশে আবার মানুষ থাকে? কেবল ফ্যাশন করতেই ব্যস্ত। কেউ কাউকে দেখতে পারে না। আর কেলেংকারীর কথা সব আর বলা যায় না।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো ব্রিটা। বললো ঃ দেখে আসি থেলমা দিদির যদি কিছু দরকার থাকে।

গেল সে থেলমার ঘরের কাছে। দরজার কাছে ব্রিটাকে দেখে এরিংটন ডাকলেন তাকে ভিতরে। এরিংটন বসেছিলেন তেমনি ভাবেই থেলমার বিছানার পাশে,আর তাঁর বুকে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুয়ে আছে থেলমা।

এরিংটনের ডাকে ব্রিটা এলো ঘরে। এরিংটন বললেন থেলমাকে ঃ জানো, ব্রিটা না থাকলে আমার হয়তো এত তাড়াতাড়ি আসা হতো না এখানে। এদিককার সব জানা আছে ওর। তাছাড়া ব্রিটা যা প্লেজ চালালো—ওঃ, চমৎকার। পাকা ওস্তাদ মেয়ে তোমার এই ব্রিটা।

থেলমা হেসে বললো ঃ সেই জন্যেই তো তোমার কাছে রেখে এসেছিলাম ওকে।

ব্রিটা হাসলো শুধু। বললো ঃ তোমার কিছু লাগবে দিদি?

না।

আপনি চলুন, পোষাক ছাড়বেন, খাবেন কিছু।—এরিংটনকে বললো ব্রিটা।
যাচ্চি আমি !—এরিংটন বললেন।
ব্রিটা চ'লে গেল খাবারের ব্যবস্থা করতে।

থেলমা এরিংটনকে বললো : তোমার অনেক কষ্ট হ'লো।

কিসের কষ্ট ! বা-রে !—এরিংটন বললেন : তোমার দেখা পেলাম, ফিরে পেলাম তোমাকে আমার বুকে, সে কি কম পাওয়া ? এজন্যে আরো কষ্ট স্বীকার করতে আমি রাজি ছিলাম।

সত্যি, আমার অন্যায় হ'য়েচে। আমায় মাপ করো।

হাসলেন এরিংটন : এতে মাপ করবার কি আছে ? তুমি যা করেচো, ভুল বুঝে করেচো ! তাই দুঃখ পেলে তুমিই। কষ্টও পেলে যথেষ্ট।

আমি যে দেখলাম তোমার হাতের লেখা চিঠি—ভায়োলেটকে লিখেছিলে তুমি।

ঠিকই বটে, সে চিঠি আমারই লেখা থেলমা—তবে সে চিঠি ভায়োলেটের কাছে লেখা আমার প্রেমপত্র নয়। নেভিলের অনুরোধে তার স্ত্রী ভায়োলেটকে লেখা।

ভায়োলেট নেভিলের স্ত্রী ?—অবাক হ'লো থেলমা।

হ্যাঁ।—এরিংটন বললেন : আমাদের সঙ্গে ব্রিলিয়ান্ট থিয়েটারে অভিনয় দেখতে গিয়ে দেখে সেই অভিনেত্রী তারই স্ত্রী—ভায়োলেট নাম নিয়ে অভিনয় করচে। তাই সে আমাকে ডেকে নিয়ে গেছলো বাইরে। অনুরোধ করেছিল আমাকে, তার স্ত্রী যাতে তার কাছে ফিরে আসে তার ব্যবস্থা করতে।

তুমি তো এত সব কথা কিছুই বলোনি আমাকে।

আমাকে বলতে বারণ করেছিল নেভিল, লজ্জায়। আর বলিনি বলেই আজ এত কাণ্ড। কাজেই ধরতে গেলে দোষ আমারই। আর যত নষ্টের গোড়া ঐ ক্লারা।

থেলমা চুপ ক'রে থাকলো।

এমন সময় ব্রিটা এসে একখানি চিঠি দিয়ে গেল। থেলমার নামে চিঠিখানা। থেলমা খামখানা খুললো। দেখে, ক্লারার চিঠি।

ক্লারা চিঠি দিয়েচে।—থেলমা উঠে বসলো।

কি লিখেচে সে ?

পড়চি।—থেলমা পড়তে লাগলো :

আমার বোনটি থেলমা,

স্বামীর ভালোবাসা আবার ফিরে পেয়ে আজ আমি সৌভাগ্যবতী। আমি ফিরে পেয়েচি আমার স্বামী, পুত্র, সংসার—যা নারীর জীবনে একমাত্র কাম্য। অথচ তোমাকেই আমি করেচি গৃহছাড়া, বঞ্চিত করেচি স্বামী ও সংসারের সুখ থেকে! এ যে কত বড় অপরাধ, আজ আমি মর্মে মর্মে বুঝতে পারচি বোন্। আমায় ক্ষমা করো থেলমা। তোমার কাছে আমার কৃতকর্মের জন্যে মার্জনা ভিক্ষা করচি।

লর্ড এরিংটন গেছেন তোমাকে আনতে। আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি তাঁর সঙ্গে ফিরে এসো। তাঁর কোন দোষ নেই। তাঁর চরিত্র স্ফটিকের মতই নির্মল। আমিই গেছলাম তাতে কলংকের কালি লেপন করতে।

আর একটা খবর : লেনী দুর্ঘটনায় মারা গেছে। তোমার আমার দুষ্টগ্রহ,সে ম'রে বেঁচেছে, আমাদেরও বাঁচিয়েচে। সেদিন খবর পেলাম, ভায়োলেটও অসুখে মারা গেছে আমেরিকায়। সেখানে সে বেশি টাকায় গেছলো অভিনয় করতে।

থেলমা, বোন, আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থিনী। আমায় ক্ষমা করো, ফিরে এসো বোন। ইতি—

অনুতপ্তা
ক্লারা।

এরিংটন জিগ্যেস্ করলেন থেলমাকে : তুমি কি ক্ষমা করবে লোরা-কে ?

অনুতপ্ত যে, তাকে ক্ষমা করাই বোধহয় ভাল।

এরিংটন হাসলেন : বেশ, তাই হোক্।

থেলমা বললো : ভায়োলেট মারা গেল তাহ'লে!

নেভিলের কাছে তার স্ত্রী মরেই ছিল—শুধু কিছুদিনের জন্যে বিভীষিকা হ'য়ে জেগে উঠেছিল তার সামনে। ফলভোগ করতে হ'লো আমাদেরও—এখন সত্যি ম'রে বাঁচলো সে, বাঁচালো নেভিলকেও।

লেনীও তো দেখলাম মারা গেছে দুর্ঘটনায়। কী হ'য়েছিল জানো নাকি?—থেলমা জিগ্যেস করলো স্বামীকে।

এরিংটন খুলে বললেন সব।

প্রায় বিশ বছর পরের কথা।

এরিংটন ম্যানরের লনে বেতের চেয়ারে বসে গল্প করছেন প্রৌঢ় লর্ড ফিলিপ এরিংটন, প্রৌঢ় লরিমার, বৃদ্ধ বো-লাভলেস আর আমাদের থেলমা। থেলমার সেই আলো করা রূপ মাতৃত্বের স্নেহরসে সিঞ্চিত হ'য়ে স্নিগ্ধ, শান্ত এক অপূর্ব সৌন্দর্যে বিকশিত। যৌবন তার যাই-যাই করেও যেতে পারে নি যেন। ঠোঁটের হাসি মনে করিয়ে দেয় পুরোন দিনের কথা, অতীত দিনের স্মৃতি।

গল্প চলছিল পুরোদমে, এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে ছুটে এলো এক রূপময়ী তরুণী। সেই পুরান দিনের থেলমা যেন। থেলমার মতই চোখ, মুখ, নাক, মাথা ভরা সোনালী চুলের ঢেউ। তেমনি হাসি, তেমনি চলার ভঙ্গী। থেলমার মেয়ে। যেন নতুন থেলমা।

ছুটে সে এসে হাত ধরে টানলো লরিমারের। অভিমানের সুরে বললো: বা রে, এখনো ব'সে ব'সে গল্প হচ্ছে, আমাকে আজ বেড়াতে নিয়ে যাবার কথা আছে না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তো।—হেসে উঠে দাঁড়ালেন লরিমার: না, আর বসা যায় না।

কৈ, আবার দাঁড়িয়ে!—হেঁচকা টান দিলো মেয়ে।

এরিংটন হাসলেন: ও:, খুব পেয়ে বসেচে তো তোমায় দেখছি।

তাই তো দেখছি!—লরিমার থেলমার দিকে চেয়ে হাসলেন: শেষে ধরা পড়লাম এরই হাতে।

গুড্-বাই-ই!—বিদায় জানিয়ে নতুন থেলমা টেনে নিয়ে চললো লরিমারকে!

পাগলী মেয়ে!—মৃদু হাসলো আমাদের পুরোন থেলমা! মা।